প্রভাব সিংহ।

শ্রীশশিভূষণ মজুমদার কর্ত্তৃক
প্রণীত।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা,
১২২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, "রাধারমণ যন্ত্রে"
শ্রীনৃত্যগোপাল চক্রবর্ত্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৩৯ সন।

মূল্য ৸০ আনা।

উৎসর্গ পত্র।

-ঃ০ঃ-

যাঁহার আদর্শ রচনা প্রণালী বাঙ্গালীর শিক্ষাস্থল, যাঁহার
নাটকাভিনয় দর্শনে সকলে বিস্মিত ও বিমোহিত;
ও যাঁহার প্রতিভা-প্রদীপ্ত বদন মণ্ডলের সর-
লতামর গাম্ভীর্য্যপূর্ণ উদার ভাব অবলোকনে
স্বভাবতঃ তৎপ্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়,
সেই নাট্যাচার্য্য কবিবর শ্রীযুক্ত
গিরিশ চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের
করকমলে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ-
খানি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার
সহিত উৎসর্গীকৃত
হইল।

শ্রীশশিভূষণ মজুমদার।

নিবেদন।



মহাকবি সেক্ষপীর প্রণীত কোন কোন নাটক-চরিত্রের কোন কোন অংশের কিঞ্চিৎ আভাস অবলম্বনে এই পুস্তক খানি বিরচিত। চিন্তা ও কর্ম্মের একত্র সমবায় প্রদর্শন করার ইচ্ছা, সে ইচ্ছা কতটুকু সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। যতদূর সাধ্য সরল ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। মুদ্রাযন্ত্রের ভ্রম ত্রুটি ছাড়াও, আমার নিজের অনবধানতা বা অনভিজ্ঞতার জন্য হয়ত অনেক স্থলে দোষ দৃষ্ট হইবে; ভরসা করি বঙ্গীয় পাঠক মহোদয়গণের উদার হৃদয়ের ক্ষমা ও সহানুভূতি সেগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির অনেকাংশ দেখিয়া ছিলেন, ও বিবিধ বিষয়ক সঙ্গীত রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ মুন্সী মহাশয় অনেক গুলি গানের সুর ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম। এক হাজার পুস্তক ছাপা হইল, লাভের অর্দ্ধাংশ ন্যাশনাল ফণ্ডে প্রদত্ত হইবে।

গ্রন্থকার—

কতিপয় ভুল সংশোধন।

—:•:—

পৃষ্ঠা—			
২	১৯ লাইনে	এ'ক দিন স্থলে	এ ক'দিন
৫	২১ লাইনে	আইবড় স্থলে	আইবুড়
১৪	৫ লাইনে	আধার স্থলে	আঁধার
১৬	১২ লাইনে	দৃশ্য—স্থলে	দৃশ্য—কক্ষ—
২০	২২ লাইনের পর সুশীলা ও রণেন্দ্রের প্রস্থান।		
২১	১৬ লাইনের পর দৃশ্য—পুষ্পোদ্যান।		
২৪	১১ লাইনে	রয়েছে স্থলে	রয়েছ
৫২	৬ লাইনে	ভান স্থলে	ভাণ
৯৮	৬ লাইনে	নয়লে স্থলে	নয়নে
১৩৩	৬ লাইনে	আন স্থলে	আনন্দ
৬৭	৫ লাইনে	প্রবোধ স্থলে উন্মাদ বেশে প্রবোধ।	
১০৮	২৪ লাইনে	পাইয়াছি,	পাইয়াছে
১১৯	১ লাইনে	ভান	ভাণ

———

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

অমর সিংহ,	চিত্রলের রাজা।
প্রভাব,	অমরের ভ্রাতষ্পুত্র, যুবরাজ।
রণেন্দ্র,	অমরের প্রথম পক্ষের পুত্র।
রূপেন্দ্র,	,, দ্বিতীয় পক্ষের ,,
বিক্রম,	পামীরের রাজা, প্রভাবের শ্বশুর
প্রবোধ,	প্রভাবের সখা।
বিপ্রদাস,	মন্ত্রীপুত্রের সহচর।
সুবল সরদার,	জনৈক প্রধান সামন্ত।
বীরবল,	সুবলের পুত্র।
বিজয়,	রাজ্যভ্রষ্ট আশ্রিত রাজপুত্র। (ঊষার ভাবী স্বামী)
অভয়,	মন্ত্রী পুত্র।
লছমন,	পুরাতন ভৃত্য।

মন্ত্রী, সেনাপতি, পুরোহিত, ভৃত্যগণ, ঘাতকগণ, সৈন্যগণ, চিকিৎসক ও সামন্তগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

রাণী	অমর সিংহের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।
ইন্দুমতী,	প্রভাবের স্ত্রী।
সুশীলা,	,, বিধবা ভগ্নী।
সুররমা,	মন্ত্রীর কন্যা।
ঊষা,	অমর সিংহের প্রথম পক্ষের কন্যা।
শ্যামার মা,	পুরাতন চাকরাণী।

রাণীরদাসী, সখিগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রভাব সিংহ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাজ অন্তঃপুর সংলগ্ন দেবালয় সম্মুখস্থ পথ।]

শ্যামার মার প্রবেশ।

শ্যামার মা।—আরত পারিনে, একে রাত্তির জাগা, তায় আবার ভোরে ওঠা, সকালে যে একটুক ঘুমুব, তারোযো নেই। রাজার বাড়ী, এত দাস দাসী, তাদের বল্—তা, না,—সব যেন আমারই ঘাড়ে, রাজা একটুক ভাল হ'লে আর কোন আবাগী থাকে ?

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরোহিত।—কি হ'য়েছে ও শ্যামার মা! এত সকালে কি বক্‌ছ ?

শ্যা-মা।—এই যে পুরুত ঠাকুর আবার এসে প'ল। এখনো ঘর দোর নিকান হয়নি; ওঁর ত আর রাত্তির জাগা নেই তাই রাত পোয়াতে না পোয়াতেই এসে হাজির।

পুরোহিত।—কি হয়েছে ?

শ্যা-মা।—'কি হয়েছে'—মজার কথা! কিছুই যেন জানেন না,—

ঠাকুর মশায়! এত সকালেই পূজো কত্তে এলে? এখনো বাসিকাজ কর্ম্ম সারা হয়নি?

পু।—ব্যস্ত হয়োনা, আমি পূজো কোরতে আসি নাই। তুমি এত চেঁচাচ্ছ কেন?

শ্যা-মা।—এই নিজের দুঃখের কথা বল্‌ছি—রাত্তিরেও চোখ বুঁজতে পারিনে, দিনেও তাই।

লছমনের প্রবেশ।

লছমন।—শ্যামার মা! গোলমাল কোচ্ছ কেন?

পুরোহিত।—কে ও লছমন রাজা কেমন আজ?

লছমন।—ঠাকুর মশায়! আমরা চাকর বাকর মানুষ কেমন ক'রে জান্তে পারবো; আচ্ছা শ্যামার মাকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহলে আমিও কিছু শুন্‌তে পাবো।

পুরোহিত।—শ্যামার মা! আজ রাজা কেমন আছেন?

শ্যা-মা।—কেমন আবার, এক ভাবেইত দেখ্‌ছি, কিছুত ভাল বুঝিনে; আচ্ছা ঠাকুর মশাই! আপ্‌নি এত স্তব স্তুতি পড়েন শান্তি স্বস্ত্যন করেন, দেবতা কি প্রসন্ন হয় না? রাজার জ্বালা যন্ত্রণাত কমে না, রাজা আরাম হবে ত?

পুরোহিত।—শ্যামার মা! কোব্‌রাজ মশায়রা দেখে কি বলেন?

শ্যা-মা।—এ'ক দিনত আর বৈদ্য কোব্‌রেজ আসে নি, শুনছি বড় রাজকুমারের শ্বশুর নাকি এক জন ভাল বৈদ্য পাঠিয়ে দিবেন।

পুরোহিত।—এতদিন তবে বিনা ঔষধেই আছেন?

শ্যামার মা।—ওষুদের কি বাদ আছে! ছোট রাণীর কাছেই ওষদ, ছোট রাণী বের করে দেয়, বড় রাজ কন্যা সুশীলা খাওয়ায়।

পুরোহিত।—ছোট রাণী নিজে আর ওষুধ খাওয়ান না?

শ্যা-মা।—আর কত! ভাগ্যি সুশীলা আছে ব'লে, নৈলে রাজার বড় কষ্ট হ'ত।

পুরোহিত।—সুশীলার মত মেয়ে আর হয় না, এ দিকে রাজার শুশ্রূষা, ও দিকে পূজোর আয়োজন ও লোক জনের খাওয়ান দাওয়ানের তদ্বির সকল বিষয়েই দৃষ্টি। আহা! এমন লক্ষ্মী মেয়ে ও কি বিধবা হয়?

শ্যা-মা।—ঠাকুর মশায়! আপ্‌নি ঠিক বলেছেন সুশীলার মত মেয়ে আর কোথায়ও নেই।

পুরোহিত।—যাই সুশীলাকেই বলিগে স্বস্ত্যয়নের আয়োজনটা একটুক সকাল সকাল করে দেয়, শরীরটা যেন কেমন কেমন ক'চ্ছে আর বড্ড ক্ষুধাও পেয়েছে।

শ্যা-মা।—ও মা! আমি যে অনেকক্ষণ এসেছি, যাই অনেক কাজ কর্ম্ম ক'ত্তে হবে।

প্রস্থান।

লছমন।—ঠাকুর মশায়! বড় রাজ কুমার এখানে না থাকলে মনটা যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তার কেবল যুদ্ধ। কেন? নিজের রাজ্য, রাজ্যটাও ত দেখতে হয়? না ঠাকুর মশায়?

পুরোহিত।—তাইত, স্বয়ং যুবরাজ এখন রাজ কার্য্য নিয়ে থাকলেইত হয়, মহারাজ ত অনেক দিন থেকেই ইচ্ছা করছেন।

লছমন।—সেই রূপই ত শুনেছিলাম যে বড় রাজকুমার রাজা হবেন; কিন্তু পামীর থেকে আবার যেমন যুদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র এল, আর অমনি বড় রাজকুমার লোক লস্কর নিয়ে যুদ্ধ ক'ত্তে চ'লে গেলেন।

পুরোহিত।—সে যুদ্ধেত জয় লাভ হয়েছে, তবে পামীরে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

লছমন।—হাঁ, সেথানে শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করে রওনা হয়েছেন শুনেছি।

পুরোহিত।—মন্ত্রীইত রাজ কার্য্য সব দেখ্‌ছেন?

লছমন।—তা দেখ্‌লে কি হয় মন্ত্রীর উপর সকলেই নারাজ; হামেসা গোলযোগ শুন্‌তে পাই। ঠাকুর মশাই! আমরা পুরণো লোক রাজ্যের ভাল দেখ্‌লেই খুসী হই। বড় রাজার আমলে আমরা বড় সুখে ছিলাম।

পুরোহিত।—কেন এখন কি তোমাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে?

লছমন।—না, এ রাজার আমলে আমরা এতদিন বেশ ছিলেম এই ছোট রাণী আসার পর থেকেই পুরণো লোক সব ছেড়ে ছেড়ে যাচ্ছে।

পুরোহিত।—তা সাবধানেই থেক বড় ভাল বোধ হচ্চে না। যাই সুশীলাকে বলিগে।

লছমন।—আপ্‌নি বাড়ীর ভিতর পূজো কর্‌তে যান যা জানতে পান আমিও যেন একটু শুন্‌তে পাই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য রাজ অন্তঃপুরস্থ ইন্দুমতীর কক্ষ।]

ইন্দুমতী

ইন্দুমতী।— তিল মাত্র যদি না দেখি প্রাণেশে,
জ্ঞান হয় কত যুগ গিয়াছে চলিয়া!

কত কষ্ট সহি প্রাণে তাঁর অদর্শনে।
আহা! রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ ক'রে যেন,
গড়েছে বিধাতা তাঁরে।
ভাগ্যক্রমে মিলিয়াছে মোর।
কিন্তু হায়! সদা ভয় হয়
হারাই হারাই ব'লে,
কাঁপে হিয়া অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া।
সেও ত বলেছে কতদিন মোরে—
"প্রাণাধিকে তুমি যে আমার
তোমা ছাড়া হয়ে প্রিয়ে!
তিলেক থাকিতে নারি।"
তবে কেন হয় এত বিলম্ব স্বামীরে?
দয়াময় দেব! দুখিনীরে কর দয়া
রাখিও নাথেরে মোর কুশলে সতত;
না ফুটে কণ্টক যেন চরণে তাঁহার।

সুশীলার প্রবেশ।

বল দিদি! এসেছে কি কোন সমাচার?

সুশীলা।— এসেছে সংবাদ লগ্ন পত্র তরে।

ইন্দু।— ছাড় লো তামাসা বল মোরে ত্বরা,
পেয়েছ কি সমাচার দাদার তোমার?

সুশীলা।— আইবড় কন্যা এক সুরূপা সুন্দরী,
ছিল এক রাজকুলে, জনক তাহার,
দেখিয়া দাদার গুণ, দিবে তার করে।

ইন্দু।— হাতে ধরি দিদি! রাখহ তামাসা

সত্য যদি হয় কিবা ক্ষতি তায়,
কনিষ্ঠা ভগিনী হবে মোর,
দুইজনে মিলি সেবিব চরণ তাঁর।
আহা! সে রূপ সে গুণরাশি
একাধারে সমবেত দে'খে,
কে না চাহে কন্যা দিতে?

সুশীলা।— না, না, বৌ দিদি! বলেছি তামাসা ক'রে

রণেন্দ্রের প্রবেশ।

কি সংবাদ পাইয়াছ দাদার রণেন্!
বৌ দিদি হয়েছে ব্যাকুল।

রণেন্দ্র।— আশা করি আজি পাব দর্শন তাঁদের।

ইন্দু।— মহারাজ কেমন দেবর?
হয়েছে কি ব্যাধি আজ কিছু উপশম।

রণেন্দ্র।— উপশম কিছুই না দেখি,
বাড়িতেছে যন্ত্রনা ক্রমশঃ।

ইন্দু।— আহা কয় মাস হ'ল শয্যাগত রাজা
অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে তাঁহার,
স্বর্ণ জিনি কান্তি মলিন হয়েছে এবে,
দেখিলে বিদরে প্রাণ,
যবে যাই দেখিতে তাঁহারে
কত স্নেহময় বাক্যে সম্ভাষেণ মোরে
পদ সেবা করি যবে বসি পদতলে,
কতই আরাম বোধ করেন তখন!
কত আশীর্ব্বাদ তিনি করেন আমায়!

সুশীলা।— ঔষধ সেবনে কাকা কি যে কষ্ট পান,
দেখনি ত বৌ দিদি তুমি ?
সে কষ্ট দেখিলে আহা! পাষাণ বিদরে।
যবে দেই ঔষধ মুখেতে,
গিলিতে না পারে, চক্ষু যেন
উল্টাইয়া যায় উপর দিকেতে ;
জ্বলে গেল জ্বলে গেল বলে কতক্ষণ।
পরেতে কহেন কত করিয়ে মেলানি,
সুশীলে! লয়ে চল তীর্থ স্থানে মোরে,
আর এ যাতনা আমি পারিনে সহিতে।

রণেন্দ্র।— আমিও শুনেছি দিদি!
জ্যেষ্ঠ রাজ কুমারেরে দিয়ে রাজ্য-ভার,
কোন এক তীর্থে তিনি করিবেন বাস।
তুমি আমি সঙ্গে যাব শুশ্রূষার তরে।

লছমনের প্রবেশ।

লছমন।—মধ্যম কুমার। কএক জন মানী প্রজার পর মন্ত্রী মশায় অন্যায় বিচার কর্‌ছেন, তাদের বড় সাজা দেবেন, তারা আপনার বিচার চায়।

রণেন্দ্র।—এখন তাদের বিচার স্থগিত থাক্, দাদা এলে তাদের বিচার হবে।

লছমন।—তারা কয়েদ আছে, আপনি না গেলে তাদের উপায় নাই; তারা কত কাকুতি মিনতি করে বল্লে। আপনাকে গিয়ে তাদের রক্ষা ক'ত্তে হবে।

রণেন্দ্র।—চল, তবে।

দিওনাক দিদি! ও ঔষধ আর।

রণেন্দ্র ও লছমনের প্রস্থান।

সুশীলা।—কয় দিন হল দেখ বৌ দিদি।
কাকী মা আমায় না সম্ভাষে পূর্ব্বমত ;
কিবা যেন ভাবান্তর।

ইন্দু।— বুঝিতে কি পার কিছু দিদি ?

সুশীলা।—কিবা যেন নিগূঢ় চিন্তায় রতা,
অন্য-মনা দেখি তাঁরে সদা,
চাপিয়া রাখিতে নারে হৃদয়ের ভাব।
শুনেছি দাসীর কাছে কিঞ্চিৎ আভাস,
যুক্তি হয় মন্ত্রী সহ রাজ কার্য্য তরে।

ইন্দু।— রাজ কার্য্য তরে তাঁর কিবা প্রয়োজন ?
স্বামী তার নরপতি এখনো জীবিত,
রয়েছে কুমারগণ সদা অনুগত,—
আজ্ঞামাত্র পূর্ণ হয় যে বাসনা তাঁর—
আমিত দেখিনে দিদি! কিবা দুঃখ আর ?

সুশীলা।—আমি ও ত তাই ভাবি দিদি!
আমরা রমণী, পুরুষের কার্য্যে বল
প্রয়োজন কিবা আর আছে আমাদের ?

জনৈক দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—রাণী মা বড় রাজ কন্যাকে মহারাজের নিকট যেতে বল্‌ছেন।

দাসী ও সুশীলার প্রস্থান।

ইন্দু।— শুনেছি নাথের কাছে মন্ত্রী বড় ক্রূর,

তাতে যুক্তি রাণীর সহিত।
এ রাজ্যের নাহিক প্রতুল।
[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাণীর কক্ষ।]

রাণী ও দাসী।

রাণী।— সবে বলে নিজপুত্র হ'তে মোরে
মান্যকরে ভক্তি করে রণেন্দ্র অধিক ;
তাও কি সম্ভব হয় ?
সপত্নি তনয়, সে কি হয় আপনার ?
যার তার কাছে শুনিবারে পাই
রণেন্দ্রের প্রশংসা কেবল ?
শেল যেন বিঁধে বুকে মোর।
আজি ও করিল সবে সুখ্যাতি তাহার ?
অবোধ সন্তান মোর—
তাও যেতে চায় তাহার সহিত,
বুঝে না যে গৌরবের কিসে হানি হয়,
অনুগত ভৃত্য সম সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
ছি ছি ঘৃণা নাহি হয়।
কোন মুখে বলিল আপনি—
"মেজ দাদা" দেখ মাতঃ! "দয়ার আধার
হিতৈষী প্রজার পর উপকারে রত,

স্বয়ং জামীন হ'য়ে রক্ষিল প্রজায়
অবিচারী মন্ত্রী হ'তে।"
হিংসা ক্রোধে একেবারে জ্বলিয়া উঠিনু
হউক আপন পুত্র, শিশু যদি হ'ত,
পদাঘাতে পাঠাতেম যমের দুয়ারে।
ছি ছি! আমারি হিতের চেষ্টা করে যেই,
তাহারি বিচারে দোষ দেয় কুলাঙ্গার!

দাসী।— তোমারি সন্তান দেবি! তোমারি নিকট
বলিয়াছে ভাল মন্দ যা কিছু ঘটেছে;
সেত আর মন্ত্রীবরে দোষে নাই কভু।

রাণী।— দুই চক্ষে যারে আমি পারিনে দেখিতে,
নিজ পুত্র হয়ে করে প্রশংসা তাহার?
আরে রে দুর্ম্মতি মধ্যম কুমার!
প্রাণ ভয় নাহি কিরে তোর?
কি সাহসে করিবারে চাস্ হস্তার্পণ
মন্ত্রীর বিচারে তুই?
অভিমানে মন্ত্রী যদি নাহি আসে আজ,
জানিস্ রণেন্ তোর নিকট শমন।

দাসী (স্বগত) একি সর্ব্বনেশে কথা! এত বড় হিংসা
দেখিনি কখন আমি মেয়ে মানুষের।
রাজার কুমার আছে অধিকার
রাখিয়াছে প্রজাদের মান,
তাই তার নাশিবে জীবন রাণী?
আমি যে রাণীর দাসী—আমার হৃদয়

নহেত নিষ্ঠুর এত ?

রাণী।— আসিবেত মন্ত্রী আজ ?

দাসী।— দিয়েছি সংবাদ দেবি !
ওই বুঝি আসে মন্ত্রীবর।

দাসীর প্রস্থান ও দাসীবেশে মন্ত্রীর প্রবেশ।

রাণী।— এস প্রাণনাথ চেয়ে আছি পথ পানে,
আসিবার কালে বিলম্ব হইলে,
কতই দুশ্চিন্তা আসে মনে,
দেখিলে তোমায় সুস্থ হই তবে।

মন্ত্রী— (বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে)
সভা মাঝে বড় ব্যথা পাইয়াছি রাণি !
মধ্যম কুমার বিচার সভায়
অপমান করেছে আমায়।

রাণী।— বুঝেছি বুঝেছি আর বলিতে হবে না,
সেই হেতু হৃদি মোর জ্বলিছে ঈর্ষায়
সপত্নীর সুত সেত কোন ছার ?
হয় যদি আপন নন্দন,
নিবাইতে পারি জ্বালা শোণিতে তাহার।

মন্ত্রী।— সে যদি হইত রাণি! তোমার সন্তান
তা হইলে এত দুঃখ হইত না মোর।

রাণী।— ত্যজ ব্যথা প্রাণেশ্বর।
এত নহে তব অপমান
অপমান হইয়াছে মোর
প্রতিশোধ উপায় গোপনে কহি তোমা।

মন্ত্রী।— দে'খ যেন কেহ নাহি জানে,
সর্ব্বনাশ ঘটিবে তা হ'লে।

রাণী।— ধৈর্য্য ধর, ধীরে ধীরে গোছাইব কাজ,
রমণী প্রেমের আশে,
হেন কাজ নাহি যাহা করিতে না পারে।

মন্ত্রী।— অনুগত দাস আমি তব মহারাণী!
নতুবা কি হেন অপমানে কেহ
আসিবারে পারে হেথা আর?

রাণী।— ছি নাথ ও কথা আর মনেতে ক'র না,
বড় ব্যথা পাই আমি।

মন্ত্রী।— অসীম করুণা তব ক্ষুদ্র দাস প্রতি,
কিন্তু আমি সুখী তোমা নারিনু করিতে
আশঙ্কা সতত জাগে প্রাণে।

রাণী।— কে জানিবে? কেবা কি বলিবে!
অনুগত দাসী মোর সতর্কেতে দ্বারে;
ভয় কি প্রাণেশ তব।

মন্ত্রী।— ভয়! ভয় শুধু যুবরাজে,
এসেছে সে সঙ্গে লয়ে বিজ্ঞ চিকিৎসক!

রাণী।— তাতেই বা কিবা ভয়?
ঔষধ রাখার ভার আছে মম হাতে।

মন্ত্রী।— কিছুদিন রাজা যাহে থাকেন জীবিত,
করিতে হইবে তার উপায় মোদের,
যাবৎ প্রধান বিঘ্ন নাহি হয় দূর।

রাণী।— কেন? রাজা ছাড়া বিঘ্ন কেবা আর?

মন্ত্রী।— যুবরাজ,— যার তরে শঙ্কিত পরাণ,
রাজ্যের সকল লোক তুষ্ট যার প্রতি,
সে থাকিতে আমাদের শুভ কি কখন ?

রাণী।— যুবরাজ রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ যে সে।
কেমনে প্রধান বিঘ্ন হ'ল সে মোদের ?

মন্ত্রী।— জান না সুন্দরি! সেই হবে রাজা,
এখনি বসা'তে তারে রাজ সিংহাসনে
নৃপতির হয়েছে বাসনা।
ইচ্ছা মম, তব পুত্র হয় রাজা।

রাণী।— প্রাণ নাহি চাহে অনিষ্ট সাধিতে তার।
যুক্তি করি করিব উপায় এর।

মন্ত্রী।— এসেছে মাহেন্দ্র যোগ,
সেই উপায়েতে হবে অভীষ্ট সাধন,
পশ্চাতে জানিতে পাবে, থেক সাবধানে।
যাই এবে, রাজ কার্য্য অনেক রয়েছে,

ছদ্মবেশ গ্রহণ ও প্রস্থান।

রাণী।— যুবরাজ! আহা কি মোহন রূপ!
দিব না পড়িতে তারে মন্ত্রীর কুহকে।

প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—মন্ত্রীর অন্তঃপুরস্থ পুষ্পোদ্যান]

সুররমা ও সখীগণ।

সুররমা— গীত।

দেখিতে দেখিতে দিবস যায়, অস্তাচলে তপন লুকায়,
বাসা নিল পাখী হেলে দুলে শাখী মৃদুল মধুর সাঁজের বায়।
মুদিল কমল সরসীর কোলে, হাসিল কুমুদ প্রমোদ হিল্লোলে,
ভূতল গগন, আঁধারে মগন, সঘনে পেচক ডাকে উভরায়।
ধীরে ধীরে চাঁদ উঠিল আকাশে, ত্বরা সে আধার লুকাল তরাসে,
হৃদয়ের ঘোর ঘুচিল না মোর আমার সে চাঁদ এখন কোথায়।

সুররমা।— শুনেছ ত সখি আজ আসিবে কুমার?

সখী।— আপনি কুমার দেবি! বলিয়াছে মোরে।
রাজকার্য্য হেতু আসিবেন যবে,
সেই অবসরে দেখে যাবে তোমা।

রণেন্দ্রের প্রবেশ।

সখীগণ (গীত) ওই এল সাধের পাখী আদর কর না,
হৃদপিঞ্জরে পুরে রাখ উড়্‌তে দিও না।
পাখীরে—আদর করবি যত পোষ মানিবে তত,
অনাদরে চ'লে যাবে আর ত পাবে না।

সখীগণের প্রস্থান।

রণেন্দ্র।— কতক্ষণ সুর তুমি রয়েছ হেথায়?

সুররমা।— ঢেরক্ষণ হ'ল এসেছি যে মোরা
বিকালে আসার কথা, কেন দেরি তব?

রণেন্দ্র।— পিতার শুশ্রূষাতরে থাকি নিশি দিন
আসিতে পারি নে সুর তাই।
ঘটনা ক্রমেতে আজ আবশ্যক হল
ডাকিতে পিতায় তব পিতার আদেশে,

তাই আমি লইনু সে ভার।
প্রাণাধিকে সে কার্য্যে না হ'ক যত,
তোমায় দেখিতে তত আইনু হেথায়।
ভাবিলাম এতক্ষণ গেছ বুঝি চ'লে।

সুররমা।— সখি মোর আছে ত কুশলে?
আসে না সে কেন হা এখন?

রণেন্দ্র।— উষা প্রায় পিতার নিকট থাকে।

সুররমা।— মহারাজ কেমন এখন?

রণেন্দ্র।— দেখিতেছি আরোগ্য লক্ষণ।

সুররমা।— সখীর বিবাহ হবে কবে?

রণেন্দ্র।— হবে তব পরিণয় যবে।
তুমিও রয়েছ সুর উৎসুক যেমন,
ততোধিক হইয়াছি আমি,
ভাবি সদা কবে তুমি হইবে আমার?
কবে তোমা হৃদয়েতে করিব ধারণ।
হয়েছে পিতার মত মম,
এখন পিতার তব।

সুররমা।— সে কি নাথ! পিতা মম বলেছেত!

রণেন্দ্র।— কিন্তু এবে ইতস্ততঃ তাঁর।
প্রাণাধিকে! তুমি যদি হও মোর,
অবশ্য হইবে মত পিতার তোমার।

সুররমা।— জীবনে মরণে প্রভু তুমি মোর স্বামী,
দিও স্থান চরণে তোমার।

রণেন্দ্র।— বড় তুষ্ট হইলাম তোমার কথায়।

যাই এবে, আসিয়াছি রাজকার্য্য হেতু।

প্রস্থান।

গান করিতে করিতে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ— এস সখি! চললো ত্বরায়
(আর) হেথা থাকা উচিত ত নয়।
হের ওই শশধর ছড়া'য়ে সুধার কর
উঠিয়াছে কত দূর গগনের গায়।
একটী একটী করি কিরণের মালা পরি
ফুটেছে তারকা রাজি ওই নীলিমায়।

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রুগ্ন রাজা শায়িত, সুশীলা শুশ্রূষায় নিযুক্তা]

রাণীর প্রবেশ।

রাণী।— নরনাথ! কত দিনে ব্যাধিমুক্ত হবে!
আহা! কি ভীষণ যাতনা পেতেছ প্রভু!
সুন্দর বদন তব লাবণ্য বিহীন,
শীর্ণ কলেবর হেরিয়া তোমার,
বিদরে হৃদয় মম।
কয় মাস হ'ল আছ শয্যাগত,
জানে দেব, কি যে জ্বালা সহি প্রাণে!
আমি অভাগিনী মরি ভেবে ভেবে
কি হবে কি হবে ব'লে;
নিশি দিন দেবতার কাছে,

কায় মনঃ প্রাণে কত
আরাধনা করি তব আরোগ্যের তরে।

রাজা।— নিয়তির গতি প্রিয়ে কে রোধিতে পারে?
এ সংসারে অমর নহেত কেহ,
জন্মিলে মরিতে হয় জানত নিশ্চয়,
তবে কেন চিন্তা এত কর প্রিয়তমে?
তব দুঃখে হয় সদা অস্থির পরাণী,
বৃদ্ধি করে ব্যাকুলতা মোর।

সুশীলা।— কেন মাতঃ অমঙ্গল আশঙ্কা করিছ?
অবশ্য প্রসন্ন হবে দেবতা মোদের।
আনিয়াছে দাদা মোর বিজ্ঞ চিকিৎসক,
তাহার ঔষধ কাকা করিলে সেবন,
অচিরে দেখিবে রোগ উপশম হবে।

রাণী।— জাননা সুশীলে! কিযে করে প্রাণ!
ভাবি সদা কবে হবে সুস্থ নরপতি,
কবে বা বসিবে রাজ সিংহাসনে;
রাজ কার্য্য কত গুরুতর!
ভাগ্যক্রমে ভাল মন্ত্রী মিলা'য়েছে বিধি;
তবু কত গোলযোগ বিদ্রোহ সংবাদ
মাঝে মাঝে পশিছে রাজার কাণে।

সুশীলা।— রাজ কার্য্যে আমাদের কিবা প্রয়োজন?
রাজকার্য্য রাজকার্য্য ব'লে,
বাড়া'ওনা মাতঃ আর ভাবনা কাকার।
রাজকার্য্য দেখিতেছে মন্ত্রী এবে,

দেখিবেন দাদা, আমরা কেবল
সান্ত্বনা শুশ্রূষা মাত্র করিব তাঁহার।

রাজা।— নিদ্রা নাই, শান্তি নাই সুশীলে তোমার
দিবানিশি করিতেছ শুশ্রূষা আমার;
উপযুক্ত ঔষধাদি করিলে সেবন
নিশ্চয় আরোগ্য হব নাহিক সংশয়।
কেন রাণি! ভাব তুমি এত?
এখনো হয়নি ব্যাধি অসাধ্য আমার।

রাণী।— ইচ্ছা করে সদা কাল কাছে থেকে নাথ!
রত থাকি শুশ্রূষায় তব।
কিন্তু নাথ! রাজকার্য্য হেতু
প্রায়শঃ আসেন হেথা মন্ত্রীবর তব,
সামন্ত সম্ভ্রান্ত আরো কত কত জন
দর্শন করিতে তোমা আসেন সতত;
তাই তোমা প্রায় আমি সেবিতে বঞ্চিতা।

সুশীলা।— হয়নি ত কাকা সেই ঔষধ সেবন?

রাজা।— না, সুশীলে, কিন্তু আজ নাই তত জ্বালা।
সে ঔষধ সেবনেতে দেখহ সুশীলে!
বড়ই যাতনা হয় প্রাণে;
মনে হয় হলাহল দহিছে শরীর
দারুণ পিপাসা করে শুষ্ক কণ্ঠ তালু।

প্রভাব ও বিজয়ের প্রবেশ।

রাজা।— বৎস প্রভাব বংশের গৌরব তুমি,
ইচ্ছা মম সিংহাসনে দেখিয়া তোমায়

জীবন সফল করি ; কিন্তু হায় !
দুরদৃষ্ট মোর তাই বিলম্ব ঘটিছে।

প্রভাব।— মহারাজ ! বাল্যকাল হ'তে
তোমারেই পিতা ব'লে জানি,
সুস্থ হ'ন আগে, কেন ব্যস্ত সে কারণ ?

রাজা।— প্রাণাধিক স্নেহের বিজয় !
রয়েছি পীড়িত আমি,
পারি নাই উদ্ধারিতে পিতৃরাজ্য তব।

বিজয়।— মহারাজ ! চিন্তা নাই সে কারণ ;
লয়েছেন যুবরাজ সে কার্য্যের ভার।

রণেন্দ্রের প্রবেশ।

রণেন্দ্র।— এসেছেন চিকিৎসক পিতঃ !

রাজা।— যাও রাণী অন্তরালে।

রাণী ও সুশীলার অন্তরালে গমন।

চিকিৎসকের প্রবেশ।

রাজা।— বৈদ্যরাজ ! উঠিবার নাহিক শকতি,
বল মোরে অসাধ্য কি সুসাধ্য এ ব্যাধি ?

চিকিৎসক।— (পরীক্ষান্তে) একি ! যুবরাজ ! রাজদেহে,
বিষের লক্ষণ কেন দৃষ্ট হয় ?
কে দিয়েছে ঔষধ মহারাজে ?
আছে কি তাহার কিছু ?

রাজা।— ছিল এক বৈদ্য মম শ্বশুর আলয়
সেই এসে দিয়েছিল ঔষধ আমায়।

চিকিৎসক।— মহারাজ ! আর কিছুদিন পর

অসাধ্য হইত ব্যাধি তব ;
এবে চিন্তা নাই আর।

দাসী।— (দূর হইতে) মহারাজ আরোগ্য হইলে,
বহু পুরস্কার রাণী করিবেন দান।

চিকিৎসক।— পুরস্কার নহে কিছু কর্ত্তব্যের কাছে।
যথা সাধ্য করিব যতন,
অবশ্য ঈশ্বর নৃপে করিবেন কৃপা।
এই ঔষধ মহারাজ করুন সেবন,

(ঔষধ সেবনান্তর রাজার নিদ্রাবেশ)

অপর ঔষধ দিব পরে,
ইক্ষুরস দুগ্ধ পথ্য ব্যবস্থা এখন,
অন্ন পথ্য ক্ষুধা অনুসারে।
আসি তবে যুবরাজ!
সাবধানে হয় যেন নিয়ম পালন।

(চিকিৎসক, প্রভাব ও বিজয়ের প্রস্থান।)

রাণী ও সুশীলার পুনঃ প্রবেশ।

সুশীলা।— এ ঔষধ সেবনেতে হয়নি যাতনা ?

রণেন্দ্র।— না দিদি! হয়নি কষ্ট
আরাম হতেছে বোধ এ ঔষধে যেন।
যাই মাতঃ! মোরা এবে ;
থাক হেথা পিতার নিকট,
ডাকিওনা তাঁরে আর হতেছে নিদ্রিত।

রাণী।— যথার্থ নিদ্রিত রাজা!

(নৃপতির গাত্রস্পর্শ ও ইতঃস্তত দৃষ্টি)।

দেখিলাম যুবরাজে, মূর্ত্তি অনুপম ;
দ্বিগুণ শোভিছে যেন মধুর যৌবনে
পূর্ণ শশধর যিনি বদন কমল ;
লাবণ্যের আভা যেন ফুটিতেছে রূপে।
ফিরিতে না চায় আঁখি হেরিয়া সে রূপ।
এ হেন সৌন্দর্য্য ধ্বংস হায়!
কেমনে করিতে চাহে মন্ত্রীবর মোর
জাগেনি ত রাজা, শুনেনি ত কেহ?

শ্যামার মার প্রবেশ।

শ্যামার মা।—ছোট রাণি! মহারাজের পত্তির সময় হয়েছে যে।

রাণী।—অ্যাঁ—পত্তি।

শ্যামার মা।—পত্তির সময় হয়েছে।

রাণী।—অ্যাঁ—আচ্ছা—যাই চল।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উষাবতী ও সখীগণ।

উষা।—(গীত)

যত দেখি তারে চাই দেখিবারে ততই যে বাড়ে আশা,
দেখিতে দেখিতে আঁকিলো আঁখিতে মিটেনা তবু পিয়াসা।
হৃদয় চিরিয়ে মরম মাঝারে সাধ যে সতত রাখিতে তাহারে,
ও রূপ মাধুরী কিসে পূজা করি আছে শুষ্ক ভালবাসা।

সরমে ফোটেনা তার কাছে কথা সেত জানেনারে পরাণেরি ব্যথা,
যত দিন যায় মরি হতাশায় শুধু আঁখি জলে ভাসা।
কে আছে সুহৃৎ কার কাছে কই, বিরলে বিরলে কেঁদে সারা হই,
কে ঘুচাবে মোর এ বিরহ ঘোর, কে বুঝে নীরব ভাষা।

বিজয়ের প্রবেশ।

বিজয়।— কি মধুর সঙ্গীত শুনিনু।
কি ব্যথা কহনা উষে! কহিবে কি মোরে?
পারিব কি নিবারিতে তাহা।
শুনিনু সঙ্গীত তব অয়ি! অনিন্দিতে!
আহা! সুধা যেন বরষে শ্রবণে;
প্রাণ মম যেতে চায় মিশিবারে
সে মধুর সঙ্গীতের মূল প্রস্রবণে।
কিন্তু মম অদৃষ্টের নাহি বল,
ভয় হয় সে বাসনা না হয় পূরণ।

উষা।— কি লজ্জা! কি করি এখন?

সখীগণ,—গীত।

ফুল্ল ফুল দলে, অলি ঢুলে ঢুলে, পুলকে পুলকে মধুর গুঞ্জরে।
লতিকা আদরে চাহে তরুবরে ধরিতে যতনে সোহাগ ভরে।
চাহে সখি! মন তেমতি এখন সুখের যুগল মিলন তরে।
সরম আসিয়া মরমে পশিয়া বলিতে কেন লো বারণ করে।

সখীগণের প্রস্থান।

বিজয়।— কার আশা তরে আমি রহেছি হেথায়?
কার রূপে বিমোহিত হৃদয় আমার?
নিজ রাজ্য শত্রুকরগত, কার হেতু আমি

না করি উপায় কিছু উদ্ধারিতে তায় !

উষা।— কি করি ? কই সখীগণ গেল কোথা ?

বিজয়।— হয়েছে কি লজ্জা তব উষে !
কিম্বা কি অপরিচিত ব'লে
ভয় যদি হয়ে থাকে, কহ সুলোচনে !
যাইব এখনি আমি নিজ রাজ্যে চলি,
দিব ঝাঁপ সমর সাগরে শত্রু সহ।

উষা।— কুলের কুমারী আমি জানিতেছ দেব !
হৃদয়ের ভাব আর নাহিত গোপন,
যেই দিন রাজপুত্র ! হেরেছে তোমায়
মনঃ প্রাণ সঁপেছি চরণে ; স্বামী তুমি,
আমি কি অপরিচিত পর ভাবি তোমা ?

বিজয়।— আমি স্বামী তব ! বড় ভাগ্য মম।
কত দিনে হবে বল মিলন মোদের ?
কত দিনে হবে মোর প্রসন্ন দেবতা ?

উষা।— সুস্থ হ'লে পিতা মম।

বিজয়।— প্রাণ মম অধৈর্য্য হতেছে ;
বিলম্ব হইলে নারিব থাকিতে আর।
তব মুখ পানে শুধু চাহিয়া চাহিয়া
করিতেছি কর্ত্তব্যেতে অবহেলা আমি।
পিতৃরাজ্য শত্রুর অধীন,
আমি এবে পথের ভিখারী ?

উষা।— যেওনা ছাড়িয়ে প্রভু !
পিতা দিবে সৈন্যবল তোমা,

দাদারে লইয়ে যাব সঙ্গেতে মোদের,
সহজে উদ্ধার হবে নিজ রাজ্য তব।

বিজয়।— তুমি মম আশা নিরাশার
জীবনের ধ্রুব তারা তুমি মম প্রিয়ে!
তোমারে লইয়ে সুখী হইব সংসারে।

উষা।— ক্ষীণ বুদ্ধি গুণহীনা রমণী যে আমি,
কেমনে পারিব তোমা করিবারে সুখী?

বিজয়।— তোমারি আশ্বাসে উষে! রহিনু হেথায়,
যাই এবে, দে'খ যেন, ভুলিওনা মোরে।

বিজয়ের প্রস্থান অভয়ের প্রবেশ।

অভয়।— এ ক'দিন কেমন রয়েছে উষে!

উষা।— আছি ভাল দাদা! কখন আসিলে?

অভয়।— এই মাত্র আসিনু হেথায়।

উষা।— সখী মোর এসেছে কি হেথা?

অভয়।— আসিয়াছে সুর, রয়েছে রাজার কাছে।
শুনিনু উদ্যানে তুমি রয়েছ এখন,
তাই তোমা দেখিতে আইনু।
এক সঙ্গে বাল্যকালে খেলেছি আমরা,
কত ভালবাসা বাসি আছিল মোদের,
মনে পড়ে কভু উষে! সে সকল এবে?

উষা।— হাঁ, দাদা! এখনো রয়েছে মনে;
ছোট দাদা রূপেন তুমি আমি সখী
এক সাথে সবে মোরা খেলিতাম সদা;
নাচিতাম হাসিতাম করিতাম গান;

তুলিতাম কত ফুল গাঁথিতাম মালা,
সাজা'তেম সাজিতাম পরস্পরে মোরা ;
কি আনন্দে যেত দাদা ! সেই সব দিন !

অভয়।— কিন্তু উষে ! নাই আর সেই ভালবাসা,
সেই মাখামাখি ভাব লুকা'য়েছে হায় !
এবে যেন দুখের মাঝারে।

উষে।— কেন দাদা, যাবে কেন সেই ভালবাসা ?
যত দিন বেঁচে থাকি রবে তত দিন,
সেই ভালবাসা সেই মাখামাখি ভাব।

অভয়।— কহ উষে ! সত্য ক'রে তুমি,
ভাল বাস মোরে তেমন কি আর ?

উষা।— কেন ভাল বাসিব না দাদা !

অভয়।— কত ভাল বাসি আমি তোমায় যে উষে !
বুঝিবারে পারিবে কি তাহা ?
হৃদে মম মূর্ত্তি তব আঁকা,
পারিলে দেখা'তে তোমা দেখা'তেম আমি
ছিল আশা মনে রব একসনে,
কখন না হইব অন্তর ;
কিন্তু তুমি করিলে নিরাশ !
বিজয়েরে বাস ভাল মোরে না বাসিয়া !—

(গান করিতে করিতে সখীগণের প্রবেশ।)

ছি ছি ! ভালবাসা কেন এত ভাল বাসা চায় ?
না পেলে বাসনা নলে হৃদয়ে পোড়ায়॥
যার প্রতি অভিলাষ না থাকিলে তার আশ,

নাহি কিরে কার পাশ (যেথা) জীবন জুড়ায়।
এই ভাল বাসা যদি সমভাবে নিরবধি,
পুরা'ত সবার আশা, কি সুখ যে হ'ত তায়!

উষা।— ছোট দাদা বড় দাদা যেমন আমার
তোমায় দেখি যে আমি সেই মত দাদা!
তোমাকেও বাসি ভাল তাঁদেক যেমন।

অভয়।— যেই ভালবাসা উষে দিবে বিজয়েরে,
কণা মাত্র হায় পাবনা কি তার?
হায় উষে! বিজয়েরে দেখ যেইমত,
আমারে কি সেইমত দেখিবে না তুমি?

উষা।— সে কি দাদা!
আমি তব ছোটবোন সুরুর মতন?
তারে তুমি দেখ' যেই মত,
আমারেও দে'খ দাদা! সেই মত তুমি,
বাসিও আমায় ভাল তাহারে যেমন।
জ্ঞান হীনা কুলবালা আমি;
ইহা ছাড়া অন্য কিছু বুঝিতে না পারি।

প্রস্থান।

অভয়।— যে আশা কৌমুদী, ভেবেছিনু মনে,
আলোকিবে জীবন আমার,
সে আশা কৌমদী ডুবিবে কি হায়!
নিরাশার ঘোর অন্ধকারে!
যেই প্রেম তরু রোপিনু হৃদয়ে,
সেই প্রেম তরু না ফলিতে উষে!

বিরহের দাবানলে দগ্ধ হবে হ...,
আমায় করিয়ে দুখী পাইবে কি সুখ!
হবে নাকি কষ্ট তব উষে?

প্রস্থান।

সখীগণ।— ছি ছি ভালবাসা কোন ইত্যাদি
গান করিতে করিতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইন্দুমতীর কক্ষ।

ইন্দুমতী।

ইন্দুমতী।— এখনো না পাইলাম প্রাণেশের দেখা;
আমি অভাগিনী সদা অভিলাষি,
সেবিবারে তাঁর চরণ দুখানি;
কিন্তু নাথ রত সদা কাজে,
প্রজার হিতের তরে ব্যাকুল সতত,
রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করে নিশি দিন।
ভালবাসে সবে তাঁরে; আহা!
কতই আনন্দে মম উথলে হৃদয়,
প্রশংসা তাঁহার যবে শুনিবারে পাই।
আমি দাসী, অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁর,
বাধা নাহি দিব তাঁর কার্য্যে কভু।

প্রভাবের প্রবেশ।

প্রভাব।— ক্ষম প্রিয়ে! পারিনি আসিতে এতক্ষণ।

ইন্দুমতী।— সে কি নাথ! আমি ক্ষমা করিব তোমায়?
দাসী আমি, দয়া ক'রে আসিবে যখনি,
কৃতার্থ হইবে দাসী।

প্রভাব।— নানা কার্য্যে ব্যস্ত ছিনু,
তাই এ বিলম্ব হ'ল প্রিয়ে!

ইন্দু— জানি প্রভু, রত থাক সদা
রাখিতে প্রজার মন তুমি,
করিতে দশের হিত ব্যাকুল সতত,
তাই আসিতে পার না।
দয়া ক'রে দেখা দিও অবসর মত,
দাসী যেন সেবিবারে পায় তব
চরণ যুগল, সুস্থ থাকে যেন,
হেরে ওই প্রফুল্ল বদন।
করিবে না মানা দাসী কর্ত্তব্য পালনে।

প্রভাব।— ক্ষুদ্র নর আমি, ঘটনার স্রোতে
তৃণ সম ভাসি প্রিয়ে! আমা হ'তে
কেমনে হইতে পারে কর্ত্তব্য পালন।
বাল্যকালে ভেবেছিনু পিতৃ মাতৃ সেবা
সার কার্য্য সন্তানের;
কিন্তু ভাগ্যে ঘটিল না তাহা।
ত্যজিলেন পিতৃদেব, লক্ষ্মীরূপা মাতা,
এক চিতানলে ত্যজি দেহ,

চলি গেলা বৈকুণ্ঠেতে পিতার সহিত।
ভাই ভগ্নি করিনু ক্রন্দন কত!
পিতৃ সম খুল্লতাত ভুলা'তেন সদা,
করিতেন রাজকার্য্য তিনি,
সিংহাসনে বসিতাম কভু তাঁর সহ।
ক্রমে হ'ল শিক্ষার সময়,
পাইলাম সখারে তখন।
দুই বন্ধু শিখিতে লাগিনু যুদ্ধ বিদ্যা,
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিবিধ কৌশল।
বিদ্যার চর্চ্চায় কেটে যেত দিন।
তবু মনে হ'লে তাঁদের মূরতি,
অশ্রুজলে ভ'রে যেত আঁখি।

ইন্দুমতী।— পূর্ব্বকথা স্মরি নাথ! কেন দুঃখ কর,
ভুলে যাও সে সকল, আনিও না মনে।

প্রভাব।— না, না, প্রিয়ে! ভুলেছি সে দুখ,
তোমা পেয়ে বড় সুখী হইয়াছি এবে।
সেই প্রথম মিলন হ'তে,
কত ভাবে কেটে গেছে দিন।
সেই যবে নব প্রেমে ভরিল হৃদয়,
ব্যস্ত দোঁহে দোঁহাকার সুখে,
মিটিত না তৃষ্ণা কভু রূপ সুধাপানে,
কণ্ঠস্বর যবে কত মাধুরী ছড়াত,
অপরূপ স্বপ্নরাজ্যে ছিনু সে সময়;
দেখিতাম অনুপম সৌন্দর্য্যের ছবি,

শুনিতাম মনোহর সঙ্গীতের ধ্বনি,
মনোহর স্বপনের মত, কত দিন
উল্লাসে আবেশে গেছে চলে।
সেই এক দিন, মনে পড়ে, ছাদে বসি,
নিদাঘের নিরমল পূর্ণিমা নিশায়,
আকাশের পানে কভু, কভু মোর পানে,
চাহিয়া চাহিয়া তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিতে,
অনিমেখ আঁখি মোর হেরিত কেবল
চন্দ্রকর স্নাত তব বদন চন্দ্রমা।
আর এক দিন, আছে কি মনেতে ?—
দেখিতেছ শোভা তুমি সান্ধ্য গগনের,
চুপে চুপে পাশে তব বসিয়া কহিনু,
একি সন্ধ্যা দেবী হেথা ?—অমনি লুকালে
লাজ মাখা স্মিত মুখ অঙ্কেতে আমার ;
হাসিয়া অধর সুধা করিলাম পান।

ইন্দুমতী।— আছে নাথ! সকলি মনেতে গাঁথা।
শরতের কত রাতে বাতায়ন খুলি,
শশধর পানে তুমি চাহিয়া থাকিতে,
তব অঙ্কে শির রাখি শুনিতাম আমি
সুমধুর উপদেশবাণী তব মুখে ;
শুনিতে শুনিতে আমি যেতেম ঘুমা'য়ে ;
নিমিষে পোহা'য়ে যেত সুদীর্ঘ রজনী।
সখীর আহ্বানে আমি জেগে উঠে দেখি,
সূর্য্যকর স্পর্শে তব বদন সরসে,

রক্তোৎপল দুটী যেন উঠিল ফুটিয়ে,
ভাসিল অমনি হাসি অধর পল্লবে।
আরো কতদিন, আসে মনে, না, না,
কাজ নাই স্মৃতিরে জাগা'য়ে আর।

প্রভাব।— যাক্ প্রিয়ে! কাজ নাই মনে ক'রে,
যাক্ চ'লে, বাল্য খেলাসম
সে সকল স্বার্থপর দিন;
তৃপ্তি নাহি হয় আর সীমাবদ্ধ সুখে।
লক্ষ্য এবে উন্নতির তরে,
হৃদি ইচ্ছা অন্তঃপুর গুহা ছাড়ি,
শত মুখী ভাগিরথী মত,
কর্ত্তব্যের শত পথে যেয়ে,
মহান্ অসীমে মিশিবারে।

ইন্দুমতী।— প্রাণেশ্বর! সেইত উদ্দেশ্য জীবনের,
বিভুপদ সকল কর্ত্তব্য সার,
কেন না হইবে ইচ্ছা যেতে সেই দিকে?

প্রভাব।— অয়ি! চিত্ত বিনোদিনি! বাঁধিয়াছ মোরে
স্বভাব সুন্দর তব সদ্‌গুণ রাশিতে;
সরলতা পবিত্রতা ভালবাসা তব
বিমোহিত করেছে আমায়।
উৎসাহ উপদেশ মন্ত্রণা প্রদানে,
কত মত তুষিতেছ মোরে।
কষ্ট তুমি দেওনা ভাবিতে;
যখনি বিষাদ চিহ্ন দেখ এবদনে,

অমনি তখন দিতেছ মুছায়ে
সান্ত্বনার অমৃত ধারায়।
তুমি পত্নী মোর, কত সুখে সুখী আমি!
কিন্তু প্রিয়ে! সুশীলার বৈধব্য যন্ত্রণা
বড় ব্যথা দেয় প্রাণে; সুশীলা, সুশীলা
আহা! মূর্ত্তিমতী দয়া যেন এসংসারে।

ইন্দু।— কাঁদে প্রাণ সদা মোর সে দুঃখ স্মরিয়া;
ধর্ম্ম নিষ্ঠা নারী আর তাহার মতন
দেখি নাই কভু আমি।
সারল্যের ছবিখানি যেন;
কিছু যেন কষ্ট নাই তার!
সদাকাল রত থাকে কাজে।
কিন্তু নাথ! উপায় ত নাহিক ইহার,
সে দুঃখ তাহার কেমনে নিবারি মোরা?
সে দুঃখ ভাবিয়া হওনা ব্যাকুল।
আমি তারে করিব সান্ত্বনা,
দিব ধর্ম্ম উপদেশ তারে,
শিখা'য়েছ যাহা তুমি মোরে;
ধর্ম্মে মতি ভিন্ন এর নাহি প্রতিকার।

প্রভাব।— প্রাণাধিকে তুমি মম জীবন তোষিণী,
তব বাক্যে শান্তি সুধা ঢালে মম প্রাণে।
রাজ্যের মঙ্গলে আমি চিন্তা-ক্লান্ত যবে,
তখনি মনেতে করি প্রাণ ময়ি! তব
সরল লাবণ্য মাখা সুন্দর বদন,

বড় শান্তি পাই প্রিয়ে সে সময় আমি!

ইন্দু।— সে কি প্রিয়তম!
সহস্র জনের কাছে আমি কোন ছার?
সহস্র জনের হিত চিন্তা কালে
কেন মোরে ভাব তুমি?
আমারে না ভাবি, যদি ভাব সে সময়
জ্ঞান দাতা শুভ দাতা অনন্ত ঈশ্বরে,
ক্লান্তি দূরে যাবে, সুস্থ হবে প্রাণে,
অনন্ত শক্তির বলে
কার্য্যক্ষম হবে তুমি পুনঃ।

প্রভাব।— রমণীকুলের তুমি শ্রেষ্ঠ রত্ন প্রিয়ে!
বহু তপস্যার ফলে পাইয়াছি তোমা;
প্রেম ভক্তি পরিপূর্ণ হৃদয় তোমার;
গুণবতি! তব গুণে হব গুণবান্,
তব প্রেমে হবে মন উন্নত হৃদয়,
অনন্ত প্রেমের পথে যাইতে পারিব।

ইন্দু।— অবোধ রমণী আমি কি বুঝিতে পারি,
তোমারি কৃপায় প্রভু যা কিছু শিখেছি;
তুমি মম বিদ্যা বুদ্ধি আরাধ্য দেবতা,
আমি দাসী ক্রীতা ওই পদে।

প্রভাব।— যখনি তোমারে ভাবি প্রিয়ে!
তখনি আনন্দ উৎসে উথলে হৃদয়।
মনে হয়, সে আনন্দ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে,
যাইতেছি চ'লে যেন নিশ্চিন্ত মানসে

কোন এক অভিনব আনন্দ সাগরে।

সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা।— দাদা, দাদা, রাজা হবে কবে তুমি ?
বৌ দিদি ! রাণী হবে তুমি।
প্রভাব।— আহা কিবা সরলতাময় ভাব !
বলেছেন খুল্লতাত বুঝি ?
তাই আর আনন্দ ধরে না সুশীলার।
আমি রাজা হলে যেন কতখুসী হবে !
কি শুনেছ,—বলনা সুশীলে ?
সুশীলা।— কেন দাদা ! শুননি কি তুমি ?
রাজ্য দিয়া তোমা বলেছেন কাকা,
যাবে এক তীর্থ স্থানে,
আমি ও রণেন্ যাব শুশ্রূষার তরে।
বৌ দিদি ! তুমি কি জান না ?
প্রভাব।— পিতৃ সম খুল্লতাত দেখহ সুশীলে !
আশৈশব করেছেন মোদের পালন,
রাজপদে রয়েছেন তিনি,
করেছেন হিতকার্য্য নিঃস্বার্থ ভাবেতে ;
এবে তিনি কয় মাস আছেন পীড়িত,
সবিশেষ না বলিলে, উচিত কি মম,
সহসা সে রাজ্যভার করিতে গ্রহণ ?
ইন্দু।— দিব না হইতে রাজা দাদারে তোমার,
হবনাক রাণী আর, আমি রাণী হ'লে,
ছেড়ে যে যাইবে দিদি ! তুমি আমাদের !

সুশীলা।— ছাড়িয়া কি থাকিতে পারিব ?
যাই যদি বৌ দিদি! আসিব সত্বর।
বলিগে কাকার কাছে যাইয়া এখনি,
কবে যাব তাঁর সাথে তীর্থ স্থানে আমি।

প্রস্থান।

প্রভাব।— সুশীলে! সুশীলে!—গিয়াছে চলিয়া।
আমার দেখিলে ভাল কি আনন্দ ওর!

ইন্দু।— প্রজাগণ প্রপীড়িত মন্ত্রীর বিচারে,
অন্তঃপুরে প্রবেশে তাদের আর্ত্তনাদ,
নাথ! প্রতিকার কি করিছ তার ?

প্রভাব।— কি করিব ?—জানি সব, চেয়ে আছি শুধু
নৃপতির অনুমতি পানে।

ইন্দু।— ভয় হয় প্রাণনাথ! অমঙ্গল ভেবে;
আমিও শুনেছি বিশ্বস্ত সূত্রেতে,
পরামর্শ করে মন্ত্রী রাণী মার সহ।

প্রভাব।— সন্দেহের কথা বটে,
যে যা বলে কর্ণ দিও তায়!
রসনারে রাখিও সংযত।

গমনোন্মুখ।

ইন্দু।— ঊষার ত বিজয়েরি সহ পরিণয় ?

প্রভাব।— তাইত সবার মত।

ইন্দু।— রণেন্দ্রের ;—

প্রভাব।— কেন, মন্ত্রীর তনয়া ?

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—অন্তঃপুর সংলগ্ন উদ্যান পথ।]

রাণী।

রাণী।— ধন্য ইন্দু, অমূল্য রত্নের অধিশ্বরী ;
ভাল বাসে সবে তারে;
আহা! নারীকুলে হেন রত্ন পেলে,
কে না চাহে ভাল হ'তে ?
আমিও হতেম ভাল মনোমত হলে,
আমাকেও প্রশংসা করিত সবে ;
কিন্তু পোড়া ভাগ্য—রুগ্ন বৃদ্ধ পতি তাই
যুবরাজ! অনুপম রূপরাশি তব
অঙ্কিত হতেছে মম হৃদে,
মুছিতে না পারি আর চেষ্টা করি যত ;
নিকট সম্বন্ধ আমি যাইতেছি ভুলে।
প্রজাগণ তুষ্ট তব প্রতি,
সবারে ত ভালবাস তুমি,
আমারে কি বাসিবে না ভাল ?
দয়ালু বলিয়া তোমা কহেত সকলে,
আমারে কি করিবে না দয়া ?
বলিতে ত পারিব না সাক্ষাতে তোমার,
ছি, ছি! কেমনে বলিব তোমা,
আমি তব প্রেম ভিখারিণী!

যুবরাজ! যুবরাজ! ক্ষমহ ধৃষ্টতা,
লিখিনু তোমায় আমি হৃদয়ের ব্যথা।

রূপেন্দ্র ও ঊষার প্রবেশ।

রূপেন।— ছোট দাদা যাবে মাতঃ! মন্ত্রীর আলয়ে;
যাই মাতঃ! তাহার সহিত?

রাণী।— রাজার কাতরে আমি চিন্তিতা সতত,
হু হু করে প্রাণ সদা মোর;
আইনু হেথায় আমি শান্তির কারণ,
তোরা কেন এলি হেথা জ্বালা'তে আবার?

ঊষা।— আজ্ঞা কর মাতঃ!

রাণী।— "আজ্ঞা কর মাতঃ!"—তোর কি লো তায়?
তুই বুঝি দিছিস শিখা'য়ে?
বিরক্ত করিস্‌নে আর যা চ'লে এখন।
কি উৎপাত এসে প'ল,
কখন বা এসে পড়ে দাসী।
আরে রে অবাধ্য মেয়ে, এখনো আছিস্?
(ঊষার প্রস্থান, গমনোন্মুখ রূপেনের হস্তধারণ।)
হারে রে অবোধ ছেলে বুঝিস্ না কিছু?
শত্রু সনে কেন যেতে চাস্?

রূপেন।— সে কি মাতঃ! শত্রু কেবা মোর?
যাব আমি মেজ দাদা সনে।

রাণী।— সে ত নহে সহোদর ভাই,
শত্রু সে যে তোর, অনিষ্ট করিবে।

রূপেন্দ্র।— মিথ্যা বল তুমি মাতঃ!

তোমা চেয়ে মেজ দাদা ভালবাসে মোরে।

রাণী।— কি বল্লিরে, আমা চেয়ে?

দূর, দূর হতভাগা ছেলে!

ধাক্কা খাইয়া রূপেন্দ্রের প্রস্থান।

কি বলিবে যুবরাজ দে'খে লিপি মোর;

যদি সে উপেক্ষা করে,

সর্ব্বনাশ ঘটিবে তা'হলে,

মরমে মরিয়া যাব দারুণ লজ্জায়,

ভীষণ অনল হৃদে জ্বলিবে তখন;

একের শোণিতে তাহা হবে নির্ব্বাপন;

ভাবিতে কাঁপিয়া উঠে অন্তর আমার।

যুবরাজ! যুবরাজ! করিও না ঘৃণা,

পূরাও প্রার্থনা মোর।

দাসীর প্রবেশ।

থাক লিপি লয়ে, যাই আমি অন্তরালে।

প্রস্থান।

দাসী।— মেয়ে লোক অসতী হইলে,

কিছুই অসাধ্যি নাই তার।

ওই আসিছে একাকী যুবরাজ;

আমি দাসী, দিব লিপি, যা থাকে কপালে।

(প্রভাবের প্রবেশ ও দাসীর লিপি প্রদান।)

প্রভাব।— প্রেম লিপি এ যে, কে দিয়েছে, কা'র?

কে সে দুশ্চরিত্রা, কার হেন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিল?

দাসী।— দিয়েছে রাণী মা যুবরাজ! [প্রস্থান।

প্রভাব।— রাণী মা! এঁ্যা! তাঁর এই লিপি?
না, না—দেখি, অন্য কা'র হবে।
এঁ্যা! তাইত এত কলুষিত মন?
লিখিতে কি কাঁপিল না হৃদি?
হস্তচ্যুত হ'ল না লেখনী?
শত বজ্র পড়িল না শিরে?
হেন নারী পশে যেই গৃহে,
উঁকি মারে শৃগাল শকুন তথা;
নরকাগ্নি জ্বলে মুহুর্মুহু!
সদাশিব খুল্লতাত,—তাঁর এই স্ত্রী?
ছি ছি! ঘৃণা করে খুড়ি মা বলিতে।
থাক্ পাপ লিপি এবে, ফেলিব না তোরে;
যাই দেখি সখা মোর কোথা।

প্রস্থান।

রাণীর পুনঃ প্রবেশ।

রাণী।— উঃ—কি লজ্জা! কি ঘৃণা! ক্ষোভ মনস্তাপ!
কেন বা মরিতে আমি লিখেছিনু লিপি?
ছি ছি এত অপমান করিল আমায়!
শুধু রূপে মুগ্ধ হ'য়ে ভাবিলাম আমি
রক্ষিব তাহারে যত ষড়যন্ত্র হ'তে।
ধিক্ রূপ তার, ধিক মম বুঝিবার ভ্রম!
মৃণাল বলিয়া আমি চাহিনু কি
কাল সর্প করিতে ধারণ?
মলয় মারুত ব'লে ভাবিলাম যারে,

তাপদগ্ধ মরুর সে প্রতপ্ত প্রশ্বাস ?
থাকে যদি রমণীর প্রেমের সম্মান,
অমৃত প্রসব করে রমণী হৃদয় ;
কিন্তু যদি সে প্রেমের হয় অপমান,
হলাহল উদ্গীরণ হইয়ে তা হ'তে,
ছারখার করে দেয় সুখের সংসার।
অনাদর করিল দুর্ম্মতি ?
মাখিনু কলঙ্ক শুধু আপনার গায় ?
কহে যদি সে নির্ব্বোধ এ সকল কথা,
কি হবে উপায় তবে ?
গণিকার মত কিরে থাকিয়ে সংসারে
ঘৃণিত লাঞ্ছিত আমি হইতে থাকিব ?
অথবা কি আত্ম হত্যা করিয়া তখন
মিটাইব দুঃখ ক্ষোভ জনমের মত ?
আত্ম হত্যা ! আত্ম হত্যা করিব কি আমি
সে রবে জীবিত মোরে ক'রে অপমান ?
না, না—প্রতিশোধ লইব ইহার।
প্রকাশিতে সময় না পাবে।
আরে রে গর্ব্বিত যুবরাজ !
রূপ যৌবনের গর্ব্ব কিসে তোর এত ?
অপমান করিয়ে আমায়
প্রজ্জ্বলিত করে দিলি ক্রোধানল মম।
এর প্রতিফল তুই পাইবি সত্বর।
মন্ত্রীর চক্রেতে আমি হব অধিষ্ঠিতা,

ঘাতকের অস্ত্রে দিব দ্বিগুণ শকতি;
নারিবে রক্ষিতে তোরে স্বয়ং দেবতা।
অতল জলধিতলে ডুবিস্ যদ্যপি,
মম রোষানল তোরে
বাড়ব অনলরূপে দহিবেরে তথা;
গভীর অরণ্য মাঝে থাকিস যদ্যপি,
দাদানল রূপে তথা বিনাশিবে তোরে;
আকাশে মেঘের মাঝে লুকা'য়ে থাকিলে
ঝঞ্ঝাবাত সহ রোষবহ্নি মম,
ছিন্ন ভিন্ন করি তোরে,
অণু পরমাণু সহ দিবে মিশাইয়ে।
এক পাপে শত পাপ করিতে হইলে,
বিরত না হব আমি কভু;
তাতে যদি নাহি হয়,
সহস্র পাপের কার্য্য করিতে থাকিব,
তবুও অনিষ্ট তোর করিব সাধন,
দেখিবিরে নারী হৃদে কত শক্তি ধরে।

বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—মন্ত্রীর মন্ত্রণা গৃহ]

মন্ত্রী।

রণেন্দ্রের প্রবেশ।

রণেন্দ্র।— মন্ত্রীবর! গুরুতর কার্য্য উপস্থিত,

প্রয়োজন উপস্থিতি তব।

মন্ত্রী।— কিবা গুরুতর কার্য্য—জান কি কুমার ?

রণেন্দ্র।— এ রাজ্যের প্রান্ত হ'তে
আসিয়াছে দূত লয়ে বিদ্রোহ সংবাদ ;
তাই পিতা তব সহ করিবে মন্ত্রণা।

মন্ত্রী।— যত শীঘ্র পারি আমি, কহিও কুমার !
মহারাজে করিব দর্শন।

রণেন্দ্র।— যাই তবে মন্ত্রীবর।

প্রস্থান।

মন্ত্রী।— ধন্য ধন্য বুদ্ধিবল ! ধন্য শিক্ষা মোর !
কি কৌশলে করিতেছি, রাজকার্য্য আমি ;
ঘুণাক্ষরে কেহ নাহি পারে জানিবারে।
কে বুঝিবে কি কৌশলে রাখিয়াছি আমি
কাষ্ঠের পুত্তলীমত যত প্রজাগণে।
সেনাপতি বশে মম ; আজ্ঞাধীনা রাণী,
প্রণয় প্রলোভে তারে রেখেছি ভুলা'য়ে।
জীবন্তে মরার মত রেখেছি রাজারে।
মুষ্টিমেয় সৈন্য আছে নিরপেক্ষ ভাবে,
যে দিক প্রবল দেখে, যাবে সেই দিকে।
এখন প্রধান বিঘ্ন মাত্র যুবরাজ,
অপনীত হবে সে সত্বর।
(ঈষৎ হাস্য) সেই দিন রাজা তারে দেয় সিংহাসন,
কত করে রাখিনু স্থগিত। কহিলাম
চিন্তা নাই মহারাজ ! আরোগ্য হইলে,

রাজ্যের সামন্তবর্গে করি আমন্ত্রণ
প্রকাশ্য সাভয় তারে দিয়ে সিংহাসন,
পুণ্যময় তীর্থ স্থানে করিবেন বাস ;
অনুমতি হয় যদি সঙ্গে যাবে দাস।
সরল নৃপতি মম ছল বুঝিল না
নতুবা কৌশল সব হইত বিফল।

বিপ্রদাসের প্রবেশ।

কহ তাত! হয়েছ কি কৃতকার্য্য কিছু ?
কেমন বুঝিলে মোর তনয়ে এখন ?

বিপ্রদাস।— মন্ত্রীবর! রাজ কন্যা ঊষার লাগিয়া
পুত্র তব ব্যাকুল সতত।

মন্ত্রী।— ব'ল তারে, ঊষা হ'তে শ্রেষ্ঠ রূপে গুণে
কন্যারত্ন আনি দিব বিবাহ তাহার।

বিপ্রদাস।— তাও বলিয়াছি, কিন্তু ফল নাহি হ'ল।
কহিলা সে—"বাল্যকাল হ'তে
ঊষারে যে ভালবেসে আসিয়াছি আমি,
রয়েছে মূরতি তার হৃদয়েতে আঁকা,
ভুলিবারে শক্তি নাই মম।"

মন্ত্রী।— পরিণীতা হবে ঊষা বিজয়ের সহ,
আমিও দিয়েছি মত তায়,
কেমনে অন্যথা করি এবে ?
এক মাত্র উপায় ইহার,
অনুরাগ থাকিলে ঊষার।

দেখ—যদি ফিরাইতে পার তার মন।

বিপ্রদাসের প্রস্থান।

ভাবিলাম করিব কণ্টক সব দূর,
কিন্তু দেখি বাড়িতেছে সংখ্যা কণ্টকের।

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি! মঙ্গলত সব?
উপস্থিত বিষয়ের কিবা যুক্তি তব?

সেনাপতি।— যুবরাজ সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাস্য কি এবে?

মন্ত্রী।— সেইত প্রধান বিঘ্ন গন্তব্য পথের।

সেনাপতি।— রাজ্যের সকল প্রজা অনুরক্ত তার,
আপনি সে মহাবল রণে সুনিপুণ;
স্বচক্ষে দেখেছি রণ তার,
বিদ্রোহ দমনে যবে স্বল্প সৈন্য ল'য়ে
দিলা যোগ আসি মম সাহায্য কারণ,
ভগ্নপ্রায় ক্লান্ত শ্রান্ত সৈন্যগণ মম,
অমনি যুঝিল সবে শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে।
কভু সে শত্রুর মাঝে, কভু নিজ দলে,
এই আছে, এই নাই, এই যুবরাজ
নিমিষে নিমিষে করি ভীম আক্রমণ
বিদ্ধস্ত করিয়া দিলা বিপক্ষের দল;
শুধু উপস্থিতি তার সমর ক্ষেত্রেতে
কি যেন তাড়িত বল দেয় সৈন্যগণে;
তার সহ সম্মুখীন কে হইবে রণে?

মন্ত্রী।— বুদ্ধিবল সকলের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি!

দেখাইব কি কৌশলে হবে কার্য্যোদ্ধার।

সেনাপতি।— কি কৌশল বুঝিতে না পারি মন্ত্রীবর!

মন্ত্রী।— দস্যুপতি হইয়ে প্রবল
আক্রমিছে প্রান্ত দেশ,
নিত্য নিত্য আসিছে সংবাদ বিদ্রোহের।

সেনাপতি।— আমিও ত জ্ঞাত আছি তাহা।

মন্ত্রী।— রাজার আদেশে সেই স্থলে
যুবরাজে করিব প্রেরণ।

সেনাপতি।— কেন যাবে যুবরাজ আমরা থাকিতে?

মন্ত্রী।— কহিবে সকলে তব অসুখের কথা।

সেনাপতি।— মানিলাম, কিন্তু সৈনাসহ যুবরাজ
পশিলে সংগ্রামে, দস্যুদল-বল
কোথায় উড়িয়া যাবে চক্ষুর নিমিষে।

মন্ত্রী।— ন্যায় যুদ্ধে যুবরাজ অজেয় যদিও,
ছল যুদ্ধে দস্যুগণ জিনিবে নিশ্চয়।
লুকাইয়া থাকি তারা অরণ্য মাঝারে,
সহসা আসিয়া পড়ে অল্প সৈন্যপর,
মূহূর্ত্তে জিনিয়া রণ পালায় আবার।

সেনাপতি।— দুই এক যুদ্ধ ভাল জিনিবে তাহারা,
তার পর কি হবে উপায় মন্ত্রীবর!
তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি যুবরাজ হইলে সতর্ক
কি করিবে তাহাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি আর?

মন্ত্রী।— স্বল্প সংখ্য সৈন্য দিব সাতে।

সেনাপতি।— তাহ'লে হইতে পারে উদ্দেশ্য সাধন।

মন্ত্রী।— আর যাহা আবশ্যক করিব উপায়।
সৈন্যগণ যেন তব আজ্ঞাধীন থাকে।

সেনাপতি।— ভাল, তার পর শেষ যুক্তি কিবা?

মন্ত্রী।— অর্দ্ধেক রাজ্যের রাজা স্বয়ং আপনি;
প্রাণের অধিক মম তনয়ারে
তব করে করিব প্রদান।

সেনাপতি।— বড়ই কঠিন কার্য্য,
ভয় হয় রাজ্যের বিপ্লব পাছে ঘটে।

মন্ত্রী।— সেনাপতি! একি কথা সাজে আপনার।
এত ভীত কেন দেখি বীরের হৃদয়?
সিংহাসন লাভ নহে কুসুম চয়ন;
বিনা ক্লেশে কহিনুর কে লভিতে পারে?
ঘটুক ঘটুক এই রাজ্যের বিপ্লব,
কি ভয় কি ভয় আর তাহাতে মোদের।
অবশ্য সাধিব যাহে হইয়াছি ব্রতী।

সেনাপতি।— ভয়! ভয় নাহি বিন্দুমাত্র মম।
রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভ আমরা দুজন
থাকি যদি এক মতে অটল হইয়া,
কাঁপিলেও কোন অংশ টলিবে না কভু।

মন্ত্রী।— ধন্য সেনাপতি! এই উপযুক্ত তব।
এ হেন সাহস বল না থাকিলে তব
করিতাম হস্তার্পণ কভু কি এ কাজে?

সেনাপতি।— ধন্য! ধন্য মন্ত্রীবর! কৌশল তোমার,
বুঝিলাম বুদ্ধিবল শ্রেষ্ঠ সকলের,

আজি হ'তে এ রাজ্যের মস্তক আপনি,
আমি হস্ত মাত্র তব আদেশ-চালিত।

মন্ত্রী।— সেনাপতি! অন্যায় এ প্রশংসা আমার,
তব বল তব বুদ্ধি ভরসা কেবল।

সেনাপতি।— আসি তবে মন্ত্রীবর!

সেনাপতির প্রস্থান।

মন্ত্রী।— সেনাপতি! থাক কিছু দিন আর।
আছে মাত্র কিছু তব শরীরেতে বল,
সামান্য বুদ্ধির কার্য্য করিতে না পার।
রাজপুত্র প্রার্থী সদা যে কন্যার তরে,
ভাবিয়াছ তারে তোমা করিব প্রদান?

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য।— প্রভু এসেছে সে দুটী লোক,

মন্ত্রী।— আসিতে বলহ হেথা, আর যতক্ষণ
নাহি যায় তারা, থেকো দ্বারে সাবধানে।

ভৃত্যের প্রস্থান।

কৌশলের পর কৌশল প্রয়োগ।
যুবরাজ! এবার নিস্তার নাহি তব;
দুইবার দুই যুদ্ধে প্রেরিণু তোমায়,
লভিলে বিজয় লক্ষ্মী অক্ষত শরীরে?

ঘাতক দ্বয়ের প্রবেশ।

কেমন, তোমাদের মনে আছে ত?

১ম ঘাতক।— আজ্ঞে, তা মুইরাত হুজুরের গোলাম
আছে—তবে কিনা কাজটা বড় শক্ত।

মন্ত্রী।— শক্ত বলেইত তোমাদেক ডেকেছি, এর পর ও তোমাদেক দরকার হবে। (মুদ্রা প্রদান)

২য় ঘা।— আজ্ঞে তা মুইরা হুজুরের যে হুকুম তা তামিল করে দিব কিন্তু—কাজটা——

মন্ত্রী।— (আর এক তোড়া মুদ্রা প্রদান) দে'খ খুব হুসিয়ার, এর পরও পুরস্কার আছে।

১ম ঘা— তা মুইরা খুব হুসিয়ার আছে ; পুরস্কারটা কিছু বেশী দিতে হবে হুজুর !

ঘাতক দ্বয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী।— পুরস্কার শিরশ্ছেদ হবে তোমাদের।

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—উদ্যান মধ্যস্থ পাঠাগার।]

প্রভাব।— ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক আমার,
কি করি এখন—কোন দিকে যাই ?
করিব কি রাজার গোচর
দুর্ব্বিনীতা রাণীর পাপের ব্যবহার ?
করিব কি দুঃশীলার দণ্ডের বিধান।
দেখাইয়া প্রেম লিপি তার ?
অথবা কি অপযশ আশঙ্কা করিয়া
নীরবে গোপন করি সহিয়া এ সব,
পাপের প্রবাহ বৃদ্ধি_দেখিতে থাকিব ?

কিম্বা কি সতর্ক থাকি বুঝা'য়ে রাণীরে
উভয়ের মধ্যপথ করিব আশ্রয় ?
না, না—প্রশ্রয় সে পাবে।
পাপিয়সী নারীকুল গ্লানি,
প্রজ্বলন্ত নরকের জীবন্ত আকৃতি।
নারীর ভূষণ লজ্জা দিয়ে বিসর্জ্জন
কি সাহসে লিখেছিল লিপি ?
বিন্দুমাত্র শঙ্কা নাহি হ'ল ?
এত পাপ হৃদয়ে যাহার,
কেমনে তাহার ভার সহিবে মেদিনী !
বাড়িছে সন্দেহ মম মন্ত্রীর উপর ;
রাজ কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিছে সতত,
অবিচার অত্যাচার পশিছে শ্রবণে,
নির্দ্দোষীর আর্ত্তনাদে ব্যথিত পরাণ।
পাপিষ্ঠ কেবল রত স্বার্থ সাধনেতে !
তার পর—তার পর কি শুনিতে পাই !—
রাণী সহ পরামর্শ রাজকার্য্য ছলে ?
একি ব্যবহার তার,—কি রহস্য এতে ?
কিম্বা গূঢ় অভিসন্ধি আছে ভয়ঙ্কর ?
উঃ—সহিতে না পারি আর,
ইচ্ছা করে লয়ে অসি করে
এই দণ্ডে করি দণ্ড পাপিষ্ঠের,—না, না,
নিঃসন্দেহ করি আগে সন্দেহ আমার ;
বিন্দু মাত্র প্রতীতি হইলে কোন ক্রমে,

তখনি লুণ্ঠিবে তার মস্তক ধুলায়।

(প্রবোধের প্রবেশ।)

প্রবোধ।— সামন্ত মণ্ডলী যত ছিল এত দিন
যুবরাজ মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া,
আর না থাকিবে তারা—অসহ্য তাদের।
দিন দিন সুবিচারে হতেছে বঞ্চিত ;
রাজ্যের হিতৈষী যারা,—উৎপীড়িত সবে ;
সখা যদি রাজ্যভার না লয় এখন,
অচিরে বিদ্রোহী দলে মিলিবে তাহারা।
এই যে হেথা মোর সখা।

প্রভাব।— সখে, সখে! হলাহল নারীর হৃদয়ে ?

প্রবোধ।— বিষম বিপত্তি যেন ঘটিয়াছে কিবা ?
সামান্য কারণে নাহি উছলে সাগর।
সজল রক্তিম নেত্র, কুঞ্চিত ললাট,
তপ্ত শ্বাস ঘন ঘন, বিবর্ণ বদন,
প্রকাশিছে যেন এক
গভীর যাতনা কোন হৃদয়ের তব।
কি যাতনা, কিবা ব্যথা, শুনিতে কি পাব ?

প্রভাব।— মাতৃ সম নিত্য যারে সেবিতাম আমি,
ভৃত্য সম আজ্ঞা যার পালিতাম সদা,
পাশবিক ভাবে তার গঠিত হৃদয় ?
জঘন্য রিপুর করে চালিত সে জন ?

প্রবোধ।— সে কি কথা, সখে! বল, কি হয়েছে ?

প্রভাব।— বলিবার কথা নহে, কিন্তু সখা তুমি,

অবশ্য বলিব তোমা[illegible] প্রতি[illegible] তারে ;
বলিব কি ? স্মরিতেও পাপ হয়
পিশাচিনী খুড়ীমা [illegible] ।।
বুঝি বা বিপদে ফেলে মোরে ;
এই দেখ সখে প্রেম লিপি তার ?

প্রবোধ ।— (লিপিপাঠ) একি সর্ব্বনাশ ! এ যে বিপদ ঘটা'বে !
মহারাজে করেছ জ্ঞাপণ ?

প্রভাব ।— করি নাই, করিব কি তাঁহারে জ্ঞাপন ?

প্রবোধ ।— উপেক্ষিত নহে ইহা কভু ;
গুপ্ত অভিসন্ধি এতে থাকিবার পারে ।

লছমনের প্রবেশ ।

লছমন ।—যুবরাজ ! মহারাজ তোমায় এখনি যেতে বল্‌ছেন ।

প্রভাব ।— থাক সখে ! এখনি আসিব ফিরে ।

প্রস্থান ।

প্রবোধ ।—মহারাজের কাছে এখন আর কে কে আছে লছমন !

লছমন ।—মন্ত্রী মশায় আছেন, আর ও দুজন কর্ম্মচারী আছে ।

প্রবোধ ।—কি জন্য লছমন, বল্‌তে পার ?

লছমন ।—শুন্‌লেম বিদ্রোহ খবর এসেছে, তা বোধ হয় বড় রাজকুমারকে সেখানে যেতে হবে ।

প্রবোধ ।—কেন, সেনাপতি ?

লছমন ।—মন্ত্রী মশায় বল্লেন তাঁর অসুখ । কাজেই বড় রাজকুমারকেই যেতে হবে । এই যুদ্ধ থেকে এল, কেন, দুদিন বিশ্রাম করুক, না, আবার যুদ্ধ !

প্রবোধ ।—আর কি শুন্‌লে লছমন ?

লছমন।—রাজ্যের সীমানায় বিদ্রোহী দল সব এক জোট হ'য়ে
চড়াও করেছে। যাই শুনিগে।

প্রস্থান।

প্রবোধ।— বিষম সন্দেহ স্থল ;
সত্যই কি সেনাপতি হয়েছে পীড়িত ?
না, না—এ কেবল ভান,—
কিবা যেন ষড়্যন্ত্র মন্ত্রী কেন্দ্র তার।
এ যুদ্ধে যাইতে আমি দিব না সখারে,
কিন্তু যুদ্ধ তার কাছে সাধারণ ক্রীড়া,
শুনিবে না কভু সে ত করিলে বারণ।
(জনৈক নগরবাসীর প্রবেশ।)

নগরবাসী।— মহাশয়! কুশল ত সব ?

প্রবোধ।— রাজ্যের কুশলে দেখি মোদের কুশল।

নগরবাসী।— গুরুতর কার্য্যে এক আসিয়াছি হেথা
যুবরাজে করিব দর্শন।

প্রবোধ।— প্রান্ত হ'তে বিদ্রোহ সংবাদ লয়ে বুঝি ?

নগরবাসী।— আপনি কি শুনেছেন কিছু ?

প্রবোধ।— শুনিলাম কতক কতক।

প্রভাবের পুনঃ প্রবেশ।

প্রভাব।— কি সংবাদ সীমান্তের বলহ আমায় ?
যাব আমি সৈন্যসহ তথা।

নগরবাসী।— যুবরাজ! প্রধান সামন্ত এক জন,
যার পর মন্ত্রী তব করে উৎপীড়ন,
বিদ্রোহী দলের সহ হয়েছে মিলিত।

আরো দুইজনে মন্ত্রী করে অপমান,
তারা ও সাহায্যকারী হবে বিদ্রোহীর,
অচিরে যদ্যপি নাহি হয় প্রতিকার।

প্রবোধ যুদ্ধ সজ্জা এবে সখে রাখিয়া স্থগিত,
স্বহস্তে রাজ্যের ভার করহ গ্রহণ।
প্রজাগণ অসন্তুষ্ট মন্ত্রীর বিচারে;
সুশাসন সুবিচার হইলে রাজ্যেতে,
না আনিবে কেহ আর বিদ্রোহ সংবাদ।

নগরবাসী।— যুবরাজ! ইহাই মোদের মত।

প্রভাব।— বুঝিলাম, কিন্তু সখে! রাজার আদেশ,
নিশ্চয় যাইব আমি তথা।

প্রবোধ।— কাজ নাই যেয়ে তব, আমি যাব সেথা।

প্রভাব।— না, না, সখে! তোমায় থাকিতে হবে হেথা

প্রবোধ।— যাবে যদি, সহসা না করি আক্রমণ,
প্রেরণ করিও দূত বিদ্রোহী সমীপে।
মিত্রভাবে বশীভূত করিবে তাদের।

প্রভাব।— আমিও তাহাই যুক্তি করিয়াছি স্থির।
বিনা যুদ্ধে হয় যদি মিত্রতা স্থাপন,
কেন না হইব সখে! সম্মত তাহায়?
রাজ্যের হিতৈষী বন্ধু যারা,
সহিয়াছে এতদিন সহুক দু দিন,
দুই দিনে কিবা আর অধিক হইবে!

নগরবাসী।— যে আদেশ, যুবরাজ! করিব পালন।

প্রস্থান।

প্রবোধ — দুই দিন! দুই দিন অধিক সময়,
মুহূর্ত্তের মাঝে সখে! কত কি না হয়?
যাবে তুমি, যাও, বাধা নাহি দিব।
অতি সাবধানে থাকিবে সতত,
গতি বিধি স্থিতি যেন বিপক্ষে না জানে।

প্রভাব।— তুমিই দক্ষিণ হস্ত মম চিরদিন,
বিপদে সম্পদে তুমি সহায় কেবল;
যাই আমি সখে! বিশ্রাম করিগে;
প্রাতে যেন পাই তোমা যাইবার আগে।

প্রস্থান।

প্রবোধ — রাজ্যের অদৃষ্টাকাশে এই মেঘগুলি,
ভেবেছিনু একে একে অন্তর্হিত হ'লে,
ভাতিবে সৌভাগ্য-চন্দ্র বিমল কিরণে।
কিন্তু যেন কোথা হ'তে আরো মেঘ আসি,
আরো গাঢ়তর করি ঢাকিছে অম্বর!
সহসা কি মেঘরাশি যাইবে সরিয়া?
প্রাণ যেন কাঁদিতেছে অমঙ্গল ভেবে।
কোন দিন সখা মোরে করেনি বারণ
রণস্থলে যাইতে আমায়;
আজি কেন হইল এমন?
জগদীশ! তুমি জান প্রভু!
কি ঘটিবে কাহার কপালে।
ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা।
সসীম মানব, যতই ভাবিতে চায়

জানিবার তরে, ততই সে
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হ'তে থাকে ;
অবশেষে দিশাহারা পথ হারা হ'য়ে
চাহে প্রভু ধ্রুব আঁখি তোমা পানে,
লুটাইয়া পড়ে তব
অপার সান্ত্বনাপ্রদ অভয় চরণে।
এমনি করুণা তব দেব !
ক্ষণমাত্র বিশ্রামের পর
শ্রান্তি-হর স্নিগ্ধ পদে ওই,
লভে সে নূতন শক্তি অনুকূল তার ;
অথবা সে সুস্থ হয় আপনি আপনা,
আপন যোগ্যতা আর অদৃষ্ট ভাবিয়া।

প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—ইন্দুমতীর কক্ষের বারেন্দা]

চকিত ভাবে চক্ষু মুছিতে মুছিতে ইন্দুমতীর প্রবেশ।

ইন্দুমতী।— নাথ! কৈ নাথ, কোথা নাথ সখি!

সখী।— (ব্যস্তভাবে প্রবেশ পূর্ব্বক) দেবি !—

ইন্দুমতী।— সখি! প্রাণ মম হতেছে অস্থির,
কোথা নাথ বলনা ত্বরায়,
ধৈর্য্য নাহি ধরে আর।

সখী।— স্বপ্ন দেখেছেন দেবি!

চিন্তা নাই, যুবরাজ যাননি কোথায়।

ইন্দুমতী।— ডাকহ ত্বরায় তাঁরে সখি!
নাহি যেন যুদ্ধে যান এবে।

সখি।— ওই যে আসিছে যুবরাজ—

ইন্দুমতী।— কৈ, কৈ সখি! কোথা যুবরাজ?

(প্রভাবের প্রবেশ।)

সখী।— স্বপ্ন দেখে অস্থির হয়েছে দেবী।

প্রভাব।— কি হয়েছে প্রিয়তমে!
কেন হেরি বিষণ্ণ এমন?

ইন্দু।— সেকি নাথ! এখনি যে যুদ্ধ বেশ তব?

প্রভাব।— বলেছিত বিদ্রোহ দমনে যাব।
কেন তবে ব্যাকুলতা প্রিয়ে!

ইন্দু।— সত্যই কি এখনি যাইবে রণে?

প্রভাব।— এখনি যাইতে হবে প্রিয়ে!
একি? আরো যে বিষণ্ণ হলে?
কত দিন রণ সাজে দিয়েছ সাজায়ে,
আজি কেন হতেছ ব্যাকুল এত?

ইন্দুমতী।— ক্ষত্রিয় নন্দিনী আমি, বীরপতি মোর,
ফুল্ল মনে যুদ্ধে তোমা দেখেছি যাইতে;
কিন্তু আজি স্বপ্ন দেখে হতেছি ব্যাকুল।

প্রভাব।— স্বপনের কথা প্রিয়ে প্রত্যয় কি হয়?

ইন্দু।— এখনো প্রত্যক্ষ যেন দেখিতেছি আমি,
তুমি আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে গিয়ে

পড়িলাম যেন এক বিজন বিপিনে।
ক্লান্ত হয়ে বসিনু দুজনে
মনোহর ক্ষুদ্র এক তটিণীর তীরে।
তরু লতা ফল ফুলে শোভিত সে তীর,
শ্যাম বর্ণ দুর্ব্বাদল গালিচার মত
রহিয়াছে স্থানে স্থানে তথা।
দেখিতে লাগিনু বসি শোভা দুই জন;
অকস্মাৎ আসি এক বিকট পিশাচ
লয়ে গেল উঠা'য়ে তোমায়;
কাঁদিতে লাগিনু কত!
দূরে আর্ত্তনাদ শুনে চলিনু ছুটিয়া,
যাইয়া দেখিনু তুমি অচেতন প্রায়।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকিনু সাহায্য তরে;
কৃপা করি আসি এক সাধু মহাজন
কমণ্ডলু জলে করে তোমায় চেতন,
তবে প্রাণ পাইলাম হৃদে।
অমনি জাগিয়া দেখি তুমি কাছে নাই।
ভীত হ'য়ে কোথা তুমি জিজ্ঞাসি সখীরে;
এখনো কাঁপিছে প্রাণ মম।

প্রভাব।— জ্ঞানবতী বুদ্ধিমতী তুমি,
স্বপ্ন কথা কেন সতি করহ বিশ্বাস?

ইন্দুমতী।— স্বভাব-দুর্ব্বলা নারী,
সহজে আকুল তার প্রাণ,
তাই প্রভু! বুঝেও বুঝিতে নারি।

(রূপেন্দ্র ও প্রবোধের প্রবেশ।)

প্রভাব।— এস সখে! ভালই হয়েছে।

রূপেন্দ্র।— তুমি নাকি যুদ্ধে যাবে দাদা? আমি যাব!

প্রভাব।— বড় হও ভাই! কত যুদ্ধে ল'য়ে যাব তোমা।

রূপেন্দ্র।— তুমিও যেওনা তবে অন্য কেহ যা'ক।

প্রভাব।— মহারাজ আমাকেই বলেছেন যেতে;—
না যাইয়া রণে এবে থাকা কি উচিত?

রূপেন্দ্র।— আজ তবে থাক তুমি দাদা!
এই এলে যুদ্ধ হতে, এরি মাঝে যাবে?

প্রভাব।— আমি যদি থাকি হেথা এবে,
আদেশ পালনে করি বিলম্ব এমন।
অন্য কর্ম্মচারী তবে কিবা না করিবে?

রূপেন্দ্র।— কহিব তোমার তবে অসুখের কথা।

প্রভাব।— তা হলে যে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে।
দুই দিন পরে মোরা হব রাজা;
রাজ্যের আদর্শ সবে ভাবিবে মোদের,
মিথ্যার করিতে হবে দণ্ডের বিধান,
সেই মিথ্যা আমরা বলিব?

রূপেন।— এমনি থাকনা কেন তবে?

প্রভাব।— কাপুরুষ ভীরু মোরে বলিবে সকলে।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

ওই শুন, সৈন্যগণ প্রস্তুত সকলে,
রণবাদ্য আহ্বানিছে মোরে।
সখে! দেখিও সকল,

স্বাধীন বুদ্ধিতে কার্য্য করিবে সতত।
সকলিত জান তুমি, কি আর কহিব।
প্রাণাধিক রূপেন্! দে'খ মহারাজে সদা;
আসি প্রিয়ে! অলীক স্বপ্ন স্মরি
করিও না হৃদয় আকুল।

(প্রভাব, প্রবোধ ও রূপেনের প্রস্থান।)

সখী।— দেবি! যেতে দিলে যুবরাজে?

ইন্দুবতী।— সখি! আমি কেন বাধা দিব
কর্ত্তব্য কর্ম্মেতে তাঁর?
জগদীশ, দেবদেব! অন্তর্যামী তুমি,
সকলি তোমার কার্য্য, রাখিও চরণে।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—পার্ব্বত্য অরণ্য পথ।]

দুই জন ঘাতকের প্রবেশ।

১ম ঘাতক—ভাগ্যি ভাগ্যি কেউ দেখ্তি পায়নি রে! ভাগ্যি কেউ দেখতি পায়নি! দেখ্লি পরেত একবারেই কাম সাবাড় করে দিত।

২য় ঘাতক—তুই যেমনি বোকা, চারি দিক দেখ্তি হয় না কেউ আসে কি না? মুই যেই শব্দ শুন্তি পালাম অম্নি এক জঙ্গলের মধ্যি লুকা'লাম।

১ম-ঘা—আরে, তুইত এক জঙ্গলের মধ্যি গেলি, মুই কি করি যেই আসে প'ল দেখলাম, অমনি এক গাছের সাথি মিশে গ্যালাম।

২য়-ঘা—আরে ভাই! গাছের সাথি আবার মিশে গেলি ক্যামন করে।

১ম-ঘা—তা জানিস্‌নে? এই দ্যাখ তবে, এই য্যান গাছ খাড়া আছে, (দুই হস্ত ঊর্দ্ধ করিয়া বৃক্ষের সহিত সমান্তর ভাবে সংলগ্ন প্রদর্শন) এই এমনি করে। একে রাতের অাঁধার, তাতে আবার গাছের অাঁধার, আর মুইত অাঁধার আছেই, দ্যাখ একেবারে ঠিক হয়ে গ্যাল। আর কোন্‌ শালা জান্‌তি পায়।

২য়-ঘা—তবেত ভাই! তোর বুদ্ধি আছে।

১ম ঘা—তুই কি মোকে বোকা ঠাওরাইছিস্‌ নাকি? (সচকিতে) ওকি! আবার যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছেরে। ওই! দাড়া না দে'খ আসি (গমন ও পুনরাগমন) পোষাক-পরা একটা নোক এই দিকে আস্‌তিছেরে পালারে, পালা!

২য়-ঘা—আরে ভাই! আগেই ভয় খাচ্ছিস্‌ ক্যান মুইরা আস্‌ছি কি জন্যি? মুই একবার দেখি, (কিঞ্চিত গমন ও পুনরাগম) আরে ওই ডাই মুছগরে শিকার রে! ওই ডাই শিকার! ভালই হয়েচে রে ভালই হয়েচে, নোক নস্কর সব আগি আগি চল্যে গ্যাছে ও অ্যাকলা পড়েছে।

১ম ঘা।—রোস্‌ আগে ভাল করে দেখে আসি।

২য় ঘা।—আর দেখ্‌তি হবে না রে, দ্যাও বার জিলিকেই মুই চিন্‌তি পার্‌ছি।

১ম ঘা।—বেশ, বেশ! তবে আয় মোরা লুকায়্যা থাকি। যেমনি রাস্তা বয়ে যাবি, দ্যাখ, অমনি এক সাতি ছুড়্‌বি। বহুৎ শিরপা! মন্ত্রী মশাই বল্যাছেরে বহুৎ বক্‌সিস,চল্‌ শিগ্‌গির, ওই কাছে এল।

(অন্তরালে প্রস্থান।)

প্রভাবের প্রবেশ।

প্রভাব।— ওঃ—কি দুর্য্যোগ!
মেঘ মালা গাঢ় হ'য়ে ঢাকিছে অম্বর;
চমকিছে চপলা সঘনে, দেখাইতে
গাঢ়তর অন্ধকার গ্রাসিছে মেদিনী।
বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিজল পড়িছে ধরায়;
কিছুই না দৃষ্ট হয়,—ওই বুঝি পথ?
সৈন্যগণ গেল কতদূর!
সহসা কাঁপিছে কেন হৃদি?
ভীষণ শত্রুর সনে যুঝিবার কালে
হয়নিত কখন এরূপ!
আজি কেন এ বিজন বন পথে
বিপদ ভাবিয়া মনে জন্মিছে ভয়?
জগদীশ! তুমি হে ভরসা মম;—

(তীরবিদ্ধ হইয়া পতন ও মূর্চ্ছা, এবং ঘাতক দ্বয়ের নিকটে আগমন ও মৃদুস্বরে)

১ম ঘা।—আরে! আগে দ্যাখ্‌ত মর্‌ছে কি না!

২য় ঘা।—(মস্তক ও নাসিকা স্পর্শ) মর্‌ছে রে মর্‌ছে! যে জোরে ছুড়্‌ছি আর কি জান্ থাকে!

১ম ঘা।—দ্যাখ্ ভাল করে দ্যাখ্ কি আছে, সবুর—থলিয়া দেখি (উভয়ের অনুসন্ধান ও অপহরণ।)

২য় ঘা।—আরে টুপি নিতি হবি, মন্ত্রী মশাইকে যে দেখাতি হবি।

১ম ঘা।—টুপিতি কি মন্ত্রী মশাই মানবি? মাথাটা নিতি হবি যে।

২য় ঘা।—আরে ভাইয়া! কাল্লা নিলে ধরা পড়্বি যে। চল্ শিগ্গির পলাই। (নেপথ্যে শব্দ) ওই কেডা যেন আস্‌তিছে! মুই পলাই, তুই জল্‌দি আয়।

১ম ঘা।—একটু দাঁড়া এই নিয়া আসি। বহুত বক্‌সিস্ যে পাবি।

(ছোরা দ্বারা কাটিতে উদ্যত, ২য় ঘাতকের প্রস্থান। অনুচরগণ সহ সুবল ও বীরবলের প্রবেশ।)

দোহাই হুজুর, মুই না, দোহাই রাজা, রক্ষা কর।

(পলায়নের চেষ্টা)

সুবল।—(ঘাতককে দৃঢ়রূপে ধরিয়া) ওরে পাপিষ্ঠ! বল কা'কে মেরেছিস্? নচেৎ এখনি তোকে বধ ক'রব (অসি প্রদর্শন)।

ঘাতক।—দোহাই ধর্ম্মের মুইগরে দোষ নাই বাবা! মন্ত্রী মশাই হুকুম করেছিল।

সুবল।—বল শীঘ্র কা'কে মেরেছিস্?

ঘাতক।—যুবরাজকে মার্‌তি বলেছিল। দোহাই—

সুবল।—যুবরাজ! রাজ্যের কৌস্তুভ রত্ন! কি বল্লিরে পাপাত্মন্! যুবরাজকে? (সজোরে ধাক্কা প্রদান ও ঘাতক অনুচর কর্ত্তৃক ধৃত) যুবরাজ! যুবরাজ! একেবারে সজ্ঞাহীন!

যুবরাজ! সত্যই কি আমাদেক ত্যাগ কর্‌লে! বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য্য বীর্য্য আর কা'কে আশ্রয় ক'রে থাক্‌বে! যুবরাজ! এই আমি দস্যুপতি উপস্থিত, আমাকে দণ্ড কর।

বীরবল।—এখনো প্রাণ আছে, শ্বাস প্রশ্বাস একটু একটু বোধ হচ্চে—

সুবল।—প্রাণ আছে? এঁ্যা—প্রাণ আছে, দেখি, হাঁ ঠিক বটে; জ্ঞানের সঞ্চার হ'লেই বাঁচতে পারেন। ভগবন্ রক্ষা কর!

বীরবল।—উষ্ণীষে লাগায় মস্তকে তীর বেশী বিদ্ধ হ'তে পারিনি। অত ব্যস্ত হ'বেন না, শীঘ্রই আরোগ্য হবেন।

সুবল।—চল, শীঘ্র ইহাকে গৃহে ল'য়ে শুশ্রূষা করি গে। আমাদের আশা ভরসা সমস্তই এখন ইঁহার জীবনের উপর নির্ভর কর্‌ছে; ওই দুরাচারকে দৃঢ়রূপে বন্ধন ক'রে ল'য়ে এস। উঃ—কি ভীষণ মন্ত্রী? কতদূর সাহস! অবিলম্বে রাজধানীর খবর আন্‌তে হবে। না জানি পাপিষ্ঠ সেখানে কি অনর্থ ঘটা'য়েছে!

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—মন্ত্রীর বাটীর নিকটস্থ একটী পথ]

দুইদিক দিয়া দুইজন রাজ কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

১ম রা-ক।—এই যে, এত বিলম্ব কেন?

২য় রা-ক।—আর বিলম্ব! মন্ত্রী মশায় কেবল সেনাপতির

সঙ্গে বেরুলেন এখন কি আর মহারাজের কাছে যাবেন ?

১ম রা-ক।—আজ কাল মন্ত্রীর সঙ্গে সেনাপতির বড় মেশামিশি, দে'খে বোধ হয় যেন দুজনে রাজ্যটা বেঁটে নেবে।

২য় রা-ক।—যুবরাজের কি সংবাদ পেয়েছ ?

১ম রা-ক।—এখন কি আর কোন সংবাদ রাজ বাড়ীতে আসে যে জান্‌তে পাবো ? মন্ত্রীর বাড়ীতেই কাচারী মন্ত্রীর বাড়ীতেই বিচার; মন্ত্রী কি আর কা'কে বলবে ?

২য় রা-ক।—আচ্ছা মহারাজ ত এখন একটু সুস্থ হয়েছেন, তিনি কেন যুবরাজের খবর আনান না।

১ম রা-ক।—তিনি কি তা না ক'চ্ছেন। এখন মন্ত্রীর উপর তাঁর ভারি সন্দে' হ'য়েছে।

২য় রা-ক।—যুবরাজ-সখা কি ক'চ্ছেন, তাঁকে ত এখন বড় একটা দেখতে পাই নে।

১ম রা-ক।—তিনি যেন এখন কেমন কেমন হ'য়েছেন। এক স্থানে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে দেখিনে। কখন দুর্গের মাঠে, কখন নগরের বাহিরে; কখন এ পথে ও পথে কেবল সখা সখা ব'লে ঘুরে বেড়ান। মাথায় উষ্ণীব থাকে না, পোষাক থাকে ত তার বোতাম থাকে না। এক দিন দেখি তিনি পরিখার সাঁকোর ধারে শুয়ে গান ক'চ্ছেন।

২য় রা-ক।—যুবরাজের সঙ্গে ওঁর খুব ভাব, তাঁকে না দেখ্‌তে পেয়েই উনি ওরূপ হয়েছেন যুবরাজ এলেই ভাল হবেন।

১ম রা-ক।—ওই দেখ কে আস্‌ছে—মন্ত্রীপুত্র অভয় !

২য় রা-ক।—তাইত তরাল হাতে ক'রে যে, চল, না আস্‌তে আস্‌তে আমরা সরে পড়ি।

(উভয়ের প্রস্থান ও অভয়ের প্রবেশ।)

অভয়।— ভেবেছিনু এতদিন যেই রূপরাশি
হৃদয়ে ধারণ করি কৃতার্থ হইব,
সেই রূপরাশি আহা! অতুল জগতে,
লইবে কাড়িয়া অন্যে সাক্ষাতে আমার?
কি কারণ অবজ্ঞা সে করিল আমায়?
অতুল ঐশ্বর্য্য-বল রয়েছে আমার;
পিতা তার কৃপাপ্রার্থী পিতার আমার,
নাম মাত্র এবে রাজা, ক্ষমতা-বিহীন।
রাজ্যভ্রষ্ট রাজপুত্র, সদা শঙ্কান্বিত,
করুণা ভিখারী হ'য়ে আসিয়াছে হেথা,
দুই দিন হ'ল মাত্র,—এরি মাঝে দেখি
ভুলাইল মন তার? ভাবিয়াছে সেকি
তারে লয়ে সুখে বুঝি কাটাইবে কাল?
দেখিব কে পারে আজ রক্ষিতে বিজয়ে?
শত্রুর সাহায্যকারী শত্রু হবে মোর।
প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবি নাই কভু;
ভাবি নাই উষা লাভে বাধা দিবে কেহ।
রয়েছে এ ধরাধামে অনেক সুন্দরী,
অনুপম রূপে যেন অনঙ্গ মোহিনী,
কিন্তু উষা সম কেহ নাহি হবে আর।
উষারে লভিলে হবে জীবন সুখের;
নতুবা কেবল মম বিফল জীবন;
বিফল জীবন ল'য়ে কি ফল আবার?

বিনাশিব প্রতিদ্বন্দ্বী, হয় হব সুখী,
না হয় হইয়ে হত হত তাহার হস্তেতে,
নিষ্কণ্টক ক'রে আমি দিব তার পথ।
একের প্রণয় প্রার্থী না রবে দু'জন।

বেগে প্রস্থান।

(কএক জন অনুচরের প্রবেশ।)

১ম অনু—কোন দিক্ দে' গেল ?

২য় অনু—আরে, এই দিক্ দে' গেছে।

(বিপ্রদাসের প্রবেশ।)

বিপ্রদাস।—তোমরা কা'কে খুজ্ ছ ?

১ম অনু।—আমাদের যে সঙ্গে যেতে হবে !

৩য় অনু।—এই বাগানের দিক গেছে, চল্ শিগ্ গির।

বিপ্রদাস।—দে'খ যেন তোমরা কোন গোলমালের মধ্যে যেও না।

অনুচরগণের প্রস্থান।

বিপ্রদাস।—দিব্যি দিব্যি সুন্দরী মেয়ে আছে, তা. না, রাজ কন্যা উষা না হ'লে হবে না। বিজয়ের সঙ্গে উষার বে হবে, তা হতে দেবে না; তার অপরাধ? রাজ্য আছে, সুপুরুষ, কুলে শীলে ভাল, তার সঙ্গে বে না দিয়ে, রাজা কি তার চাকরের পুত্রের সঙ্গে দেবেন? কি আশ্চর্য্য ! একেবারে যেন ক্ষেপে উঠেছে! আমরা আর কি কর্ব্ব ? বন্ধু লোক, দু কথা বলব, শুনে ভাল, না শুনে, দূরে থেকে দুঃখ ক'রবো, এ ভিন্ন ত আর কোন ক্ষমতা নেই। যাই, দেখিগে কোন দিক গেল। রাজপুত্র বিজয়কে সতর্ক কর্ তে

পার্‌লে হ'ত। অন্ততঃ মধ্যম কুমারকে পেলেও হয়।

বেগে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—দুর্গের মাঠের পার্শ্বস্থ রাজ পথ।]

প্রবোধ।

প্রবোধ।—আজকেও সখার কোন সংবাদ পেলেম না। কেমন ক'রে অনুসন্ধান করি! রাজপুরী ফেলেও যেতে পার্‌ছিনে। সেনাপতি ও মন্ত্রী রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান, কখন বা কি করে। সখার যুদ্ধে যাওয়ার পর হ'তে আমায় যেন নজরবন্দী ভাবে রাখ্‌তে চায়। কি ক'রব কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি। রাজ পুত্র বিজয়ের প্রধান শত্রুর মৃত্যু হওয়ায় তার রাজ্য এখন প্রায় শত্রু শূন্য; প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাকে নেবার জন্য সংবাদ দিয়েছে; সেইবা আর কতদিন থাকবে? (নেপথ্যে দৃষ্টি) অনেক গুলি পশু জুটেছে, একটা শেয়াল ও একটা কুকুরের ভারি মিল। শৃগালের

(ফকীর বেশে বীরবলের প্রবেশ।)

সাধ একবার পশুরাজ সাজে, কিন্তু তার স্বাভাবিক স্বরে মারা পড়বে বুঝতে পারে না।

বীরবল।—এইত যুবরাজ সখা, এ বেশ কেন?

প্রবোধ।—কুকুরের পাকস্থলিতে যজ্ঞের ঘৃত হজম কর্‌তে পারে না, কিন্তু তবু ইচ্ছাটা,--সখা কোথায়—সখা? সখা?—

বীরবল।—হা জগদীশ্বর! এ যে সম্পূর্ণ উন্মাদের ভাব দেখ্‌ছি।

প্রবোধ।—দেখে শুনে দুঃখ হয় তাই কাঁদি, আবার হাসিও পায়। সখা দেখ্‌লে না সখা? সখা?

বীরবল।—না, না, এমন নির্ম্মল স্বভাব, বুদ্ধিমান ও উন্নতমনা ব্যক্তি ও কি উন্মাদ গ্রস্থ হয়? অবশ্যই কোন কারণ আছে। আল্লার ছল একটু বসি।

প্রবোধ।—ধর্ম্ম কেবল পরীক্ষা করে, কিন্তু পাপ শীঘ্রই ফল প্রদান করে। যাই সখাকে দেখি, সে যে রাজা হবে।

বীরবল।—কথা গুলি উন্মাদের মত অসংলগ্ন কিন্তু ভাবপূর্ণ। এ আল্লা আর কত ঘুরব। লায় লাহা এল্লেল্লাহ—

প্রবোধ।—তুমি কে, ফকির? ফকির হলে কি যা চায় তাই পায়? আমি তবে ফকির হব! না, না, ফকির হলে যে পাগল বলে।

বীরবল।—আপনি না যুবরাজ সখা? আপনার এ ভাব কেন? আমার কাছে ওষুধ আছে দেখবেন কি? এই দেখুন।

প্রবোধ।—ও যে সখার নিদর্শণ,ফকির! তুমি যথার্থ ফকির নও, দেও, শীঘ্র দেও দেখি, (পত্র অবলোকনে) উঃ রে পাপিষ্ঠ মন্ত্রী! অচিরেই এর সমুচিত প্রতিফল পাবি। ভাই! প্রাণ দিলে সকলের, তোমরাই যুবরাজের প্রকৃত বন্ধু, এস ভাই! হৃদয়ের আলিঙ্গন দিই।

বীরবল।—আমায় উত্তর দিন,আমি বিলম্ব ক'রতে পার্‌ব না।

প্রবোধ।—পথশ্রান্ত তুমি, রাত্রিতে বিশ্রাম ক'রে প্রত্যুষে গমন কর্‌বে, নিশীথে উত্তর পাবে।

বীরবলের প্রস্থান।

হায় সখে! তোমার এই দশা? সতী ইন্দুমতীর স্বপ্ন যথার্থ হ'ল। এখন উপায়! রাজবাড়ীতে এ কথা শুন্‌লে সকলেই অস্থির হ'য়ে উঠবেন। মন্ত্রী জান্‌তে পেলে এখনি আক্রমণ ক'রে বস্‌বে। তাহ'লে আর প্রতি বিধানের সময় পা'ব না। যাই মধ্যম কুমার ও রাজপুত্র বিজয়ের সহিত একটা পরামর্শ করিগে; তাড়াতাড়ি গেলে হয়ত উদ্যানের মধ্যেই তাদের দেখা পা'ব।

লছমনের প্রবেশ।

লছমন।—বধুমাতা ইন্দুমতী যুবরাজের সংবাদ জান্‌বার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন, আপ্‌নাকে অনেকক্ষণ হ'ল তাল্লাশ কর্‌ছি, আপনি একবার চলুন।

প্রবোধ।—লছমন! তুমি গিয়ে বল যুবরাজের অসুখ হ'য়েছিল ভাল হয়েছে, একটু সবল হলেই আস্‌বেন। এ সংবাদ যেন অন্য কেহ না শুনে নিষেধ আছে।

এক এক দিকে প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—ইন্দুমতীর কক্ষের বারেন্দা]

ইন্দুমতী। সখীর প্রবেশ।

ইন্দুমতী।— সখি! এক দিন যদি না দেখি নাথেরে,
কি যে করে প্রাণ মম বলিতে না পারি।
কুরঙ্গ বিহীনা কুরঙ্গিনী মত,
চেয়ে থাকি পথ পানে চকিত নয়নে;

কভুবা ব্যাকুল থাকি উন্মাদিনী মত,
বিরহ বিধুরা কপোতী যেমতি।
এত দিন হ'ল, তাঁর সংবাদ না পেয়ে,
কেমনে সুস্থির থাকি আর ?
স্বপনের কথা যেন জাগিতেছে মনে,
কাঁপিছে হৃদয় মম কাঁদিতেছে প্রাণ।
লিখেছি পিতার কাছে আসিতে হেথায়,
তারোত জানি না কিবা হ'ল।

সখী।— দেবি যুবরাজ-সখা জানে না সংবাদ ?

ইন্দুমতী।— আজকে ও লছমনে দিয়েছি পাঠা'য়ে
জানিতে তাঁহার কাছে নাথের বারতা।

সখী।— এখনি আসিবে তবে, দেখ সে কি বলে।
আপনি যদ্যপি তুমি অধৈর্য্য এমন,
কে আর রাখিবে সুস্থ অন্য জনে তবে ?
রাজা ও অস্থির সদা যুবরাজ তরে,
বাড়িবে তাঁহার পীড়া তব ব্যস্ততায়।

ইন্দুমতী।— বলিয়াছি কুলদেবে বিষ্ণু মন্দিরেতে,
স্তব পাঠ হ'লে মোরে দিতে দরশন ;
যাও সখি ! মনে করে দিয়ে এস তাঁরে।
সুশীলা ও উষা-সহ আসে যেন ত্বরা।

সখীর প্রস্থান।

ইন্দুমতী।— গীত।

দয়াময়ি ! দুর্গে মাগো কর মোরে পরিত্রাণ,
সভয়ে অভয়ে তোমা ডাকে দুখিনী সন্তান।

হৃদয় বেদনা যত জান তুমি সকলিত
অমঙ্গল ভেবে মাতঃ কাঁদিছে ব্যাকুল প্রাণ।
জীবন সর্ব্বস্ব ধন গেছে করিবারে রণ,
এ ঘোর সঙ্কটে তারা কর তারে অভয় দান।

নিশ্চয় তাঁর কোন বিপদ ঘটেছে, নতুবা কয় দিন হ'ল প্রাণ কেন এত ব্যাকুল হয়েছে।

(পুরোহিতের প্রবেশ।)

কুলদেব! প্রণাম।

পুরোহিত।—মাতঃ! রাজলক্ষ্মি! আশীর্ব্বাদ করি সমস্ত বিপদ হ'তে উত্তীর্ণ হ'য়ে স্বামীসহ রাজ সিংহাসন উজ্জ্বল কর।

ইন্দুমতী —কুলদেব! পিতার নিকট কি সংবাদ গিয়েছে?

পুরোহিত।—মা! আমিই তোমার পিতার নিকট সংবাদ পাঠা'য়েছি। বোধ হয় তিনি আস্‌বেন ব'লেই কোন উত্তর দেন নাই। মা! কোন চিন্তা ক'র না, নারায়ণ রক্ষা ক'র্‌বেন, বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন সমস্ত বিপদ দূর ক'র্‌বেন।

(লছমনের প্রবেশ।)

লছমন।—দেবি! যুবরাজের অসুখ হয়েছিল, ভাল হয়েছে একটুক সবল হলেই আস্‌বে।

ইন্দু।—সংবাদ কে দিলে লছমন! যুবরাজ সখা!

লছমন।—আজ্ঞে তিনিই আমায় বল্‌তে বল্লেন, আর এ সংবাদ অন্য কা'কে জানা'তে নিষেধ করেছেন।

পুরোহিত।—প্রবোধ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অবশ্য কোন বিশেষ কারণ আছে। যুবরাজ যুদ্ধে যাওয়ার পর হতে তাকে আর রাজ বাড়ীতে বড় একটা দেখ্‌তে পাই না।

লছমন।—রাজ বাড়ীতে আমার সঙ্গে কেবল দেখা করেন, আর সর্দ্দার প্রহরার সাতে একবার দেখা ক'রে, কি যেন ব'লে আবার চ'লে যান।

(আহত রণেন্দ্র ও বিজয়কে লইয়া প্রহরীগণ সহ প্রবোধের প্রবেশ।)

প্রবোধ।—কুলদেব প্রণাম। দেব এঁরা দুজনেই আহত। শীঘ্র শুশ্রূষার উপায় করুণ

ইন্দু।—হা! নারায়ণ! এ কি ক'রলে? কুলদেব! একি হল! যুবরাজ-সখা! কিসে এমন হল?

পুরোহিত।—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! বিপদের উপর বিপদ! মধ্যম কুমার ও রাজপুত্র উভয়েরই শরীর হ'তে এখনো শোণিত নির্গত হচ্চে। মা! কোন চিন্তা ক'র্‌বেন না, অবশ্য নারায়ণ রক্ষা ক'রবেন।

লছমন।—মধ্যম কুমার! তোমারা দুজনেই যে আঘাত পেলে কে এমন ক'ল্লে হায়!

(দৌড়ে রূপেন্দ্রের প্রবেশ।)

রূপেন্দ্র।—ছোট দাদা! ছোট দাদা! কে তোমাকে আঘাত ক'ল্লে, কার এতদুর সাহস?

রণেন্দ্র।—মন্ত্রীপুত্র, কয়েক জন—অনুচর সহ পথিমধ্যে লুকিয়ে ছিল—অগ্রে কুমার বিজয়কে পেয়ে -তাকে—মারবার জন্য আক্রমণ করে। তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে—উভয়কে বিরত হ'তে ব'লেম—কিন্তু—তা না শুনে—আমাকেও—আক্রমণ (জল প্রদান) কল্লে। দুরাচার উপযুক্ত প্রতিফল পেয়েছে।

(ঊষা ও সুশীলার প্রবেশ।)

সুশীলা।—একি? হায়! কি সর্ব্বনাশ!

ঊষা।—ওকে?—দাদা! শুয়ে কেন? একে? রাজপুত্র! একি? রক্ত যে—এঁ্যা! (পতন ও মূর্চ্ছা।)

ইন্দুমতী।—দিদি! দেখ কি? ঊষা যে মূর্চ্ছিতা হ'ল! কোথায় শুশ্রূষা কর্ব্বে—না, নিজেই অস্থির হ'লে! ঊষে! ঊষে!—(জল সিঞ্চন) ঊষে! ঐ দেখ রাজপুত্র বিজয় উঠে বস্‌ছে; ঊষে! কথা কও, তোমার মেজ দাদা যে, ডাক্‌ছেন। (ঊষাকে কোলে লইয়া শুশ্রূষা।)

পুরোহিত।—(ঊষাকে পরীক্ষা করিয়া) চিন্তা নাই, চৈতন্য হ'য়েছে। তোমরা যদি এত ব্যাকুল হও, তবে ত দেখ্‌ছি এদেক্ বাঁচান কঠিন। প্রবোধ! তুমি রণেন্দ্র ও বিজয়কে কক্ষমধ্যে ভাল বিছানায় রেখে এস।

(লছমন ও প্রহরীগণের সাহায্যে রণেন্দ্র ও বিজয়কে লইয়া প্রবোধের প্রস্থান।

রূপেন্দ্র।—ছোট্ দিদি! ছোট্ দিদি!—

পুরোহিত।—ঊষাকে এখন আর ডেকো না, ভালরূপ জ্ঞান হওয়ার বিলম্ব আছে। ওকেও এখান হ'তে ল'য়ে যাওয়া উচিত।

(হাপাইতে২ জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী।—যুবরাজ সখা! যুবরাজ সখা!—মধ্যম কুমার!

পুরোহিত।—কেন? কি হয়েছে?

প্রহরী।—মন্ত্রী মশাই পুত্রশোকে পাগলের ন্যায় হয়ে কতকগুলি লোক নিয়ে তরাল হাতে করে রাজপুরীর দিকে

আস্‌ছে,আমি দৌড়ে অন্য পথ দিয়ে আগে বল্‌তে এলেম—এতক্ষণ তারা এল প্রায়!

পুরোহিত—মা! তোমরা থাক, আমি মহারাজকে বলিগে।

সুশীলা।—না কুলদেব, আপ্‌নি যাবেন না; আপ্‌নি থাকুন। আপনি থাক্‌লে আমাদের অনেকটা সাহস থাকে।

পুরোহিত।—(স্বগত) আমিও ত দেখ্‌ছি এসে বিপদেই প'লেম, এখন কেমন ক'রে এদের এ অবস্থায় ফে'লে যাই! শেষে কি বুড়বয়সে অপমৃত্যুটা হবে না কি?

(প্রবোধ, লছমন ও রক্ষকগণের প্রবেশ।)

ইন্দুমতী।—মন্ত্রী কি এতই জ্ঞানশূন্য হ'য়েছেন যে সদলে রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করতে সাহস করছেন! মহারাজ পীড়িত, যুবরাজ অনুপস্থিত, রণেন্দ্র ও বিজয় আহত বলিয়াই কি তিনি ভেবেছেন কেহ তাঁকে বাধা দিতে পার্‌বে না। তিনি কি বুঝ্‌তে পারেন নি যে যুবরাজ সখা আছেন? কনিষ্ঠ কুমার আছে? আর প্রহরীগণই কি একেবারে ঘুমা'য়ে থাক্‌বে?

(দ্বিতীয় প্রহরীর প্রবেশ।)

পুরোহিত।—প্রহরীগণ সকলে সতর্ক আছে ত?

দ্বি-প্র।—প্রহরীগণ লৌহের অর্গলমত দ্বারদেশে অবস্থান কর্‌ছে। মন্ত্রীর দলবল কেহই প্রবেশ করে নাই। কিন্তু মন্ত্রীকে দেখ্‌তে পেলেম না।

প্রবোধ।—গুপ্ত দ্বার দিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারে।

ইন্দুমতী।—রূপেন্! তুমি প্রহরীগণের সহিত সেইদিকে যাও। অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌লেই মন্ত্রীকে আবদ্ধ কর্‌বে।

পুরোহিত।—আমি মহারাজকে সতর্ক ক'রে দিতে চল্লেম

প্রস্থান।

প্রবোধ।—রূপেন্! ভাই! দেবীর আদেশ পালন কর।

(রূপেন ও প্রহরীগণের প্রস্থান।)

ইন্দুমতী।—এস দিদি! আমরা উঁহাকে ল'য়ে ভিতরে যাই।

প্রবোধ।—লছমন!—তুমি এস্থান হ'তে কোথায় ও যেও না, শুশ্রূষার সাহায্য করগে।

(প্রবোধ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

যাই, আমি অলক্ষ্যে থেকে সব দেখব, যাতে মন্ত্রী বন্দী হয় তাই করতে হবে।

প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাজার কক্ষ।]

রাজা ও রাণী।

রাজা।— নাহি করে মন্ত্রী আর আদেশ পালন ;
দেখিলেত মহিষি! তাহার ব্যবহার ?
সেনাপতি—সেও দেখি মন্ত্রীর মতন ?
ডাকিলে সাক্ষাৎ নাহি করে মোর সহ ?

রাণী।— নারী আমি, কি বুঝিব রাজনীতি প্রভু,
দেখিতেছি কয় মাস হ'ল,
আসিছে সকলে হেথা রাজকার্য্য তরে ;
আমি দাসী, বঞ্চিত হতেছি শুধু

সেবিবারে নাথ! তব চরণ যুগল।
রাজা।— বড়ই উদ্বিগ্ন মন হতেছে আমার,
জ্যেষ্ঠ কুমারেরে করি যুদ্ধেতে প্রেরণ,
মন্ত্রীর কথার পর বিশ্বাস স্থাপিয়া।
কি আশ্চর্য্য! কেহ নাহি আনিল সংবাদ?
রাণী।— কেন বা উদ্বিগ্ন হয় মন?
ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমি বুঝিতে না পারি;
রাজপুত্র—ক্ষত্রিয় সন্তান,
গিয়েছে যুদ্ধেতে, তাতে কেন ক্ষোভ?
না হয় সম্মুখ রণে ত্যজিবে জীবন?
রাজা।— বুঝনা, বুঝনা প্রিয়ে! তুমি,
রাজ্যের সকল লোক চেয়ে তার পানে;
রাজ সিংহাসন দিব তারে আমি,
তা না করে যুদ্ধে তারে করেছি প্রেরণ?
কি বলিবে সবে মোরে কি ভাবিবে মনে?
রাণী।— কেন তবে যুদ্ধে তারে দিলে যাইবারে?
স্বয়ং কেন না তুমি গেলে হে রাজন্!
অথবা যদ্যপি তুমি বলিতে আমায়,
নিজপুত্র রূপেন্দ্রেরে দিতাম পাঠা'য়ে;
এবে কেন, মহারাজ করহ আক্ষেপ?
ভাবিতে উচিত ছিল অগ্রেতে তখন।
(ব্যস্তভাবে পুরোহিতের প্রবেশ।)
রাজা।— প্রণমি চরণে দেব! কর আশীর্ব্বাদ;
পেয়েছ কি সমাচার জ্যেষ্ঠ কুমারের?

পুরোহিত — মহারাজ! উপস্থিত বিপদ তোমার;
আহত বিজয় রণেন্, মন্ত্রীপুত্র হত;
পুত্র শোকাতুর মন্ত্রী উন্মত্তের ন্যায়
নিষ্কাশিত অসি হস্তে আসিছে ধাইয়া,—

রাণী।— কেন, কেন? কুলদেব! এমন হইল?

রাজা।— সে কি দেব! অকস্মাৎ কেন দুর্ঘটনা?

পুরোহিত।— বলিবার নাহিক সময়।
যাই আমি হও সাবধান ত্বরা।
(দ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া।)
নারিনু যাইতে আর—
ওই বুঝি আসে মন্ত্রী,—রক্ষ মহারাজ!

(অসি হস্তে মন্ত্রীর প্রবেশ; রাণীর প্রস্থান)

মন্ত্রী।— কোথা পুত্রহন্তা মম কহ মহারাজ!
হানিব শাণিত অসি হৃদয়ে তাহার।
নিবাইব পুত্রশোক মম।

রাজা।— বসাইলে অসি তব অন্যের হৃদয়ে,
পার যদি ভুলিবারে পুত্রশোক তব,
মন্ত্রীবর! তাহ'লে বসাও মম হৃদে।

মন্ত্রী।— মহারাজ! বল ত্বরা কোথা পুত্র হন্তা,
নতুবা বিলম্ব হ'লে ঘটিবে প্রমাদ।

(বেগে রূপেন্দ্র ও কএকজন প্রহরীর প্রবেশ ও মন্ত্রীকে নিরস্ত্র করণ)

রাজা।— সামান্য নরের মত হ'ওনা অধীর,
কর শোক সম্বরণ মন্ত্রীবর তুমি;

বিচার করিয়া শাস্তি দিও যেবা হয় ;
কুণ্ঠিত না হব কা'র প্রাণ দণ্ড হ'লে।

রূপেন্দ্র।— সেকি পিতঃ! রাজপুত্র ইচ্ছামত যদি
বিনাশে কাহারে, কিছু নাহি হয় তাহে ;
সেই রাজপুত্র আঘাতিত হ'লে
আত্মরক্ষা হেতু দুষ্টে করে প্রতিঘাত ;
মরুক তাহাতে দুষ্ট কিবা ক্ষতি তায়?
এরি তরে প্রাণদণ্ড রাজ কুমারের?
বধ তবে মম প্রাণ, একি অবিচার?

রাজা।— দেখিছনা মন্ত্রী এবে হ'য়েছে উন্মাদ?

মন্ত্রী।— কোন্ স্থানে লুকা'য়েছে সেই দুরাচার,
বল, বল ত্বরা মোরে?
করিব তর্পণ আমি শোণিতে তাহার।

রূপেন্দ্র।— কর না লঙ্ঘন আর মর্য্যাদার সীমা।
চাহ ক্ষমা নৃপতির চরণ ধরিয়া
এখনো বাঁচিতে পার অপরাধ হ'তে
নতুবা পুত্রের কাছে করিবে গমন।

মন্ত্রী।— তোরে নাহি বিনাশিব নির্ব্বোধ বালক।
রে ব্রাহ্মণ ব'ল্ ত্বরা কোথা দুরাচার?
এখনো জীবিত?

(প্রহরীর নিকট হইতে জোরে অসি গ্রহণ।)

পুরোহিত।—মহারাজ! রক্ষা কর! কুমার! কুমার! রক্ষা কর।

রূপেন্দ্র।— বাঁধ, বাঁধ এই উন্মত্ত মন্ত্রীরে,
লয়ে এস কারাগারে আজিকার মত।

(মন্ত্রীকে বাঁধিয়া লইয়া প্রহরীগণ ও রূপেন্দ্রের প্রস্থান।)

পুরোহিত।—বাপরে! বাপ! ভগবান রক্ষা করেছেন; ধন্য কুমার! চিরজীবী হ'য়ে থাক্। এখনি মহারাজকে সেরেছিল। কুমার এসেছিল ব'লে রক্ষা।

রাণীর পুনঃপ্রবেশ।

রাণী।— মহারাজ! ভাল কাজ করেনি কুমার?
উন্মত্ত মন্ত্রীরে কারাগারে দিলে কেন?

রাজা।— করেছে উচিত কার্য্য কুমার তাহার,
রাখিয়াছে কুল মান মোদের জীবন,
নতুবা অনর্থ মন্ত্রী ঘটাইত আজ।

রাণী।— পুত্র শোকে মন্ত্রী এবে নিতান্ত অস্থির,
না ক'রে সান্ত্বনা তারে আরো নির্যাতন?
অধর্ম্ম হইবে প্রভু, নিবার কুমারে।

রাজা।— ক্ষুব্ধ হ'বে কুমার তাহ'লে।
উচিত কার্য্যেতে কেন বাধা দিব?

রাণী।— অধর্ম্ম হইলে নাথ! দেবতা রুষিবে;
দেবতার অনুগ্রহে শুধু
দেখিতেছি তোমা এবে সুস্থ-দেহ প্রভু।
নিবার কুমারে মহারাজ!

পুরোহিত।—(স্বগত) রাণীর দেখছি মন্ত্রীর উপর ভারি টান; এত দোষ সত্ত্বেও এত দয়া! রাজা কি এতই স্ত্রৈন? কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নি?

রাজা।— অভিমানী কুমার আমার
অপমান ভাবিবে তাহ'লে;

নারিব বলিতে আমি যাহা ইচ্ছা কর।

প্রস্থান।

রাণী।— কুলদেব! কহিও কুমারে;
রয়েছে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া মন্ত্রীর পুত্রের।

উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—কারাগৃহের সম্মুখস্থ পথ, কারারক্ষক।]

কারারক্ষক।—রাত ত দুপুর হ'য়ে গেছে, আমার পালার সময়ত হ'য়ে গেল; এতক্ষণও ত কেউ এলো না, আর কতক্ষণ বা থাক্‌তে হয়? আজ আর একটুকো জিরুতে পাইনি একেবারে খাড়া পাহারা।

(ছদ্মবেশে রাণী ও তাহার দাসীর প্রবেশ।)

এরা দুজন আবার কে এল! দুজনেই মেয়ে মানুষ, মন্ত্রীর বুঝি পিয়ারের লোক হবে?

রাণী।—মন্ত্রী কোথায় আছে? মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাও।

কারারক্ষক।—আপ্‌নাদেরত ভাল ক'রে চিন্‌তে পাচ্চিনে, আপ্‌নারা কি মন্ত্রীর কেউ হন? তা আমাদের উপরত হুকুম নাই যে রাত্তির ক'রে কারাগারের দরজা খুলি।

(২য় কারারক্ষকের প্রবেশ।)

কি ভাই! এত দেরি হ'ল যে?

২য় কারারক্ষক।—আর দেরি! রাজ বাড়ীতে ভাই! যে সব কাণ্ড, যে সব হুলুস্থুল গোলমাল, তাই শুন্‌তে শুন্‌তে দে'রি হ'য়ে গেল।

১ম-কা-র।—দেখ্ ভাই! এই দুইজন মেয়ে লোক এসে বড় উৎপাত ক'চ্চে। বল্‌ছে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাও। হাঁ ভাই! এদেক চিন্‌তে পারিস্ কি? দেখ্‌তো মন্ত্রীর কোন রাখা লোক নাকি? মন্ত্রীরত ঘরের লোক নাই।

২য়-কা-র।—(আলো ধরিয়া) হুঁ দেখেছি ব'লে যেন বোধ হচ্চে না? দেখি—ছোট রাণীর দাসীর মত যেন—

১ম কা-র।—হাঁ ঠিক, তাই বটে, তাই বটে, আর দেখ (কানে কানে)—ঠেকে না?

২য়-কা-র।—তাইত তাইত—

১ম-কা-র।—তুই আবার কবে চিনিস্, আমি যেন সে দিন দেখেছিলেম। দেখ্, ঠিক, না?

২য়-কা-র।—হাঁ, হাঁ, ঠিক—তাই তাই (প্রণাম করণ) রাণী মা!—আমাদের অপরাধ লবেন না, আমরা মুখ্যু লোক, তা এত রাতে কেন?

দাসী।—বড় জরুরি কাজ, মন্ত্রীকে বল্‌তে হবে।

১ম-কা-র।—তা আপ্‌নারা কেন?

দাসী।—বড় রাজকুমার যুদ্ধে গেছে, মধ্যম কুমারদের এখনো গা দিয়ে রক্ত বেরুচ্চে, শুন্‌তে পাওনি?

২য়-কা-র।—আজ্ঞে তাত জানি, তাত জানি।

দাসী।—এত রাত্তিরে কি লোক মেলে? মহারাজের অসুখ বেড়েছে তাই মন্ত্রীকে কিবা বল্‌তে হবে। মহারাজের আদেশ বড় দরকার (মুদ্রা প্রদান)

২য়-কা-র।—তা বুঝেছি, তা বুঝেছি, কিন্তু আমাদের গর্দ্দান যাবে যে! (উভয় কারারক্ষকের পরামর্শ) কি করিবি রে বল?

১ম-কার।—আমরা শেষে মারা পড়্‌ব। ছোট কুমারের যে রাগ আর যে হুকুম, তাতে কেমন কর্‌রে চাবি খুলি?

রাণী।—তোমাদের কোন ভয় নাই (মুদ্রা প্রদান)

১ম-কার।—কি করবি ভাই! এযে রাণী মা নিজে এসেছেন; রাণী মা! আমাদের ত কোন অপরাধ হবে না?

রাণী।—তোমাদের কোন ভয় নাই, চাবি খুলে দাও।

২য়-কার।—(প্রথম জনের ইঙ্গিতে) তবে আসুন, দেখ্‌বেন আমরা যেন কোন বিপদে না পড়ি। (দ্বার উদ্ঘাটন)

(রাণীর ভিতরে গমন ও মন্ত্রীসহ বাহিরে আগমন।)

মন্ত্রী।— এখনো জীবিত আছে পুত্রহন্তা মম?

রাণী।— রয়েছে মুমূর্ষপ্রায় মধ্যম কুমার:
নাহি মরে যদি কভু শুন মন্ত্রীবর!
আমি লব সেই ভার যাহ তুমি ত্বরা।

মন্ত্রী।— সশস্ত্র প্রহরীগণ রয়েছে হেথায়?

রাণী।— বশীভূত করেছি তাদেরে:
যাহ ত্বরা, নতুবা কি জানি,
অবোধ কুমার মোর এসে কিবা করে।
বিলম্ব না ক'র আর,
নিদ্রিত রাজারে আমি আসিয়াছি রেখে,
জাগিয়া থাকে সে যদি হইবে সঙ্কট।
যাহ দ্রুত, রহিব হেথায়,
যাবৎ না হও তুমি দৃষ্টির বাহির।

মন্ত্রীর প্রস্থান।

কা-র-দ্বয়।—এ—একি? রাণী মা, মন্ত্রী যে পালা'ল! আমাদের গর্দ্দান যাবে যে!

রাণী —ভয় নাই, যদি কেহ জান্‌তে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, তবে তাকে ব'ল, যে মন্ত্রীর লোকজন এসে জোর ক'রে নিয়ে গেছে। আমাদের কথা বল্লে মুস্কিলে পড়বে।

(গমনোদ্যতা ও পুরোহিতকে দেখিয়া এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা।)

পুরোহিতের প্রবেশ।

পুরোহিত।—ভাবলেম যে রাত্তিরটে বেশী হয়েছে, কারাগৃহের কাছ দিয়ে সোজা যাই; তা ভালই হয়েছে, এরা এখনো কথা ক'চ্চে। কি গো প্রহরী?—ওদিকে কে দুজনা? মেয়ে মানুষের মত কথা কচ্চে—পেত্নি নাকি?—রাম রাম! কারারক্ষক, ও গো এদিকে এসত, দেখি—(নিকটে যাইয়া) হুঁ বুঝেছি, রাণী ও তার দাসী! ছদ্মবেশ কেন? হুঁ, যাও বুঝেছি? রাজার অনুমতির ও অপেক্ষা ক'ল্লে না?—যাও, ভয় নেই, আমি কা'র কাছে বল্‌ব না।

রাণী ও দাসীর প্রস্থান।

১ম-কা-র।—পুরুত ঠাকুর মশাই নাকি! আপ্‌নি এত রাত্তিরে কেন?

পুরোহিত।—আর রাজরাণীই যদি এত রাতে কারাগৃহে আস্‌তে পারে, তবে কি আর আমি পারিনে?

১ম-কা-র।—দেখুন মশাই! আমরা কি করি, রাণীমার কথা অমান্যি করা যায় না।

পুরোহিত।—বলি কিছু লভ্য হয়েছেত? গরীব মানুষ তোমরা

কিছু পেয়ে যাও ভালই। আমি আরত কেড়ে ল'ব না। বলি, চাকরী না কর্‌লেও চলবেত ?

উভয় কা-র।—দোহাই মশাই আপ্‌নার পায়ে পড়ি আপনি যে কারো কাছে বলবেন না; আমরা গরীব, মারা পড়্‌ব।

পুরোহিত —বলি পেয়েছত ? না শুধুই মন্ত্রীকে ছেড়ে দিলে ?

উ কা-র।—দোহাই মশাই! আপনি—

পুরোহিত।—কোন ভয় নাই, আমি কা'র কাছে বল্‌ব না এখন আমায় একটু এগিয়ে দিয়ে এস।

১ম-কা-র।—যে আজ্ঞে, চলুন আপ্‌নাকে বাড়ী রেখে আসি।

প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—পার্ব্বত্য অরণ্য-প্রদেশ, সুবল সবদারের গৃহের অনতি দূরস্থ পথ।]

প্রভাব।

প্রভাব।— এত দয়া অরণ্য প্রদেশে!
স্বপনেও ভাবি নাই কভু।
তরুলতা ফল ফুলে হয়ে সুশোভিত
করিতেছে চিত্ত-বিনোদন মম।
বিহঙ্গম গণ সুমধুর গীত ছলে
করিছে সান্ত্বনা মোরে।

সমীরণ মৃদুল হিল্লোলে,
হাত বুলাইয়ে যেন অলক্ষেতে আসি,
করিছে দেহের মম জ্বালা নিবারণ।
ওই গিরি সম দুখী হ'য়ে
চেয়ে আছে মোর পানে আনত আননে,
ঢালিছে আঁখির বারি নিঝর রূপেতে;
যাহা দেখি তাহাতেই সুস্থ হয় মন।
জননী প্রকৃতি দেবী আপনি হেথায়,
প্রবোধিতে সন্তাপিত শ্রান্ত জীবগণে,
খুলে দেছে অনন্ত ভাণ্ডার করুণার।
স্নিগ্ধ জল, মিষ্ট ফল, শ্যামল আসন,
শ্রান্তি নিবারিণী নিদ্রা, বিমল বাতাস,
জীবনের যাহা যাহা প্রয়োজন,
সব যেন রয়েছে হেথায়,
সব যেন পবিত্র ভাবেতে গড়া!
কত স্নেহ, কত প্রীতি! ক্ষমা, ভালবাসা!
কতই সহানুভূতি! কত আহা উহুঃ!
অবিরাম অযাচিত ভাবে,
স্বর্গের সুধার সম হতেছে বর্ষণ।
কি মহান্ ভাব! কত উদার গম্ভীর!
শান্তিময় মাধুরী অপার!
মনে হয়, কর্ত্তব্য ভুলিয়ে,
ডুবে যাই একেবারে মাধুরী সাগরে;
কিন্তু ভেসে যদি উঠি পুনঃ,—তবে?

অতৃপ্ত বাসনাচয় উঠিবে জাগিয়া ;
যাবে মন অসম্পন্ন কর্ত্তব্যের পানে।
আক্ষেপ কি হবে না তখন
অনুকুল সুযোগের উপেক্ষা কারণ ?
কর্ম্মক্ষেত্রে মানব ত কর্ত্তব্য অধীন ;
সে কর্ত্তব্য ভুলে কি সে নিশ্চেষ্ট মানসে
থাকিবেক প্রকৃতির সম্পূর্ণ অধীন ?
শক্তি বুদ্ধি সত্বে রবে জড়ের মতন ?
নিবারিতে আর্ত্তনাদ হাহাকার কভু
উৎপীড়ন সমূলে করিতে উৎপাটন,
মুছাইতে অশ্রুধারা প্রাণপণে সে কি
যত্নশ্রমে বিরত থাকিবে ?
পুণ্যের পবিত্র পথে থাকিতে সতত
পাপ সহ যুঝিবে না বীরের মতন ?
সেই ত মানব ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি,
যথা সাধ্য কর্ত্তব্য যে সাধিতে সাধিতে,
অনন্ত উন্নতি পথে হয় অগ্রসর।

সুবলের প্রবেশ।

দস্যুপতি ! নহ তুমি দস্যুপতি,
কার্য্য তব দেবতার মত !
প্রাণদাতা তুমি মোর, পিতৃ তুল্য গণি।
কেবা তুমি মহাজন, কহ মোরে ত্বরা ?
পারিব কি করিবারে উপকার তব ?

সুবল।— যুবরাজ ! নাহি দস্যু আমি,

রাজ্যের হিতৈষী তব জানিও আমায় ;
প্রধান সামন্ত মাঝে ছিল খ্যাতি মম,
পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর হেতু এই দশা মোর।

প্রভাব।— কি আশ্চর্য্য! বুঝি নাই মোরা এত দিন!
কেমনে করিল মন্ত্রী তব দশান্তর ?

সুবল।— পরলোক হ'ল যবে পিতার তোমার,
ক্রূর মন্ত্রী রাজ্য ল'তে করিয়া মনন,
কহিলা আমায় তার সাহায্যের তরে।
প্রতিবাদ করি তারে বুঝাইনু কত,
ফিরাইতে চেষ্টা করি অধর্ম্ম হইতে।
বিশ্বাস ঘাতক দুষ্ট দেখাইয়ে ভয়,
করিল ভৎর্সনা মোরে কঠোর বচনে।
কিন্তু মম জ্যেষ্ঠ পুত্র তেজস্বী যুবক
সহিতে না পারি তারে করে তিরস্কার।
সেই হেতু—কহিতে না পারি যুবরাজ!
বুক ফেটে যায় মোর—সেই হেতু মাত্র
বিনাশিল দুষ্ট মোর সেই তনয়েরে।
তথাপি ছিলাম মোরা তব পানে চেয়ে,
কিন্তু মম অনুগত প্রজাগণ পর,
দুর্ব্বিসহ অত্যাচার করিতে লাগিল ;
তাই আমি ল'য়ে পত্নি কনিষ্ঠ সন্তান,
লয়েছি আশ্রয় বনে নিজ দল সহ।
শৃগালের মত হেথা থাকি যুবরাজ!
অনেকেরই এই দশা আমার মতন ;

তারাও আমার সহ মিলিবে সত্বর।

প্রভাব।— তোমারি উপর এত অত্যাচার?
দেহ অনুমতি, ছিন্ন মুণ্ড এনে দেই তার।

সুবল।— যুবরাজ! শরীর দুর্ব্বল তব এবে;
আরো কয় দিন হেথা করহ বিশ্রাম।
অচিরে পাপীর দণ্ড দিবেন ঈশ্বর।

বীরবলের প্রবেশ।

প্রভাব।— বল ভাই! কুশলেত রয়েছে সকলে?

বীরবল।— মন্ত্রীপুত্র অনুচর সহ,
রাজপুত্র বিজয়েরে করে আক্রমণ;
ঊষার প্রণয় লাভ এক মাত্র হেতু।
আহত হয়েছে তব রণেন্দ্র বিজয়;
মন্ত্রীপুত্র গতপ্রাণ সেই ঘটনায়।
পুত্র শোকাকুল মন্ত্রী অসি লয়ে করে,
প্রবেশিল অন্তঃপুরে প্রতিহিংসা লতে।
কনিষ্ঠ কুমার এসে বাঁচায় সকলে।

প্রভাব।— আরে দুরাচার মন্ত্রী, এতই সাহস?
দস্যুসম প্রবেশিলি রাজ অন্তঃপুরে?
অচিরে পাবিরে তুই এর প্রতিফল।

বীরবল।— দুষ্ট ম ন্ত্রী রাজ্য লতে করেছে প্রয়াশ,
সেনাপতি সহায় হইবে।
বিনাশিতে মধ্যম কুমারে,
করিবে বিচার তার।

প্রভাব।— শৃগাল হইয়ে বাদ সিংহের সহিত?

খদ্যোৎ হইয়ে সাধ লভিতে চন্দ্রিকা ?
ভৃত্য হ'য়ে প্রভু পুত্রে করিবে বিনাশ ?
যাইব দণ্ডিতে আমি এথনি তাহারে ?

সুবল।— হ'ওনা অধীর যুবরাজ !
বিপদে কেবল ধৈর্য্য সহায় জানিবে।

বীরবল।— একাকী গমনে প্রতুল না হবে
যুবরাজ ! বিপদ ঘটিতে পারে।

প্রভাব।— কি করিছে সখা মোর।

বীরবল।— প্রকাশ্য উন্মাদ ভাবে ঢাকি আপনারে,
সুকৌশলে প্রতিকার উপায় খুঁজিছে।
পাগল বলিয়া মন্ত্রী বলে নাই কিছু,
নতুবা তাহারো ভাগ্য হ'ত তব মত।

সুবল।— চিন্তা নাই যুবরাজ ! পুত্র মম
বিশ্বস্ত সামন্তগণে জানা'বে এ সব
প্রাণপণে তারা তব সাহায্য করিবে।
অচিরে বাসনা তব হইবে পূরণ।

প্রভাব— সামন্ত প্রবর ! নারিব শোধিতে ঋণ তব।

সুবল।— যুবরাজ কর্ত্তব্য যে ইহা মোর ;
রাজ্যের মঙ্গল তরে, রাজার রক্ষণে,
প্রাণ যদি দিতে হয় তাহাও উচিত।
যাও বৎস ! বিশ্রাম করগে।
এস যুবরাজ ! গৃহে যাই চল।

বীরবল ও সুবলের প্রস্থান।

প্রব।— ইন্দুমতি ! প্রাণাধিকে !

স্বপ্ন তব যথার্থ হইল।
পিশাচিনী রাণী
ষড়যন্ত্রে আহুতি দিতেছে!
দুষ্ট মন্ত্রী বিনাশিয়া মোদের সকলে,
ভাবিয়াছে নিষ্কণ্টকে লবে রাজ্য ধন?
কিন্তু তাহা হবে কি সফল?
জগদীশ! দয়াময়! বল দেও হৃদে।
প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাণীর কক্ষ।]

রাণী।

রাণী।— সেই দিন পুত্রশোকে আকুল হইয়া
করিয়াছে মন্ত্রী বড় নির্ব্বোধের কাজ;
ভাগ্যক্রমে ছদ্মবেশে উদ্ধারিনু তারে,
কিন্তু কুল পুরোহিত দেখেছে মোদেরে।
যদি সে প্রকাশ করে—তাতেই বা কিবা?
বৃদ্ধ সে যে, ভূত দে'খে করে থাকে ভয়;
নিশীথে দেখেছে ধাঁদা বলিবে সকলে।
থাকে যদি দুই জন রক্ষক বশেতে
নাহি ডরি কিছুমাত্র পুরোহিতে আমি।
ধূলিসম উড়াইয়া দিব তার কথা।
যুবরাজ সখা,—পরমায়ু শেষ তার,

পাগল বলিয়া মন্ত্রী বলে নাই কিছু।
দেখেনি সে আমাদের যাইতে তখন ;
দেখিলেও পারে নাই চিনিতে মোদের ;
যদিই বা চিনে থাকে, বলেই বা যদি,
তাতেই বা কিবা ভয় আর ?
কে শুনিবে উন্মাদের কথা ?

নেপথ্যে। "ওগো সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হল। তোমরা এসো গো এসো! ছোট কুমার কেমন কর্‌ছে, শীগ্‌গির এস। আহা! বাছার আমার সোনার রবণ কাল হয়ে গেল।"

রাণী।— সেই দিন হ'তে দেখি না মন্ত্রীকে।
যা'ক্‌ কিছু দিন, কমে যা'ক পুত্র শোক ;
করুক সপত্নি সুত লীলা সম্বরণ।
নাহি দোষ কুমারের মম ;
মন্ত্রীর অন্যায় দেখে করেছিল রাগ।
অন্যায় দেখিয়া কেহ থাকে কি সুস্থির ?

(নেপথ্যে) "ও ছোটরাণি!—আবাগী কান খেয়েছে নাকি ?— ছোট রাণি! তোমার ছোট কুমার রূপেন মরে যে একবার দেখে যাও। আহা! বাছা আমায় কত ভাল বাস্‌ত!

রাণী।— ছোট কুমার! রূপেন আমার!
না, না, ভুল বলিয়াছে বুড়ী ;
হবে বুঝি মধ্যম কুমার ;
ব্রহ্ম অস্ত্র সুকৌশলে রেখেছি সন্ধানে।

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।— রাণী মা! শিগ্‌গির এসো, তোমার ছোট কুমার রূপেন বিষ খেয়েছে বুঝি, ছট্‌ফট্‌ কচ্চে আর বুঝি বাঁচেনা।

প্রস্থান।

রাণী।— ছোট কুমার রূপেন্‌! এঁ্যা কি হল তার?
সে আবার কি খেয়েছে?

বেগে রাজার প্রবেশ।

রাজা।— হা মহিষি! কি করিছ হেথা তুমি?
দেখে যাও প্রাণের রূপেনে
ছেড়ে যায় বাছা আমাদের।
হায়! ভেবেছিনু তারে রেখে আমি
ত্যজিব সংসার,—উহু! বুক ফেটে যায়,
বিধাতার একি বিপরীত খেলা!
আহা বৎস মম গুণের আধার;
অল্প বয়সেতে কত বুদ্ধি ধরে,
দুষ্ট মন্ত্রী হ'তে রক্ষিল মোদের প্রাণ।
হায়! হায়! বাছা মোরে সত্যই ত্যজিবে?
হা অদৃষ্ট বৃদ্ধ কালে পুত্রশোক পাব!

রাণী।— কোথা! কোথা মম প্রাণের রূপেন্‌?
মহারাজ কি হ'ল কপালে!
হায় বাছা তোর এই হ'ল?

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—মন্ত্রীর বাটীর একটী কক্ষ ।]

মন্ত্রী। এক জন সৈনিক পুরুষের প্রবেশ।

সৈ-পু।— আজ্ঞা তব হয়েছে পালন;
একটি কথাও প্রভু! দেইনি বলিতে;
আসা মাত্র দূর বনে লয়ে গিয়ে,
গলা টিপে মেরেছি তাহারে।

মন্ত্রী।— ভাল, অপর ঘাতক যখনি যাইবে,
তখনি তারেও দিবে এই পুরস্কার।
(স্বগত) তারপর, এ ঘটনা রাখিতে গোপন,
তোমাকেও স্বহস্তে সরা'ব ধরা হ'তে।
যাও, সাবধানে পালিবে আদেশ।

সৈনিক পুরুষের প্রস্থান।

বহু দূর অগ্রসর হইয়াছি আমি,
আরোহিতে ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ।
প্রধান কণ্টক মম ছিল যুবরাজ,
অপনীত সে কণ্টক এবে।
সেনাপতি, যে প্রলোভ দিয়েছি তাহারে,
সঙ্গে সঙ্গে রবে মোর, বিরত না হ'বে
যাবৎ না শেষ সীমা করি পদার্পণ।
সামন্ত বর্গেরে সব করেছি জ্ঞাপন,
সাধারণ তন্ত্রে হবে রাজ্যের শাসন
তুল্য স্বাধীনতা তুল্য সর্ত্ত সবাকার;—
মধ্যম কুমার, প্রাণ দণ্ড হবে তার

নরহত্যা অপরাধে।
রাজ্য চ্যুত হবে রাজা জীবিত থাকিলে।
(সহসা কম্পিত ও চমকিত)
শিহরিল কলেবর কেন বা সহসা,
কাঁপিয়া উঠিল বুক মম ?
কেহই ত নাহি হেথা আর ?
(ইতস্ততঃ দৃষ্টি ও চমকিত)
একি ? হৃদয়ের অভ্যন্তর হ'তে
কেবা যেন করিছে আঘাত পুনঃ পুনঃ
কহিছে অস্ফুট স্বরে যেন
"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও পাপি!
অনুতাপ কর, কর উপাসনা,
পাবে যদি পরিত্রাণ তুমি।"
একি আত্মা! আত্মাত অমর!
নির্লিপ্ত সতত সে যে,
গতিহীন কার্য্যহীন চিন্তাহীন সদা,
তবে কি বিবেক—হিতাহিত জ্ঞান ?
(পুনঃ চমকিত) একি ? আবার কহিছে,—
ক্ষান্ত হও পাপ হ'তে পাপি!
পাপ!—কোন পাপ ?
নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যা প্রতারণা,
অবিচার, অন্যায় বিশ্বাস ঘাতকতা,
সকলিত পাপ কার্য্য—পাপী আমি তবে ?
কোন্ পাপ হেতু এবে করি অনুতাপ ?

কোন্ পাপ মুক্ত হতে করি উপাসনা ?
অনুতাপ—উন্মাদের নিষ্ফল প্রলাপ,
মূর্খ লোক করে অনুতাপ ;
অনুতাপে বিনাশে কি পাপ ?
বৃদ্ধি করে কেবল সন্তাপ।
উপাসনা,—উপাসনা করিব কি আমি ?
এতই অমৃত উৎস ঝরে কি তা হ'তে
পাপের অনল যাহে হয় নির্ব্বাপিত ?
হয় যদি, দেখি তবে—হে ঈশ্বর
না, না, মন রত রাজ্যের চিন্তায়
দূর হ'ক উপাসনা।
শুনিব না কথা আর ভ্রান্ত বিবেকের !
উপাসনা করিবারে পারে কি শীতল
পাপীর হৃদয় জ্বালা হায় !
কর্ম্মফল নাশে তার আছে কি শকতি ?
কর্ম্মফল শ্রেষ্ঠ সকলের ;
নাহি পারে উপাসনা পাপ বিনাশিতে।

সুররমার প্রবেশ।

সুররমা।— পিতঃ ! পিতঃ !—একি ভাব পিতার আমার !
পুত্রশোকে করেছে কি ইঁহারে এমন !
না, না, পূর্ব্ব হ'তে দেখি এই রূপ ;
অন্য কিবা চিন্তা আছে নিশ্চয় ইঁহার।

মন্ত্রী।— সিংহাসনে সমাসীন হইব যখন,
সৎকর্ম্ম সলিলে আমি প্রক্ষালিব পাপ।

ভুলে যাব কঠোরতা কোমল আচারে,
হিংসা দ্বেষ না রবে দয়ালু ব্যবহারে।
অসাধু কল্পনা যত পাবে না সময়
সাধুতার কার্য্যে যদি লিপ্ত রাখি মন।
আরে ভীরু হিতাহিত জ্ঞান!
সহস্র নয়নে দেখ অজস্র দুষ্কর্ম্ম ?
সহস্র জিহ্বায় কর সুতীব্র ভর্ৎসনা ?
নিস্তেজ করিছ মোরে তুমি ?
আনিয়া চিত্রিত পটে যেন,
ভীষণ পাপের পরিণাম,
বাধা দাও গন্তব্য পথেতে ?
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তুমি,
শুনিব না ভ্রান্ত কথা তব,
শুনিলে দিবে হে তুমি অধিক যন্ত্রণা ;
কাপুরুষ ভীরু মোরে বলিবে সকলে ;
ঘৃণিত লাঞ্ছিত হয়ে হ'ব নির্ব্বাসিত,
অথবা ঘাতক করে হারা'ব জীবন ;
হ'তে থাকি অগ্রসর, হয় হ'বে জয়,
না হয় হইবে মৃত্যু বীরের মতন।

সুররমা।— কি বলিছ, কি ভাবিছ ? বুঝিতে না পারি,
পিতঃ ভয় হয় মনে দেখিয়ে তোমায়।

মন্ত্রী।— কেও, সুররমা!
এস মা! আনন্দ ময়ি!
তোমারে দেখিয়ে ভুলি জ্বালা।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য।— সেনাপতি দ্বার দেশে প্রভু!
মাগিছে সাক্ষাৎ তব সনে।

ভৃত্যের প্রস্থান।

মন্ত্রী।— থাক গিয়ে কিছুক্ষণ সখীগণ কাছে,
এখনি আসিব আমি স্থর!

সুররমা।— নিবেদন করি পিতঃ! ক্ষম অপরাধ,
সেনাপতি সহ এত পরামর্শ কিবা?
ভ্রাতৃ বিয়োগের পূর্ব্ব হ'তে তোমা,
দেখিতেছি সদা তুমি থাক অন্যমনে,
কি যেন দুষ্কর কার্য্যে হইয়াছ ব্রতী।
যেওনা অন্যায়ে পিতঃ! মিনতি আমার;
ছেড়ে গেছে জননী শৈশবে,
হারা'লেম প্রাণের সোদরে,
ভয় হয় পিতঃ পাছে হারাই তোমায়।

মন্ত্রী।— রাজ কার্য্যে কত যুক্তি কত যে মন্ত্রণা,
বালিকা হইয়া কেমনে বুঝিবে তাহা?
রাজার কাতরে, আমায় দেখিতে হয় সব,
তাই দিন রাত নাহি অবসর।
থাক বৎসে! আসিব এখনি।

প্রস্থান।

সুররমা।— জগদীশ! অন্যায় হইতে
রাখিও পিতারে মোর সদা,
সুমতি সুবুদ্ধি দেও তাঁরে।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—দুর্গদ্বার।]

মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রবেশ।

মন্ত্রী।— সেনাপতি! বৃথা কেন করহ সন্দেহ?
যদিই বা থাকে সে জীবিত,
কোথা পাবে সৈন্য বল তার?
কি করিবে যুবরাজ মোদের এখন?

(নেপথ্যে গীত)।—কোথা প্রাণ সখা দিবে না কি দেখা,
ঘুরে ঘুরে আর কত ফিরিব।
গহন কান্তারে, বিটপী মাঝারে,
কোন্ খানে তোমা আমি খুঁজিব।

সেনা।— সখার উদ্দেশে
কে গাহিছে করুণ সঙ্গীত?

২।— দূরে কি অদূরে, দুর্গের ভিতরে,
তোমার প্রভাব দেখা পাইব।
পাইলে তোমায় হৃদয় জুড়ায়,
না পেলে কেমনে দুখ সহিব।
সখা! সখা!—

মন্ত্রী।— প্রবোধ সিংহ, যুবরাজ সখা।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে যুবা,
কার্য্য-পটু রণ-দক্ষ অতি;
সৌভাগ্য মোদের তাই দেখি ভাবান্তর।

সেনা।— আসে হেথা জানিবারে সখার বারতা।

মন্ত্রী।— যুবরাজে না দেখে সে হয়েছে উন্মাদ ;
কভু কভু যায় মম গৃহে,
অনিষ্ট না করে কা'র আর।
(প্রবোধের প্রবেশ, হাতে ভাঙ্গা ছড়ি,
ছড়ির অগ্রভাগে টুপি।)

প্রবোধ।—সখা আমার রাজা হবে—ঘৃণিত পশু গুলোর স্পর্দ্ধা বেড়ে গিয়ে সব ক্ষেপে উঠেছিল। ঠাণ্ডা মন্ত্রে ওষুধটা জল দিয়ে দেওয়া হয়—সখা দেখ্‌লে না।—অনেক গুলো ভয়ে খেল না,—হা, হা,—(হাস্য) বুদ্ধি নেই,তারা সারবে কেন ? আর জলে আমার আশঙ্কা, ভাল হবে না ; এবার আগুনে মন্ত্রে ওষুধটা গরম ক'রে দিব, ভাল হবে না ? সখা কি রাগবে ?—সখা !—

সেনা।— দংশেনিত শৃগাল ইহারে ?

প্রবোধ।—আমায় দেখ্‌তে পেলে সেরে উঠবে, সখা ! সখা কোথায় ? সখা এ রাজ বাড়ীতে নেই ? অঁ্যা—

সেনা।—এটা রাজ বাড়ী নয়, দুর্গ, এখানে সৈন্য সামন্ত থাকে।

প্রবোধ।—কেন ?—আপ্‌নারা কি রাজা নন ? না,না,আপনারা রাজা হবেন। আপ্‌নাদের এত লোক লস্কর, আমার সখাকে রাজা কর্ব্বেন্‌ না ? আমি এই মুকুট এনেছি। তার মাথায় দেব।

মন্ত্রী।— (ঈষৎ হাস্য)—শুনিলেত সেনাপতি ?
রাজা বকে ভাবিছে মোদেক।

সেনা।— অসম্ভব নহে কিছু।
তোমার সখা এখানে নাই।

প্রবোধ।— না, না, সে আছে, গাছতলা লুকিয়ে আছে, আমি তাকে আপ্‌নাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা'ব ; সখা ! সখা !—

প্রস্থান।

সেনা।— অনিষ্টের নাহিক আশঙ্কা ;
দেখুক যথায় ইচ্ছা ওর।

মন্ত্রী।— দেখিলেত সেনাপতি ! সম্পূর্ণ উন্মাদ ;
সুস্থ যদি হ'ত তবে আসিত কি আর
রাজ বাটী হ'তে, ছেড়ে কনিষ্ঠ কুমারে ?

সেনা।— কেন ? কি হয়েছে ছোট কুমারের ?

মন্ত্রী।— হলাহল পান করি শয্যাশায়ী এবে।
উপস্থিত মহেন্দ্র সুযোগ,
অধীর শোকেতে রাজা মধ্যম কুমার,
অপ্রস্তুত সবে। এ হেন সুযোগে
প্রস্তুত হইব মোরা আক্রমণ তরে।

সেনা।— এ রাজ্যের কর্ণধর তুমি মন্ত্রীবর,
আমি মাঝি ব'ব দাঁড় ইঙ্গিতে তোমার।
প্রস্তুত সতত আমি আদেশ পালনে।

মন্ত্রী।— এখন হইতে তবে কর আয়োজন
সময় বুঝিলে আমি আসিয়া মিলিব।

প্রস্থান।

সেনা।— নাহি আর মন্ত্রীর তনয়।
এক মাত্র কন্যা তার দেয় যদি মোরে,
আমিই হইব রাজা সম্পূর্ণ রাজ্যের।
মন্ত্রীরে রাখিতে হবে কিছু দিন আর।

বুদ্ধিবল আছে ওর, কিন্তু নহে ভাল।
দেখি আগে কিছুদিন সতর্ক থাকিয়া,
কি ভাবে গড়ায় এই ঘটনার স্রোত ;
মন মম এখনো বলিছে যেন
জীবিত রয়েছে যুবরাজ।
কখন বা আসিয়া সে সিংহের বিক্রমে
বিফল করিয়া দেয় শৃগাল ধূর্ত্ততা।
ধার্ম্মিক রাজার প্রতি এত অত্যাচার !
প্রতিফল আছে যেন নিশ্চিত ইহার।

প্রস্থান।

(প্রবোধের পুনঃপ্রবেশ।)

প্রবোধ — পাপ মন্ত্রী ! লোভে তব বুদ্ধি বিচলিত,
ভাবিছনা আপনার সীমা ? স্বার্থ হেতু
করিছ দুষ্কার্য্য কত ! পারিয়াছ কভু
তৃষ্ণা নিবারিতে ? পদে পদে অপ্রতিভ
তুমি, তবু শক্তির অতীত কার্য্যে আশ ?
পেতে যদি দেবতার পরমায়ু, তবে
কিবা না করিতে তুমি ? সুখময় ধরা
অত্যাচারে নরকে হইত পরিণত।
উঃ কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র ! রাজ ভৃত্য
রাজ সেনাবল ল'য়ে কোন প্রাণে চাহে
আক্রমিতে অপ্রস্তুত আর্ত্ত রাজপুরী ?
সিংহের আসনে চাহে বসিতে শৃগাল !
যজ্ঞের পবিত্র হবি ভক্ষিবে কুক্কুট !

চিত্রবৎ দেখিব দাঁড়া'য়ে আমি ? না, না—
যথাসাধ্য যত্ন হবে প্রতিবিধানিতে।
মুষ্টিমেয় সৈন্য, ক্ষতি নাই, প্রতি জনে
হৃদয় শোণিত দিবে আমার আদেশে।
সখা ! সখা ! পাবনা কি দেখা তব মোরা ?

জনৈক সেনানীর প্রবেশ।

স্নেহ দয়া আছে কি তোমার ? ভালবাস
কুমারগণেরে ? চিত্রলের শুভ ইচ্ছা
কর কি কখন তুমি ? কি বিশ্বাস তোমা ?

সেনানী।— কেন দেব ! হেন সম্ভাষণ ?
হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে দেই,
প্রবেশিয়া দেখহ তথায়,
বিশ্বাসের কি অভাব আছে ? (বক্ষে অসি প্রদান)

প্রবোধ।— ক্ষম বীর ! ক্ষান্ত হও, না বুঝে বলেছি।

সেনানী।— রাজ ভক্তি অটুট রয়েছে,
প্রাণ বিনিময়ে মোরা রক্ষিব কুমারে।

প্রবোধ।— এস ত্বরা, সেনাপতি রাজ্যের স্বপনে,
অন্য চিন্তা স্থান নাহি পাবে তার মনে।
এস ত্বরা, যেতে হ'বে যুবরাজ কাছে,
মুহূর্ত্তের বিলম্ব ঘটা'বে পরমাদ।

বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—মন্ত্রীর অন্তঃপুরস্থ একটী কক্ষ।]

সুররমা ও সখী।

সুররমা।— বাঁচিবেত কনিষ্ঠ কুমার?
সখী।— আশা কম জীবনের তার।
সুররমা।— আর সকলেরে সুস্থত দেখিলে?
আরোগ্যত হয়েছে কুমার?
রাজপুত্র বিজয় কেমন?
সখী।— হইয়াছে সুস্থ দেবি! মধ্যম কুমার,
রয়েছে দুর্ব্বল কিছু কুমার বিজয়।
সুররমা।— বলেছে কি কোন কথা কুমার আমায়?
সখী।— কহিলা সে—"মন মম অস্থির সতত,
সংসারেতে ঘৃণা বোধ হতেছে আমার",
বলিও সুররে—"পিতার অমতে তার
কেমনে হইতে পারে মিলন মোদের?
ভুলিবারে চেষ্টা আমি করিব তাহারে,
সেও যেন ভুলে যায় মোরে।"
সুররমা।— হায়! সখি! বল তবে কি হবে আমার?
সত্যই কি এইরূপ বলেছে কুমার?
সখী।— কেন এত ব্যস্ত ব'লে কুমার কুমার,
এমন নিষ্ঠুর দেখি যার ব্যবহার?
সুররমা।— আমিত দেখিনে সখি! অন্যায় তাহার।
সখী।— কেন সে মারিল তবে দাদারে তোমার?

সুররমা।— না মরিলে দাদা, সখি! মরিত কুমার।
সখী।— ভ্রাতার নিধনে দুঃখ হয়নি তোমার?
সুররমা।— ততোধিক দুঃখ হ'ত মরিলে কুমার।
সখী।— নিষ্ঠুর কি নহে সে যে কাঁদায় তোমারে?
প্রতারক বলিব না তারে?
সুররমা।— কেন লো নিষ্ঠুর, সখি! বলিবে তাহারে,
মন প্রাণ সঁপিয়াছি যারে?
সখী।— কেমনে বলিব বল তারে ভাল আমি,
ভুলিবারে চাহে যে তোমারে?
সুররমা।— বলিব কি মন্দ তারে যে হইবে স্বামী,
ভুলিলেও ভুলিব না যারে?
সখী।— ভ্রাতৃশোক একেবারে ভুলেছ এখন?
সুররমা।— নারিব ভুলিতে তাহা কভু আজীবন।
কিন্তু রমণীর স্বামী শ্রেষ্ঠ সকলের,
শত ভ্রাতা নহে কিছু তাহার সমান
শত ভ্রাতৃ শোক সখি! নহে সমতুল
স্বামীর বিরহ সনে কভু।
সখী।— কিন্তু দেবি! বধিয়া আত্মীয় জনে,
অন্যায় কি করেনি কুমার?
নহে কি এ নির্দ্দয়ের কাজ?
অযশ কি হবে না ইহাতে?
সুররমা।— কেন সখি! বার বার দুষিছ তাহারে?
দোষ কি স্পর্শিতে পারে মধ্যম কুমারে?
পৃথিবীর স্বর্গে তার গঠিত শরীর।

সে দেব মন্দীরে নাই প্রতারণা লেষ,
সর্ব্বদা সততা দয়া বিরাজে তথায় ;
সে ললাটে সে ভুরুতে সে মুখ মণ্ডলে
অবিশ্বাস অপযশ থাকিতে কি পারে ?
পবিত্র সৌন্দর্য্যে প্রেমে ভরা সে হৃদয়,
ঘৃণিত অসার তায় থাকিবে কেমনে ?

সখী।— ত্যজ কুমারের আশা,
পিতার আদেশ তব,
ভুলিবারে চেষ্টা কর তারে।

সুররমা।— গীত।

আমি তারে হৃদি মাঝে সদা ভাবিব।
প্রাণে প্রাণে গাঁথা সে যে কিসে ভুলিব ॥
চাহে বা না চাহে মোরে, না ভাবে কভু অন্তরে
আমিত তাহারি তরে চেয়ে থাকিব ॥
আসে বা না কাছে আসে, সে যদি না ভালবাসে,
আমিত, তাহারি আশে প্রাণ রাখিব ॥
হৃদয় আসনোপরে, বসায়ে যতন করে
মনের নয়নে তারে সদা দেখিব ॥

সখী।— ক্ষম দেবি ! অপরাধ মম,
বলেছি অপ্রিয় তোমা,
ব্যথা বুঝি পাইয়াছে প্রাণে।

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী।— একি আঁখি ছল ছল, বিষণ্ণ বদন,
কেন মা ! তোমার হেরি ?

কি হয়েছে ?—কি অভাব বলনা আমায় ?
কিবা হেতু করিছ ক্রন্দন ?

সখী।— মধ্যম কুমার তরে--

মন্ত্রী।— মধ্যম কুমার ?—পুত্রহন্তা মম ?
সে যে এবে বিচার অধীন !
(স্বগত) কি আশ্চর্য্য ! এখনো ভোলেনি তারে ?
ভেবেছিনু রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ বর আনি
রাখিব জামাতা করি গৃহে।
কিন্তু এ যে ব্যাকুল কুমার তরে !

সুররমা।— সে কি পিতঃ ! রাজপুত্র বিচার অধীন ?

মন্ত্রী।— ভ্রাতৃহন্তা তব তাই হইবে বিচার।

সুররমা।— কি বিচার হইবে তাহার ?

মন্ত্রী।— হত্যাকারী জন যেই, প্রাণদণ্ড তার।

সুররমা।— হত্যাকারী হ'ত মোর দাদা,
প্রাণদণ্ড হইত তাহার,
সেই প্রাণদণ্ড হ'তে রক্ষিতে তাহারে,
আত্মরক্ষা করেছে কুমার।
ইহাতে ত কুমারের দোষ নাই পিতঃ !

মন্ত্রী।— রাজপুত্র বলিয়া কি হবে না বিচার ?
বধিয়া পুত্রেরে মম অক্ষত থাকিবে ?

সুররমা।— পিতঃ ! দেহ ভিক্ষা কুমারের প্রাণ।

মন্ত্রী।— আমি কি করিব বল রাজার বিচার,
রাজা যদি দয়া ক'রে করে অবিচার
অধর্ম্ম অযশ হবে তায়।

সুররমা।— স্বর্গীয় পদার্থ দয়া
মহত্বের চির সহচরী,
সুবিচারে বিরাজে সতত,
নৃপতির আসনের গৌরব বাড়ায় ;
দয়াতে কি হয় পিতঃ! কভু অবিচার ?

মন্ত্রী।— কেমনে করিবে রাজা নিয়ম লঙ্ঘন ?
অসন্তুষ্ট হইবে সকলে।

সুররমা।— হায়! পিতঃ! কর দয়া দুখিনী সন্তানে,
ল'য়ে চল তুমি মোরে রাজার নিকট,
পড়িব চরণে তাঁর, করিব প্রার্থনা,
দয়া ভিক্ষা লব তাঁর কাছে,
অবশ্য বাঁচিবে তাহে কুমারের প্রাণ।

মন্ত্রী।— ত্যজ আশা কুমারের, ভুলে যাও তারে,
বৃথা কেন কর বৎসে! অরণ্যে রোদন ?

সুর। (সুরে)। হায় পিতঃ! হায়! হ'ওনা নিদয়,
ব'লনা ব'লনা অরণ্যে রোদন ;
জনকের পাশে যুড়াবার আশে
তনয়া জানায় তার প্রাণের বেদন।

মন্ত্রী।— ছাড় বৎসে! প্রতিহিংসা ভুল্‌ব না কভু।

সুর। (সুরে)। (জোড় হাতে) পাষাণ হইয়ে জামতা বধিয়ে,
ভাসা'ওনা পিতঃ দুখিনী সন্তান।

মন্ত্রী।— নর ঘাতকের করে করিব প্রদান
একমাত্র তনয়ারে মোর!

সুর।— তুমিত বলেছ পিতঃ! কত দিন মোরে,

কুমারের করে মোরে করিবে প্রদান।
এবে কেন অবিচার কর তুমি পিতঃ!
বধিতে চাহিছ তুমি জামাতার প্রাণ?
বধ' তবে তনয়ারে আগে।

মন্ত্রী।— শুন বৎসে! রাখ মোর কথা,
ভুলে যাও কুমারেরে, ত্যজ আশা তার,
অবাধ্য হ'ওনা আর বলি বার বার।

প্রস্থান।

সুর।— হায়! সখি! কি হবে উপায়?
কেমনে বাঁচিবে বল কুমারের প্রাণ?

সখী।— চল মোরা পড়িগে পিতার পায় তব,
তাঁর দয়া হ'লে কিছু নাহি হবে আর।

সুর—(গীত) ক্ষীণ আলো টুকু যা আছে সমুখে,
সখি! তাও বুঝি মম নিবে যায়;
যে সুধা কণিকা আশায় রয়েছি,
পোড়া ভালে বুঝি তাও বা সুকায়;
হৃদয় আকাশে যে চাঁদ নেহারি,
তাও বুঝি সখি! আঁধারে লুকায়;
সখি! আশা যদি ডোবে নিরাশায়,
তবে ছার প্রাণ কেন না ফুরায়।

প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—নদীতীরে শ্মশান। কনিষ্ঠ কুমারের প্রজ্বলিত চিতা। দাহকারীগণ, রণেন্দ্র, বিজয় পুরোহিত প্রভৃতি।]

রণেন্দ্র।— কুসুম কোরক মাঝে বিষধর কীট?
সুরম্য প্রাসাদে কি রে রাক্ষসীর বাস?
মরতের শ্রেষ্ঠ জীব মানবের দেহে
শয়তানের আত্মা কিরে থাকিবার পারে?
পিশাচিনী বিমাতার এই ব্যবহার
মর্ম্মাহত করিয়াছে মোরে।
আমারি নিধন হেতু রাখা-বিষ হায়!
বিনাশিল প্রাণের রূপেনে?
ইচ্ছা করে পাপিনীরে আনিয়া এখন
জীবন্ত ফেলিয়া দেই জলন্ত চিতায়।
কিন্তু তাতে দণ্ড আর হবে কি তাহার?
জুড়াবে যে জ্বালা জীবনের।
থাকুক সে দুষ্টা নারী, বলিব না কিছু,
আজীবন দগ্ধ হ'ক সন্তাপ অনলে।
হা! ভ্রাতৃ বৎসল বাছা!
ভ্রাতৃ ভক্তি-পরাকাষ্ঠা দেখাইলে তুমি;
নহে ভুলক্রমে, স্ব ইচ্ছায় তুমি,
হলাহল পিয়ে তব দাদারে বাঁচালে!
যাও ভ্রাতা, যাও পাপ সংসার হইতে।
স্বরগের ফুল তুমি,

ধরাধামে কেন বা ফুটিবে?
যাও চলি পুণ্যময় ধামে,
চিরকাল ফুটে থাক সেথা;
পাষাণে বাঁধিব বুক আমি।

পুরোহিত।—মধ্যম কুমার! অত ব্যাকুল হ'ওনা, শোক সম্বরণ কর।

রণেন্দ্র।— কুলদেব! ভাঙ্গিয়াছে হৃদয় আমার,
সংসারেতে জনমিছে ঘৃণা, হায়!
আমি যদি সেই বিষ করিতাম পান,
জীবিত থাকিত মোর প্রাণের স্বপেন্,
শান্তি পাইতাম আমি মৃত্যুর কোলেতে।

পুরোহিত।—সংসারে জন্ম গ্রহণ কল্লেই কোন না কোন হেতুতে মৃত্যু নিশ্চিত। অকাল মৃত্যু বা অস্বাভাবিক মৃত্যু ব'লে বুদ্ধিমান লোক তত শোকাভিভূত হন না। অতএব কুমার! শোক সম্বরণ কর। বিশেষতঃ ছোট কুমারকেত আর পাবে না, তার জন্য শোক করে ফল কি? এখন শীঘ্র গিয়ে মহারাজকে সুস্থ কর। কেমন হে বাপু-সকল! দাহ-কার্য্য কত দূর?

দাহ-কা।— এইত প্রায় শেষ হয়েছে।

পুরোহিত।—এখন গঙ্গা সমর্পন ক'রে তাড়াতাড়ি চিতা সংস্কার করে চল।

(ত্রাস্তে জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ।)

কর্ম্মচারী।—রাজপুত্র! রাজপুত্র! মধ্যম কুমার!
হ'য়েছে বাহির মন্ত্রী সৈন্যবল ল'য়ে,

আক্রমিতে রাজপুরী ; সেনাপতি ল'য়ে
অন্য দল এল প্রায় এই দিকে,
যেবা হয় করহ উপায় ত্বরা।

পুরোহিত।—ও বাবা! এ শ্মশানেও যে বেটাদের আক্রোষ! ওদের কি একটুক দয়া মায়া নাই!

রণেন্দ্র।— কে আছে রাজার কাছে এবে ?
কেবা আছে পুরী রক্ষা তরে ?

কর্ম্মচারী।—যুবরাজ সথা সশস্ত্র রয়েছে তথা,
কতিপয় বিশ্বস্ত পামীর সৈন্য ল'য়ে।
পুর রক্ষিগণ হতেছে সজ্জিত।
প্রেরিলেন তিনিই আমায়,
এস ত্বরা মিলিতে তাহার সহ।

রণেন্দ্র।— মোদেরে আবদ্ধ রাখি হেথা,
দুষ্ট মন্ত্রী আক্রমিছে পুরী।
তুমি কেন শুনিলে না কথা সে সময় ?
রাজ্য তব শক্রশূন্য নিরাপদ শুনে,
কেন বা থাকিলে হেথা ?
তুমিও কি দিবে প্রাণ ?

বিজয়।— একি কথা কহ তুমি মধ্যম কুমার ?
রাজা মোরে দিয়েছে আশ্রয়,
রাখিয়াছ তুমি মোর প্রাণ,
সেই প্রাণ ল'য়ে যাইব কি আমি ?
রেখে তোমা সবে এই বিপদ সাগরে!

রণেন্দ্র।— সব সৈন্য হয়েছে কি মন্ত্রীর অধীন ?

সকলে কি বিশ্বাস ঘাতক ?
নাহি দয়া কাহারো হৃদয়ে ?

দাহকারীগণ।—এইত চিতা সংস্কার হয়েছে আমরা এখন চল্লেম।

প্রস্থান।

পুরোহিত।—মধ্যম কুমার! এখানে আর থাকা উচিত নহে। ব্যাপারটা ভাল বোধ হচ্চে না।

রণেন্দ্র।—কুলদেব! আপনার কোন ভয় নাই, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে কিছু বলবে না।

পুরোহিত।—ও বাবা! ওরা যে নিষ্ঠুর, তাতে কি আর ব্রাহ্মণ বলে ছেড়ে দেবে ?—ভাগ্যক্রমে সে দিন ছোট কুমার এসে রক্ষা করেছিল বলে বাঁচি, নৈলেত সেরেছিল।

কর্ম্মচারী।—মধ্যম কুমার! বিলম্ব কর না আর।

রণেন্দ্র।— অন্য পথে গিয়ে তবে পশি সিংহ দ্বারে।

(সকলের গমনোপক্রম। সভয়ে দাহকারীগণের প্রবেশ।)

দা-কা।—আর রক্ষা নাই, ওই সব সৈন্য ঘিরে এসে পল! সব শুদ্ধ মারা গেলাম।

পুরোহিত।— হা ভগবন্, শেষ কাণ্ডে কি অপমৃত্যু লেখা ছিল।

(সসৈন্যে সেনাপতির প্রবেশ।)

দা-কা।—মধ্যম কুমার! রক্ষা কর! রক্ষা কর! দোহাই বাবা সেনাপতি আমাদেক কিছু বলনা।

সেনা।— মন্ত্রীর আদেশ, বন্দী করিব সবারে।

বিজয়।— সেনাপতি ? এতই নির্দ্দয় তুমি
সৈন্যগণ! নাহি দয়া তোমাদের হৃদে ?

শত্রুওত এ সময় করে না শত্রুতা।

সেনা।— সৈন্যগণ ধরহ কুমারে।

বিজয়।— সেনাপতি! একি কার্য্য তব ?
বিশ্বাস ঘাতক মন্ত্রী, তারি কথামত
আসিয়াছ বধিবারে কুমারের প্রাণ ?
ধিক তোমা! ধিক তব এ বীরত্বে ?

সেনা।— সৈন্যগণ কি দেখিছ সবে ?
আদেশ পালনে কেন বিলম্ব করিছ ?

(সৈন্যগণের অগ্রসর)

বিজয়।— ক্ষান্ত হও সৈন্যগণ!
করিও না স্পর্শ কুমারেরে।

সেনা।— আদেশ পালনে যদি কর ভয়
সরে যাও হেথা হতে, এই দেখ আমি—

(সেনাপতি কুমারকে ধরিতে উদ্যত।)

রণেন্দ্র।— আরেরে দুর্ম্মতি ক্ষত্রকুল গ্লানি!
বাড়িয়াছে এতই আস্পর্দ্ধা ?

(সেনাপতিকে পদাঘাত)

সেনা।— আর না করিব দয়া! (হস্ত ধারণ)

বিজয়।— আছে কি তোমার হৃদে দয়া ?

পুরো।— সেনাপতি! ছেড়ে দেও কুমারেরে,
মঙ্গল হইবে তব।

সেনা।— বেঁধে লও এদের দুজনে।

(বিজয় ও পুরোহিতকে বাঁধিতে
সৈন্যগণের উদ্যম বেগে, সসৈন্যে যুবরাজের প্রবেশ।)

প্রভাব।— আরে রে দুর্ব্বৃত্ত সেনাপতি,
চণ্ডাল অধিক তুই হইলি অধম ?
বৃত্তি দিয়ে নরপতি পুষিয়াছে তোরে
নিরস্ত্র কুমারগণে বধিবার তরে ?

সেনা।— সৈন্যগণ কর আক্রমণ।
বিদ্যুৎ বেগেতে কর অসি সঞ্চালন,
কাহাকেও করিওনা ক্ষমা।

প্রভাব।— এ রাজ্যের হিতকাঙ্ক্ষী সৈন্যগণ যারা,
বিন্দু মাত্র রাজভক্তি যাদের হৃদয়ে,
এখনো বলিছি আমি ক্ষমিব তাদেরে
নত হ'য়ে অস্ত্র এবে রাখুক তাহারা।
আয় পাপি! কত বল ধরে তোর অসি।

(অধিকাংশ সৈন্যের অস্ত্রত্যাগ, কতিপয় সৈন্যসহ সেনাপতির আত্মরক্ষা করিতে করিতে পলায়ন ও বন্দীকৃত হইয়া পুনরাগমন।)

পুরোহিত।—বাপ্‌রে! বেটা যেন হাতী দেখেছিল, এখন হয়েছেত ? পাপের শাস্তি অবশ্যই আছে।

প্রভাব।— কুলদেব! আর কি পাবনা রূপেনেরে ?
আহা! ননীর পুতুল, অনুগত মোর।
(চিতার নিকট গিয়া) আয় ভাই! বন্দী সেনাপতি,
এখনো হয়নি দণ্ড পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর।
তুই গেলে কে করিবে রক্ষা নৃপতিরে;
প্রান্তের যুদ্ধেতে তোরে লই নাই সাতে
তাই বুঝি হয়েছেরে অভিমান তোর ?

লুকাইয়ে আছ বুঝি কোথা ?
দেখা দেরে একবার মোরে,
সঙ্গে সঙ্গে রাখিব রে তোরে।
আয় ভাই ত্বরা ক'রে,
দিয়ে যারে দণ্ড তোর পাপিনী মাতার,
তুই না দণ্ডিলে তারে কে আর দণ্ডিবে।
উঃ।—হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায়,
এ আক্ষেপ রাখিব কোথায় ?

বিজয়।— যুবরাজ! এ'ত নহে শোকের সময়,
সসৈন্য জীবিত শত্রু রয়েছে এখনো।

জনৈক বার্ত্তাবহের প্রবেশ।

বার্ত্তাবহ।— যুবরাজ! তুমুল সংগ্রামে,
বার বার বিপক্ষের ভীম আক্রমণ
ব্যর্থ হতেছিল তব সখার বিক্রমে ;
আচম্বিতে সামন্ত প্রধান, পুত্রসহ
পড়িল শত্রুর পর প্রচণ্ড বেগেতে ;
পলায়িত মন্ত্রী সৈন্য ছত্র ভঙ্গ হ'য়ে।

প্রভাব।— রাজপুত্র! এস তুমি রণেন্দ্রের সহ
দে'খ যেন না পালায় ধূর্ত্ত সেনাপতি।
করিগে সাহায্য আমি সামন্ত প্রবরে।

অগ্রে প্রভাব পরে সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য উপত্যকা, মন্ত্রীর শিবির।]

মন্ত্রী।

মন্ত্রী।— কে বলে উন্মাদ? ভুল বুঝেছিনু আমি;
মুষ্টিমেয় সৈন্য লয়ে কি প্রচণ্ড বেগে
বাধা দিল মোরে? যদি উপেক্ষা না করে,
নাশিতাম তারে আমি, অন্য ফল হ'ত।
সেনাপতি বন্দী হ'ল! ফুরাইল সব
আশা! কি হবে উপায়?—অবসন্ন হৃদি,
চারিদিক অন্ধকারময়!—ওকি হেরি?
কার ছায়া! অসি করে কে যুবক ওই?—
চিনেছি, চিনেছি তোমা; বিনা দোষে আমি
বধেছি তোমায়,—তাই কাটিতে এসেছ?
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর কেটনা আমায়?
কে তুমি মানব মূর্ত্তি যজ্ঞসূত্র গলে?
ঊর্দ্ধ মুখ, বিস্ফারিত নেত্রদ্বয় হ'তে
বাহিরিছে তেজ যেন—বুঝেছি বুঝেছি,
অপমান প্রতিশোধ লইতে এসেছ?
দয়া কর, দয়া কর, ভস্ম করিও না।
আবার তোমরা, দগ্ধ জীর্ণ বস্ত্রপরা!
ভস্ম চিহ্ন, ফোস্কা গাত্র, ওহো! ভয় করে!
জলন্ত কাষ্ঠের খণ্ড ছুড়িতেছ মোরে?
গৃহ দগ্ধ সর্ব্বস্বান্ত করেছে বলিয়া?
বলেছিত, সব ক্ষতি পূরে দিব, তাও
মানিলে না? ওহো! রক্ষা কর, রক্ষা কর!
তপ্ত স্রোত বহিতেছে—একি?—অগ্নিময়ী

রমণী মূরতি! বাহু প্রসারিয়া ওই
ধেয়ে আসে মোর পানে! ওহো! তুমি ওকি
নাশিবে আমায়? ভুলে গেলে সে সকল?
প্রতিদান এই তার? হায়! কোথাযাব?
কোথা যাব তবে।

দূতের প্রবেশ।

কে, ও?—

দূত।— প্রভো—দাস তব আমি—

মন্ত্রী।— কতক্ষণ হেথা তুমি?
দেখেছ কি ভীষণ মূরতি?
শুনেছ কি চিৎকার আমার?

দূত।- প্রভু! দেখি নাই, শুনি নাই কিছু।

মন্ত্রী তবে কি এ উত্তপ্ত মনের ভ্রান্তি?
না, না, অবশ্য শুনেছ।
একি?—শব্দ! যুদ্ধ?—কোথা সৈন্যগণ মম?

দূত।— সৈন্যগণ একত্র হয়েছে প্রভু!
প্রাণপণে যুঝিতেছে সবে।

মন্ত্রী।— চল তবে ভীষণ সমরানল জ্বালি
তাপ দগ্ধ জীবনের পূর্ণাহুতি দেই।

বেগে প্রস্থান ও বীরবলের সহিত যুদ্ধ করিতে
করিতে প্রবেশ ও ধৃত হওন।

বীরবল।— মিটিয়াছে রাজ্যের লালসা?
কি সাহসে করেছিলি ঘাতক প্রেরণ
যুবরাজে বধিতে গোপনে?

কোথা যাবে পলাইয়া পাপি, দুরাত্মন্ !
কোন দোষে বধেছিলি দাদারে আমার ?
না করিব ক্ষমা তোরে আর।

(অসি উত্তোলন ও পশ্চাৎ হইতে প্রবোধ, প্রভাব ও সুবলের প্রবেশ।)

প্রভাব।— ক্ষান্ত হও সামন্ত তনয়,
যুদ্ধক্ষেত্রে মারিয়া মন্ত্রীরে
করিও না ঊর্দ্ধগতি আত্মারে উহার ;
হউক পাপের শাস্তি আগে দুরাত্মার।

মন্ত্রী।— যমালয় হ'তে কিহে এলে যুবরাজ !
বহু পরমায়ু তব, প্রসন্ন দেবতা,
তাই তুমি বাঁচিয়াছ প্রাণে।
বালক যে তুমি, কি বুঝিবে বল,
আমায় যন্ত্রনা দিতে নাহি শক্তি তব।

প্রবোধ।— হয়েছে সাক্ষাৎ তব যুবরাজ সনে ?
মন্ত্রীবর ! শক্তির পরীক্ষা কর এবে।

মন্ত্রী।— কে, ও ! চতুর যুবক ?
পাইয়া সখারে তোর গেছে উন্মত্ততা ?
বড় ভাগ্য, রয়েছিস্ এখনো জীবিত।

সুবল।— সাবধানে বল্ কথা ওরে দুরাচার !

মন্ত্রী।— দুই দিন আগে আমার ভয়েতে
বনে বনে ফিরিতিস্ শৃগালের মত,
আজি এ আস্পর্দ্ধা তোর কেন ?

সুবল।— বিনাশিতে মধ্যম কুমারে

কি সাহসে তুলেছিস্ বিচারের ভান ?
রাজদ্রোহী হ'তে তোরে কে বলেছে বল ?

মন্ত্রী।— স্বার্থ হেতু করেছি এ সব।
উন্নতির তরে লোক কত কি না করে ?
চেয়ে দেখ্ মূর্খ তুই ইতিহাস পানে,
দুষ্কর দুষ্ক্রিয়া যত কেবা না করেছে ?
চেয়ে দেখ ভারতের কুরুকুলপতি
স্বার্থ হেতু করে, যতু গৃহের নির্ম্মাণ,
অক্ষক্রিয়া, বিষদান পাণ্ডব বিনাশে।
চেয়ে দেখ দশানন লঙ্কার ঈশ্বর
স্বার্থ হেতু করে কত রাজ্য নাশ,
রাখে দেবগণে নিজের অধীনে।

সুবল।— আরেরে পাপিষ্ঠ তুই কি দেখাবি বল,
সেই দুর্য্যোধন সেই লঙ্কার রাবণ
স্ববংশে নিধন হ'ল গেল রাজ্য ধন।
নীতিধর্ম্ম শিরে তুই করি পদাঘাত,
অধোগতি করিয়া আত্মারে,
জীবন্ত দৃষ্টান্ত রাখি ভীষণ পাপের,
কি উন্নতি লভিবিরে বলনা পামর ?

প্রভাব।— বৃথা কেন বাক্য-ব্যয় সামন্ত প্রবর !
ল'য়ে চল পাপিষ্ঠেরে পিঞ্জরে পূরিয়া ;
গ্রামে গ্রামে পথে পথে দেখুক সকলে
রাজদ্রোহী জনের এই পরিণাম।
(বীরবলের মন্ত্রীকে বাঁধিতে উদ্যম।)

মন্ত্রী।— আসিস্‌নে হেথা ওরে অবোধ বালক!
দেখ্‌রে সামন্ত, দেখ যুবরাজ!
যন্ত্রনা জনক মৃত্যু কেমনে বিধান।
(বক্ষে ছোরার আঘাত, পতন ও মৃত্যু।)

প্রভাব।— সখে! যাহ ত্বরা, দিয়ে সমাচার নৃপে,
মন্ত্রীর কন্যারে এন রাজ অন্তঃপুরে;
এ সংবাদ যেন নাহি শুনে।

প্রবোধের প্রস্থান।

(মন্ত্রীর নিকট গিয়া) মন্ত্রীবর!—
প্রাণ বায়ু নাহি আর। ফুরায়েছে সব।

জনৈক কর্ম্মচারীর প্রবেশ।

ক-চ।— যুবরাজ! শোকেতে অস্থির মহারাজ।
উন্মাদিনী হইয়াছে রাণী।

প্রভাব।— লয়ে যাও বন্দীগণে, রেখ যথাস্থানে,
মৃতদেহ একসঙ্গে হইবে সৎকার;
এস সবে রেখে হেথা সতর্ক প্রহরী।

প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাজ অন্তঃপুরস্থ একটী কক্ষের বারেন্দা।]

প্রভাব ও ইন্দুমতী।

ইন্দুমতী।— এত বড় বিপদ গিয়েছে তব
মাথার উপর দিয়া ঝড়ের মতন,
একটুকো দেওনি জানিতে ?

প্রভাব।— সঙ্কেতে সখারে সব লিখেছিনু আমি।

ইন্দুমতী।— তিনিত কিছুই মোরে বলেন নি এত ?
তাঁরে শুধু চিন্তাশীল দেখিতাম মোরা ;
কি যে করিতেন তিনি কি যে ভাবিতেন,
কেহ কিছু বুঝিত না তার।

প্রভাব।— বুদ্ধিমান সখা মোর
দিয়েছিল জানিতে তোমায়
যে টুকু সে ভেবেছিল উচিত জানিতে।
সেইত জানায় মোরে আসন্ন বিপদ ;
রাজপুরী রক্ষা তার প্রধান কর্ত্তব্য,
অতি সাবধানে মৃত্যুরে না ডরি,
সাধিয়াছে সে কর্ত্তব্য প্রাণপণে সখা।

ইন্দুমতী।— কার্য্য তাঁর দেবতার মত।
ঈশ্বরকে দেহ ধন্যবাদ,
নিঃস্বার্থ হিতৈষী সখা পেয়েছ অমন।

প্রভাব।— সখা যদি না থাকিত হেথা,
জীবিত কি পাইতাম কভু তোমাদেক ?
উদ্ধারের উপায় না দেখে
আত্মহত্যা করিতে নিশ্চয়।

ইন্দুমতী।— সঙ্গে গেলে, সেবা শুশ্রূষায়
যন্ত্রণার বেগ কত দিতাম কমা'য়ে
দূরে থেকে চিন্তার সঙ্গিণী হবে দাসী,
তাও তুমি দেওনা হইতে ?

প্রভাব :— সে চিন্তার ভার নারিতে সহিতে সতি !
ভাঙ্গিয়া পড়িত ওই কোমল হৃদয়।

ইন্দুমতী .— আপনার কেহ ছিল না ক কাছে ;
কে করেছে শুশ্রূষা তখন !

প্রভাব।— প্রধান সামন্ত এক বাঁচায় আমায়।
পত্নী তার মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন ;
স্নেহ দয়া কতই তাঁহার !
জননীর মত তিনি করেন শুশ্রূষা।
তনয় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত
আজ্ঞাকারী ছিল মোর সদা ;—
মনে হ'ত বাল্যকাল পাইনু ফিরিয়া।
কোন কষ্ট হয়নি আমার।
রাজ্যের বিপদ যবে ব্যথা দিত মনে,
যুড়া'তাম বিজন কানন শোভা হেরি।
গিরিকুঞ্জে লতাকুঞ্জ, সবুজ প্রাঙ্গন,
ঝরণা বহিছে প্রায় পরিখার মত,

উচ্চ তরুরাজি সতত প্রহরী।
মৃগ শিশু চরে সেথা করভ করভী,
কেকা রবে মোহে প্রাণ ময়ূর ময়ূরী ;
নাচে ফুল কুল সদা সমীরণ ভরে।
তুমি যদি থাকিতে সেথায়,
আসিবারে চাহিতে না আর।
এমনি সুন্দর স্থান, আপনি প্রকৃতি
গড়িয়াছে মনোমত করি তাহা
আপন আবাস তরে যেন।

ইন্দুমতী।— সেই ভীষণ স্বপনে, এমনি প্রদেশ,
এমনি সুন্দর স্থান দেখেছিনু আমি।

(বিপ্রদাসের প্রবেশ।)

প্রভাব।— তুমি না কি থাকিতে চাহনা হেথা,
কিবা ত্রুটি দেখিলে মোদের ?
বিপ্রদাস! হৃদয়ের ভালবাসা তোমা
রাখিতে কি পারে না হেথায় ?

বিপ্রদাস।—যুবরাজ! ইচ্ছা মম
মহারাজ সনে যাই তীর্থ পর্য্যটনে।

প্রভাব।— আমি দিব করে তব যাবার উদ্যোগ,
সুস্থ হ'ক সুররমা আগে।

বিপ্রদাসের প্রস্থান।

ইন্দুমতী।— বলেছি দেবরে নাথ বুঝাইয়ে সব,

প্রভাব।— পারিলে কি বুঝিবারে কিছু ?

ইন্দুমতী।— রূপেন্দ্রের মৃত্যু ও রাণীর ব্যবহার

শুধু তারে করেছে এরূপ।
প্রতিকুল হবে না মোদের।

প্রভাব।— চল প্রিয়ে দেখিগে সুররে।

ইন্দুমতী।— নাথ!—ইচ্ছা মম সামন্ত পত্নীরে
বিবিধ সৎকারে আমি তুষি সমাদরে।

প্রভাব।—যবে ইচ্ছা, পূরাইবে সাধ তব।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাজ অন্তঃপুরের একটী কক্ষ]

উষা ও সুররমা।

সুররমা।— হা পিতঃ! কোথায় গেলে ছাড়িয়া আমায়?
তোমা বিনা কেহ নাই এ সংসারে মোর;
লয়ে যাও দুখিণী সন্তানে তব,
হবেনা অবাধ্য আর;
তখনি বলেছি পিতঃ!
ত্যজ অভিসন্ধি তুমি যেওনা অন্যায়ে,
কিন্তু তুমি শুনিলে না বালিকা বলিয়া?

(রণেন্দ্রের প্রবেশ।)

রণেন্দ্র।— (দূর হইতে) স্বভাব সুন্দরী সুররমা ওই;
না ভুলিতে ভ্রাতৃ শোক তার,
পিতৃ শোকে হয়েছে আকুল।
আহা! সদা হাসি মুখ বিষাদে ঢাকিছে,

শিশির নিসিক্ত কমলিনী যথা;
কম কলেবর শুকা'য়েছে তার
তাপ দগ্ধা লতার মতন।
স্বর্ণ জিনি কান্তি হায়!
প্রভাত চন্দ্রমা যেন হয়েছে মলিন।
আমি যদি এবে না তুষি তাহারে,
পরাণে মরিবে বালা,
উষা ও তাহার দুঃখে কাঁদিবে সতত।
যাই আমি, আসি আগে,
অভিষেক আয়োজন দে'খে।

প্রস্থান।

সুররমা।— তবু তোমা বাঁচাতেম আমি
রাজার চরণে পড়ি;
হায়! হায়! আত্মহত্যা কি হেতু করিলে?
ভাবিলে না কি হবে আমার দশা?
কোথা যাব, কার কাছে দাঁড়াব এখন?

উষা।— (স্বগত) হায়! আমি যদি মরিতাম আগে,
তা হ'লেত এত দুঃখ হ'ত না সখীর;
বাঁচিয়া থাকিত তার দাদা।
আমি সব অনর্থের মূল!
(প্রকাশ্যে) ত্যজ শোক প্রাণ সখি! কাঁদিওনা আর,
বড় ব্যথা পাই তোমা কাঁদিতে দেখিলে।

সুররমা।— আমা হ'তে অভাগিনী কে আছে ধরায়,
আমি না কাঁদিলে সখি! কে কাঁদিবে আর?

এক মাত্র পিতা ছিল মোর,
সেও তেয়াগিল মোরে সংসার পাথারে ?
কাহাকে আশ্রয় করি ভাসিব লো আর ?
উদাস মানস সখি ! দাদার তোমার,
ভুলিবারে চেয়েছে আমায় ;
কার আশা পানে আর রবে এ জীবন ?

ঊষা।— বৌ দিদি বলেছে দাদারে,
দিদি ও বলেছে তারে বুঝাইয়ে কত ;
নাই আর বিরাগ তাহার,
সমাদরে তুষিবে তোমায় হৃদে।
এ ক'দিন হইত মিলন,
কিন্তু তোমা শোকাকুলা দে'খে,
শুভকার্য্যে বিলম্ব ঘটিছে ;
তবু কয় দিন থেকে হতেছে উৎসব।

(ইন্দুমতীর প্রবেশ।)

ইন্দুমতী।— উঠ দিদি ! মুছ অশ্রুজল
কেঁদে কেঁদে হইলে যে সারা।

(নেপথ্যে সুশীলা) বৌ দিদি ! পুরুত ঠাকুর মশায় তোমায় যেতে বলছেন। সমস্ত যোগাড় হ'য়েছে, তুমি এস, বৌ দিদি ! আমি সুরকে নিয়ে আসছি।

ইন্দুমতীর প্রস্থান।

সুররমা।— যাও সখি ! দেখগে উৎসব।

ঊষা।— তুমি না গেলেত আমি যাব নাক সখি !

সুররমা।— একেলা থাকিব কিছুক্ষণ।

উর্ষা।— আরো যে অস্থির হবে একেলা থাকিলে।
ওকি?—আবার কাঁদিছ?

সুররমা।— না না, সখি! কাঁদিনিক আর।

(সুশীলার প্রবেশ।)

সুশীলা।—(স্বগত) হায়! কি দুঃখ! কেমন ক'রে সহ্য করবে! উপরি উপরি দুটি শোকে সোণার কমল একেবারে ম্লান হ'য়ে গেছে। আহা! প্রাণাধিক রূপেনের শোকে কয়দিন আমার হৃদয় এতদূর আকুল হ'য়েছিল যে তখন বোধ হ'ল আমি আর বাঁচ্‌ব না—এ যে তার চেয়ে কত বেশী! সুরর দিক আর তাকান যাচ্চে না, কি ব'লে তাকে প্রবোধ দেই? ভাব্‌লে আমরাই চ'খের জল রাখ্‌তে পারি না। রণেনের সঙ্গে বিয়েটা হ'লে অনেক সুস্থ হ'বে। (প্রকাশ্যে) আর কেঁদনা দিদি! কেঁদনা, বড় দুঃখ তোমার তা বুঝি; তোমার দুঃখে আমাদেরই বুক ফেটে যায়, কিন্তু তা বলেত আর উপায় নাই। কাঁদলেত আর তাঁদেক ফিরে পাবে না। এস দিদি! আমরা তোমার তাঁদের স্থানে হব, এস আমার সাথে এস।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—রাণীর কক্ষের দরদালান।]

বাতি হস্তে রাণীর দাসী, সুশীলা ও শ্যামার মার প্রবেশ।

দাসী।—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এত পাপ কি ধর্ম্মে সয়?

আমরা চেপে রাখলে কি হয়? রাণী নিজেই প্রকাশ ক'রে ফেলেন। এখন রাণীর মরণই মঙ্গল। নিজেও যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হন, রাজাও কলঙ্ক হ'তে রক্ষা পান, আর আমরাও বাঁচি।

সুশীলা।—আহা! অমন কথা বল্‌তে নেই, উনি পাগল হ'য়েছেন বৈত নয় ভাল রকম তেল ওষুধ দিলেই সেরে উঠ্‌বেন।

শ্যামার মা।—হুঁ! একি সারবার ব্যম, কেবল সুরু? আরো কত কষ্ট পাবে, আমাদেক আরো কত জ্বালা'বে, তবে ত? ভাল থাক্‌তে ও জ্বালা'নের বাঁকী রাখে নাই।

দাসী।—দেখ্‌ছত তোমরা রাণী মা নিত্যি নিত্যি ঘোমের ঘোরে বার বার উঠে আসেন, আপনা আপনি কত কি বলে, কার সাতে যেন কথা কয়—ঠিক যেন তাকে ভূতে পেয়েছে,—দেখতে ভয় হয়।

সুশীলা।—না না, ভূতে পায়নি, এ সব পাগলের লক্ষণ, তোমরা খুব নিথামান কর, শীঘ্রই ভাল হ'য়ে উঠ্‌বেন।

শ্যামার মা।—তোমার যেন দেবতার শরীর, দিন রাত নিথামান কর্‌লেও কষ্ট হয় না। সকলেরইত মানষের শরীর! কার প্রাণে কত সয়?

সুশীলা।—ব্যম হ'লে লোকে কত কি বলে, তাতে কি মনে কিছু কর্‌তে হয়? এখন কাকী মা একটুক ঘুমচ্ছে, চল শ্যামার মা আমরা যাই।

সুশীলা ও শ্যামার মার প্রস্থান।

দাসী।—ঘুমন আবার! ঘুম হ'লেত ব্যমই সারে; এই উঠে এল ব'লে। কিন্তু, কেউ ডাক্‌লে উত্তর করে না, ঠিক যেন

অজ্ঞানের মতন। তবে কি স্বপন দেখে উঠে আসে? এমন ত দেখিনি। কবরেজ মশায় আসছেন ওই তাঁকে জিজ্ঞাসা করব কিসে এমন হয়?

(কবিরাজ ও লণ্ঠন-হস্ত লছমনের প্রবেশ।)

কবিরাজ।— রাণী মা কেমন এখন?

দাসী।—কিছুইত কমেনি,—ওই দেখুন ঘুম থেকে উঠে আস্‌ছেন।

(বাটী কচলাইতে কচলাইতে রাণীর প্রবেশ ও বাতি হস্তে দাসীর রাণীর পার্শ্বে গমন। ও রাণীর বাটী রাখিয়া হস্ত আঘ্রাণ।)

কবিরাজ।—দেখ, দেখ বাটী রেখে হস্ত আঘ্রাণ কচ্চেন। আচ্ছা, কদ্দিন থেকে এরূপ হয়েছেন।

দাসী।—ছোট কুমারের বিষ খেয়ে মরার পর থেকেই।

কবিরাজ।—অঁ্যা!—বিষ খেয়ে মরা?

দাসী।—হাঁ, সেই থেকেই এমনি হয়েছেন।

রাণী।—বিষের কি তীব্র গন্ধ! এখনো যায়নি?—

(মাথায় হাত মোছা)

দাসী।—ওই দেখুন মাথায় হাত মুচ্চেন।

রাণী।—উঃ—এখনো জ্বলে! (হস্ত আঘ্রাণ) কি দুর্গন্ধ!—স্ত্রী হয়ে—না, মন্ত্রী না—এখনো গেলনা?—মাথার সুগন্ধ তেলেও গেলনা।—যুবরাজ কি বেঁচে? কি মধুর!—গেল জ্বলে উঃ—(হস্ত প্রক্ষালন)।

কবিরাজ।—ওই বুঝি হস্ত প্রক্ষালন কচ্চেন। আহা! অত্যন্ত যন্ত্রণা বোধ কচ্চেন। আচ্ছা, মহারাজকে দেখে কি রকম করেন?

—ঘুমের ঘোরে কা'কেত দেখ্‌তে পান না। ওঁর ঐরকম ভাব দেখে মহারাজ অবাক্, সতর্ক প্রহরী রেখে চলে যান।

কবিরাজ।—জাগ্রত অবস্থায় কি রকম কি করেন?

দাসী।—জেগে থাকার সময় এক একবার ভয়ানক চিৎকার ক'রে ওঠেন—এ মার্‌তে এল ও ধর্‌তে এল ব'লে মহারাজের নিকট ছুটে ছুটে যান; ওই শুনুন আবার কি বল্‌ছেন।

কবিরাজ।—অবশ্য শুন্‌ব, বিশেষ মনোযোগের সহিত শুন্‌ব। আমার ঔষধ নির্ব্বাচনে সহায়তা কর্‌বে।

রাণী।—দূর দূর বুড়ী, ভুল কি বকছিস—রূপেন কেন বিষ—উঃ বিষের কি বিষম জ্বালা!—ঠিক, মন্ত্রী তাই হবে—জ্বলে গেল উঃ—পৃথিবীর সমস্ত সুগন্ধ দ্রব্যেও কি এ তীব্র দুর্গন্ধ যাবে না?—যাও, মন্ত্রী যাও কুমার আস্‌বে—(হস্ত আঘ্রাণ) বিষম দুর্গন্ধ!—(হস্ত প্রক্ষালন)।

কবিরাজ।—আহা! কি ভয়ানক যন্ত্রণা! মন যেন ভীষণ অনুতাপে দগ্ধ হচ্চে। হিতাহিত জ্ঞান এককালে লুপ্তপ্রায়। গুপ্ত কথা সব ব্যক্ত হয়ে পড়্‌ছে।

রাণী।—এখনো আছে? এখনো জ্বলে?—উঃ কিসে যাবে? উঃ—মন্দাকিনীর অমৃত ধারায় কি এ জ্বালা জুড়ায়? স্বর্গের পারিজাত ফুলের সুগন্ধে কি এ দুর্গন্ধ যায়!—স্বর্গ!—হা! হা!—কোথায় স্বর্গ?—নরক, নরক!—উঃ জ্বলে গেল,—নরক, নরক!

প্রস্থান।

কবিরাজ।—বুঝলেম্ এ ব্যাধি আরোগ্য করা আমার সাধ্য নয়, এবং সমস্ত বৈদ্য শাস্ত্রের ও সাধ্যাতীত। দয়া, ভগবানের

দয়া আবশ্যক। যাও, তুমি রাণীর কাছে যাও।

দাসী।—এমন ব্যম কিসে হ'ল যে সারে না?

প্রস্থান।

কবিরাজ।—কিসে হ'ল তুমি বিলক্ষণ জান, তুমি নিশ্চয়ই রাণীর পাপ কার্য্যের একজন সাহায্য কারিণী ছিলে।

লছমন।—কবরেজ মশায় ঠিক বুঝেছেন, বেশী পাপ না হ'লে কি এ ব্যম হয়? সোনার রাজ সংসারটা একেবারে ছার-খার করতে বস্‌ছিলেন। এখন দেবতাদের দয়া ভিন্ন আর গতি নাই।

উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—বিচার সভা]

দুই জন ভৃত্যের আসনাদি স্থাপন।

১ম ভৃত্য।—রাজধানীতে আর আনন্দ ধর্‌ছে না, কত রকম তামাসা, নাচ গাওনা, কত রকম খেলা আজ কয় দিন থেকে চল্‌ছে, এক দণ্ডও বিশ্রাম নেই। আর কেবল দেও দেও, নেও নেও এই রবই শুনা যাচ্চে।

২য় ভৃত্য।—না হবে কেন? যুবরাজের রাজ্যাভিষেক হ'য়ে গেল, তাতেই কত ধুম, তার পর আবার দুই বিয়ে, এক সঙ্গে; অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যাপারের গড়া চল্‌বে।

১ম ভৃত্য।—এ রকম আমোদ আর এ রাজ্যে হয়নি, ইচ্ছা করে চিরটা দিনই এমনি ধারা আমোদে ডুবে থাকি।

২য় ভৃত্য।—কিন্তু ভাই! অনেক দিন আমোদে থাক্‌লে শেষে আমোদে আর আমোদ দেয় না।

১ম ভৃত্য।—আমার ত ভাই আর ছমাসের খাবার ভাবনা ভাব্‌তে হবে না।

২য় ভৃত্য।—আমার এক বছরের। দেখ ভাই! এই ব্যাপারে কত জন লাল হ'য়ে যাবে; অন্ধ খঞ্জের ত আর কারো দ্বারে যেতে হবে না।

১ম ভৃত্য।—এইত হয়েছে, চল্‌ ভাই এখন যাই।

২য় ভৃত্য।—আরে অনেক দিনের সাধ বিচার আসনে ব'সে একবার দেখি যে মেজাজটা কিরকম হয় তা ভয় করে পাছে আবার মেজাজ চড়া হবে আর চলনটা আমিরী গোছের হয়ে যাবে।

১ম ভৃত্য।—ঠিক বল্‌ছিস্‌ ভাই! ঐ আসনটার যেন কেমন একটা গুণ আছে, বস্‌লেই হাকিমী ধরণটা এসে পড়ে, আর বুদ্ধি না থাকলেও যেন বুদ্ধিটা গজা'য়ে ওঠে। আমি একবার বসি, তুই দেখিস্‌, যেন হাকিম হ'য়ে না পড়ি।

২য় ভৃত্য।—আমাকে ভাই তুই একটুক ধ'রে রাখিস্‌, আমার মেজাজ যেন বিগড়ে না যায়—(ধরাধরি করিয়া বসিবার উপক্রম)—ওই যা, আর হ'ল না, কর্ম্মচারী মশায়রা আবার এসে প'ল।

(প্রস্থান ও দুই জন কর্ম্মচারীর প্রবেশ।)

১ম কর্ম্মচারী।—এ উৎসবের দিন বন্দীদের বিচারটা না হ'লেই হ'ত, বেশ আমোদ দেখে বেড়ান যেত।

২য় কর্ম্মচারী।—মহারাজ পামীর পতি এই রাজ্যাভিষেকে

এসেছেন তাঁর উপর বিচারের ভার, তিনি শীঘ্রই নিজ রাজ্যে যাবেন ব'লে আজকেই বিচার হবে। আর আমাদের মহারাজও যে এই বিয়ের পরই তীর্থ পর্য্যটনে যাবেন।

১ম কর্ম্মচারী।—অনেক গুলো বন্দী সৈন্যকে মুক্তি দেওয়া হ'ল কেন?

১ম কর্ম্মচারী।—যাদের সামান্য অপরাধ ছিল, এই আন উৎসবের জন্য তাদেক মুক্ত করা হয়েছে।

১ম কর্ম্মচারী।—মন্ত্রীর পদে নাকি যুবরাজ সখা নিযুক্ত হলেন। বয়স কিন্তু অল্প।

২য় কর্ম্মচারী।—বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্য দক্ষতা থাক্‌লে, অল্প বয়স ব'লে কিছু আসে যায় না।

১ম কর্ম্মচারী।—বীরবলকে সেনাপতি পদ দিলে বেশ হ'ত। সে খুব যোদ্ধা ও বুদ্ধিমান।

২য় কর্ম্মচারী।—সেনাপতির ত বিচার হয়নি; বিচারে কি দণ্ড হয় দে'খে সেনাপতি নিযুক্ত হবে।

(নেপথ্যে তুর্য্যধ্বনি।)

মহারাজ আসছেন, এক পার্শ্বে সরে থাকি।

(অমরসিংহ, বিক্রমসিংহ, প্রভাব, প্রবোধ, সুবল বীরবল ও কতিপয় সামন্ত ও সম্ভ্রান্ত সভ্যগণের প্রবেশ।)

অমর।— সামন্ত সম্ভ্রান্ত সভ্যগণ!
জ্যেষ্ঠ রাজ কুমারের আমি
পিতৃরাজ্যে অভিষেক করিয়াছি তার;
ভরসা সকলে তার হইবে সহায়।

সুবল।— বাঁধা আছি চিরদিন রাজভক্তি ডোরে,

প্রাণপণে পালিব আদেশ যেবা হয়।

সভ্যগণ।— মহারাজ! সর্ব্বগুণান্বিত যুবরাজ,
বাঁধিবে সে নিজ গুণে সবে।

অমর।— ল'য়ে এস বন্দীগণে।
সুবিচারী ন্যায়পর পামীর ভূপতি,
দয়ালু অপক্ষপাত সদা,
করিবেন বিচার তাদের।

প্রবোধ।— লয়ে এস ঘাতকেরে আগে।

(প্রহরী সহ শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘাতকের প্রবেশ।)

ঘাতক।—দোহাই হুজুর মুইএরে দোষ নাই, মন্ত্রী মশাই মুইগরে বল্যাছিল, রক্ষা কর হুজুর!

অমর।—মন্ত্রী কি বলেছিল?

ঘাতক।—আজ্ঞে যুবরাজকে মারতি বল্যাছিল।

বিক্রম।—তোর সঙ্গে আর কে ছিল

ঘাতক।—হুজুর, আর একজন ছিল, সে আগেই পলায়্যা মন্ত্রীর কাছে বক্‌সিস নিতি গিয়াছিল।

জনৈক সভ্য।—মন্ত্রী তাকে শিরশ্ছেদ পুরস্কার দিয়েছিল শুনেছি।

বিক্রম।— সভ্যগণ! কি দণ্ড হইবে ইহার?

সভ্যগণ।— প্রাণ দণ্ড বিধান উচিত।

বিক্রম।— উচিত তাহাই, কিন্তু এই
উৎসবের উপলক্ষে,
প্রাণ দণ্ড রহিত হইয়া
চির নির্ব্বাসন দণ্ড হইল বিহিত।

(প্রহরী সহ ঘাতকের প্রস্থান ও কএক জন

বন্দী সেনানীর প্রবেশ।)

বন্দীসেনানী।—মহারাজ! নহি দোষী মোরা,
সেনাপতি ইঙ্গিতে চালিত।

বিক্রম।— কর্ম্মচ্যুত হইবে তোমরা,
পঞ্চবর্ষ কারাবাস কঠোর শ্রমেতে।

(বন্দী সেনানীর প্রস্থান ও কএক জন
বন্দী সৈন্যের প্রবেশ।)

বন্দী সৈন্য।—মহারাজ! আমরা নির্দ্দোষী, আগে আমরা কিছুই জান্‌তেম না।

বিক্রম।— কেন ছিলে রাজদ্রোহীগণের সহিত?
কেন বা হলেনা নত জানিলে যথন?

২য় বন্দী সৈন্য।—ধর্ম্মাবতার! আমরা সঙ্গে ছিলাম মাত্র।

বিক্রম।— বৎসরেক কারাবাস পরিশ্রম সহ
তিন বর্ষ রাজকার্য্যে বঞ্চিত থাকিবে।

(বন্দী সৈন্যগণের প্রস্থান ও শৃঙ্খলাবদ্ধ
সেনাপতির প্রবেশ।)

বিক্রম।— সেনাপতি! গুরুতর অপরাধী তুমি,
থাকে যদি কোন হেতু বাঁচিবার তব,
কহ সব সভ্যগণ কাছে।

সেনাপতি।—মহারাজ! মন্ত্রীর কথায় শুধু
হইয়াছি অপরাধী এবে।
বাঁচিবার নাহি হেতু বিনা তব দয়া।

বিক্রম।— প্রাণ দণ্ড উচিত তোমার।

সেনাপতি।—মহারাজ! আনন্দের দিনে

কত পাপী মুক্ত হবে তব দয়াগুণে।
আমি শুধু পাইবনা দয়া ?

বিক্রম।— ভাল, প্রাণদণ্ড রহিত হইল,
সমস্ত সম্পত্তি রাজ্যে বাজাপ্ত হইবে,
চির নির্ব্বাসন দণ্ড হইল বিহিত

সেনাপতি।—এর চেয়ে মৃত্যু ছিল ভাল—

(সেনাপতিকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান
ও দুই জন সামন্তের প্রবেশ।)

সামন্তদ্বয়।—মন্ত্রীর পীড়নে শুধু মহারাজ !
হয়েছিনু বাধ্য মোরা রাজদ্রোহী হ'তে,
কিন্তু মোরা করি নাই রাজ্যের অন্যায়

বিক্রম।— অর্দ্ধেক সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হইবে।
উপস্থিত হবে নিত্য বিচার সভায়
যাবৎ না জানা যাবে রাজভক্ত ব'লে।

সামন্ত দ্বয়ের প্রস্থান।

যে যে সৈন্য ছিল এই রাজ্যের সাপক্ষ
পাইবে উন্নত পদ ক্রম অনুসারে ;
সামন্ত বর্গের মাঝে রাজভক্ত যারা,
রাজ কার্য্যে উচ্চপদ পাবে।
পুরস্কার সম্মান পাবে সর্ব্বজন।

সভ্যগণ।— মহারাজ ! সকলেই তুষ্ট সুবিচারে।

অমর।— সামন্ত প্রবর ! তব গুণে শুধু
পাইয়াছি জ্যেষ্ঠ রাজ কুমারেরে আমি ;
রক্ষা পাইয়াছি রাজপুরী।

ইচ্ছা মম রাজ কার্য্যে এক,
উচ্চ পদ করিয়া গ্রহণ
সাহায্য করিতে থাক যুবরাজে তব।

সুবল।— রাজাদেশ কেমনে বা প্রত্যাখান করি।
মহারাজ! বৃদ্ধ আমি নাহি শক্তি মম
গুরুতর কার্য্যভার করিতে গ্রহণ।
তবে যদি অনুগ্রহ হ'য়ে থাকে তব,
পুত্রে মম দিতে পারি রাজ্যের মঙ্গলে।

সভ্যগণ।— মহারাজ! রণদক্ষ সামন্ত তনয়,
সেনাপতি পদ তারে করুণ প্রদান;
পিতা পুত্রে সাধিবে মঙ্গল।

অমর।— বীরবল! বরিণু তোমায়
রাজ্যের প্রধান সেনাপতি পদে।
ইচ্ছা করি কার্য্যে তব সুযশ হইবে।

বীরবল।— রাজাদেশ শিরোধার্য্য মম।

বিক্রম।— নব মন্ত্রী, নব সেনাপতি!
নবীন বয়স তোমাদের;
রাজ কার্য্য গুরুতর অতি,
লক্ষ্য ধর্ম্মে সদা গতি কর্ত্তব্যের দিকে
থাকে যেন তোমা সবাকার।

অমর।— বৎস প্রভাব!
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ রাজ পদে অবস্থিত তুমি,
হয় নাক মনে যেন অভিমান তব,
দাস তুমি সকলের কর্ত্তব্য অধীন।

জানিও, ঈশ্বর-দত্ত এই রাজ পদ
রক্ষিবারে তরে সদা দুর্ব্বল জনেরে।
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি সদা,
কর্ত্তব্য কার্য্যেতে ব্রতী থেকো সাবধানে।

প্রভাব।— এ বিশাল রাজ্য মহারাজ!
কেমনে পারিব আমি একাকী শাসিতে।

বিক্রম।— সহায় হইবে তব কুমার রণেন।
ভঙ্গ হ'ক সভা এবে,

অমর।— চল যাই সভ্যগণ উৎসব উল্লাসে।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

[দৃশ্য—বিবাহ প্রাঙ্গন]

পুরোহিত ও লছমন।

লছমন।—যুবরাজের রাজ্যাভিষেকে সকলেই খুসী হয়েছে।

পুরো।—আজ আরো বেশী খুসী হবে; দুঃখের পর সুখ বড়ই মধুর।

(অমরসিংহ, বিক্রমসিংহ, রণেন্দ্র, বিজয়, প্রভৃতির প্রবেশ।)

পুরোহিত।—মহারাজ! শুভলগ্ন উপস্থিত এবে,
শুভ কার্য্যে বিলম্বে কি ফল?

(সখী সহ ঊষা ও সুররমার প্রবেশ।)

অমর।— এস সুররমে! কেন মা! বিষণ্ণ আজ?
হ'লেও পিতার তব শত অপরাধ,

ক্ষমিতেন দয়াবান পামীর ভূপতি ;
কিন্তু মন্ত্রী অপমান ভয়ে
ত্যজিয়াছে প্রাণ তার বীরের মতন।
এস মা, এস মা! রাজলক্ষ্মী তুমি,
প্রাণাধিক রণেন্দ্রেরে দিলাম তোমায়,
ইহাকে লইয়ে বৎসে! ভুলে যাও শোক।

(উভয়ের কর সম্মিলন।)

পুত্রাধিক স্নেহের বিজয়!
আজ মম বাসনা সফল ;
এক মাত্র তনয়ারে মোর
তব করে করি সম্প্রদান।

(উভয়ের কর সম্মিলন।)

শিশু কালে মাতৃ হারা উষা,
স্নেহের পুতলী মোর, করিও আদর।

নেপথ্যে রাণী।—ঐ—ঐ এল—মহারাজ! রক্ষা কর রক্ষা কর—ঐ যুবরাজ কাট্‌তে এল—কে দিয়েছে লিপি? আমি—ছি ছি—কেটনা—কেটনা—

নেপথ্যে শ্যামার মা।—ছোট রাণীকে ধরে রাখ ধরে রাখ—

রাজা।— মহিষী যে একেবারে জ্ঞান শূন্যা!
কেবা আছ! লয়ে যাও হেথা হ'তে।

(রাণী ও শ্যামার মার দ্বার পর্য্যন্ত প্রবেশ।)

রাণী।—রণেন মরণি?—উঃ যাই যাই—বিষ?—না—ঐ মহারাজ! রক্ষা কর—মেরনা—মেরনা—যাই!

রাজা।— লছমন! ল'য়ে যাও হেথা হ'তে,

আনন্দ উৎসবে কেন বাধা দেয় ?

শ্যামার মা।—চিরটা দিন কেবল কাহিল টান্‌তে টান্‌তেই গেল। ভাবলেম এই আনন্দের দিনে একটু আমোদ আহ্লাদ করে বেড়াব, শরীরটা কিছু জুড়াবে; তা আবার ছোট রাণী ক্ষেপে উঠল। (রাণীকে ধরিয়া লইয়া) কপালে সুখ না থাক্‌লে কি আর সুখ হয়?

লছমন, শ্যামার মা ও রাণীর প্রস্থান।

পুরো।— কত দিন পর আজ
আনন্দে হাসিল রাজপুরী;
দ্বিগুণ আনন্দে রাজ্য করিছে উৎসব।

বিক্রম।— বৎসে উষে, বৎসে সুররমে!
নূতন সংসারে এবে করিছ প্রবেশ;
সচ্চরিত্রে বশীভূত করিও সবায়,
গুরুজনে কায় মনে সেবিবে যতনে।
"পতির মঙ্গল চিন্তা করিও সতত";
পতি ধ্যান পতি জ্ঞান সতী রমণীর,
পতি মাত্র পরম দেবতা।

সুবল।— মধ্যম কুমার!
আহা! অভাগিনী সুররমা,
নাই তার পিতৃ কুলে কেহ;
তুষিও যতনে তারে করিও আদর,
পূরাও প্রার্থনা যেবা হয়।

পুরো।— মহারাজ! যাই মোরা সবে,
করুক উৎসব এবে পুরাঙ্গনাগণ।

দম্পতি যুগল ও সহচরীগণ ব্যতীত সকলের
প্রস্থান (নর্ত্তকীগণের প্রবেশ);

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—কি মধুর মিলন।
যুগল যুগল প্রেমে ঢল ঢল
(হের) হের হের নয়ন।
হাসরে কুসুম বিলাও সুবাস,
বহরে মৃদুল মলয় বাতাস,
হাস তরু লতা দোলাইয়ে পাতা
(হাস) হাস হাস ভুবন।
হাসরে যামিনি! তারকা ভূষণে,
হাসরে গগন সুনীল বসনে,
হাসরে চন্দ্রমা, ছড়াও সুষমা,
(কর) কর সুধা বর্ষণ।
স্বরগ হইতে দেবতা সকলে
করহ আশীষ দম্পতি যুগলে;
প্রেম পোরা বুকে থাকে যেন সুখে,
হোক আশা (সব) পূরণ॥

যবনিকা।
